দারসে কুরআন সিরিজ-৬

ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ - ৬

ঈমানের দাবী
মু'মিনের পরিচয়

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক

খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির

খন্দকার প্রকাশনী

পাঠকবন্ধু মার্কেট

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা ঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ - জানু ঃ ১৯৮৮

বিশতম প্রকাশ - মে ঃ ২০১১

©

প্রকাশক

প্রচ্ছদ

আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ

আল-আকাবা প্রিন্টিং প্রেস

৩৬ শিরিশ দাস লেন

মূল্য ঃ ৮০ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা	৬
আয়াত	৯
অনুবাদ	১০
শব্দার্থ	১১
ঈমানের দাবী ও মু'মিনের পরিচয়	৯
নাযিল হওয়ার সময়কাল ও শানে নুযুল	১৩
আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের ধরন	১৪
আল্লাহর আনুগত্যের ধরন কিরূপ হবে?	১৫
উলিল আমরের আনুগত্যের ধরন	১৭
কারবালার ময়দানে এ আয়াতের মর্মার্থ প্রতিপালন	২৬
কারবালার আসল ঘটনা	২৭
সে ছিল এক অদ্ভূত মিটিং	২৯
চিন্তার বিষয়	৩০
পুরা দারসের মৌলিক শিক্ষা	৩১
ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ	৩১
লক্ষণীয় বিষয়সমূহ	৯৪
ঈমানদারদের নেক আমলই আমলে সালেহ্	৯৬

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তাদের জন্য

- ✪ যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- ✪ যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- ✪ যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- ✪ যারা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী।
- ✪ যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না।
- ✪ যারা ইমাম, খতীব ও মুবাল্লিগ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ✪ ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- ✪ সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা।
- ✪ সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- ✪ দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।
- ✪ লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

সাদাকাহ্

পরম শ্রদ্ধাভাজন মুসান্নিফ
মরহুম মাওলানা খন্দকার
আবুল খায়ের (রহঃ) এর
রূহের মাগফিরাত
কামনায়-

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

ঈমানের দাবীদারদের উদ্দেশ্যে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করে আল-কুরআনে মোট ৮৭টি আয়াত নাযিল হয়েছে। তার মাত্র ১টি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এর প্রথম সংস্করণে বের হয়। অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করনের বইগুলো পাঠক পাঠিকাদের পক্ষ থেকে দাবী আসে এর ২য় সংস্করণে ঈমানের দাবীর ওপর আরও কিছু লিখতে ও তা প্রকাশ করতে। বিশেষ করে ঢাকার সরকারী কবি নজরুল কলেজের অধ্যাপক মাওঃ শামসুল আলম সাহেবের নাম উল্লেখ করা যায়। পাঠকদের দাবী অনুযায়ী ২য় সংস্করণে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে যত আয়াত নাযিল হয়েছে তার সবগুলোই এর সঙ্গে যোগ করে দেয়া হলো। এতে আশা করা যায় ঈমানের যারা দাবীদার তারা বুঝতে সক্ষম হবেন যে, ঈমান আনলে ঈমানের দাবী পূরণের জন্যে তাকে কি কি কাজ করা লাগবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করে কথা বলার উদ্দেশ্য

এখানে মনে রাখা দরকার যে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে তাকে মু'মিন বলে আল্লাহ মেনে নিলেন। এভাবে সম্মোধন করার তাৎপর্য হলো এই যে ঈমান আনলেই বেহেশত পাওয়া যাবে। বিষয়টাকে কিছু উদাহরণের সাহায্যে বুঝানোর চেষ্টা করি।

দেখুন. কেউ যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় তা হলে ভর্তি হলেই কি পাস হয়ে যায়। তাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয় এবং যখন যা পড়া দেয়া হয় তা ঠিক মত পড়তে হয়, পরীক্ষা দিতে হয় আর পরীক্ষাটা ঠিক মত দিতে পারলেই তার ভর্তি হওয়াটা সার্থক হয় যদি সে পাস করতে পারে। নইলে লোকে তাকে ছাত্র বলবে ঠিকই কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ছাত্র হওয়া সে উদ্দেশ্য আদৌ সফল হবে না, যদি সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইন কানুন মেনে না চলে এবং পড়া শুনা ঠিক মত না করে।

আবার দেখুন পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হলে মুরীদদের কিছু সবক

www.pathagar.com

দেয়া হয়। এই সব সবকের ওপর আমল করতে করতে মুরীদ শেষ পর্যন্ত নিজেই কামেল পীর হয়ে পড়েন। আর যে সব সবক আমল করতে হয় তা একটা দুইটা নয়, বেশ কতকগুলো সবকের ওপরে আমল করা লাগে। আর যদি মুরীদ হন তিনি নিজেও বোঝেন যে যেহেতু আমি মুরীদ হয়েছি কাজেই পীরের দেয়া সবক আমাকে আমল করতে হবে। ঠিক তদ্রূপ যারাই কালেমা পড়ে আল্লাহর নিকট মুরীদ হয় বা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তাদেরকে আল্লাহ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে সম্বোধন করে বলেন যে, ওহে তোমরা যারা আমার কাছে আত্মসমর্পণ করছে তাদেরকে আমি যে সবক দেব সেই সবক কাঁটায় কাঁটায় মেনে চলতে হবে। তবেই ঈমান আনার মূল উদ্দেশ্য সফল হবে, নইলে নয়। অর্থাৎ তা ইয়াদ করতে হবে এবং তার ওপর আমল করতে হবে। তবেই বেহেশত পাবে। আর আল্লাহর সবকের সংখ্যা হলো মোট ৮৭টি। যার মধ্যে কিছু উপধারাও রয়েছে যে গুলো মিলে আরও কিছু সংখ্যা বাড়বে।

এ আলোচনা থেকে বুঝা গেল, ছাত্র হলেই পাশ হয় না। তাকে লেখাপড়া করে পাশ করতে হয়, তেমনই মুরীদ হলেই কামেল হওয়া যায় না, সবক আমল করেই কামেল হতে হয়।

ঠিক তেমনই ঈমান আনলেই বেহেশত পাওয়া যাবে না। কুরআন থেকে পাওয়া আল্লাহর দেয়া সবক যথারীতি আমল করেই বেহেশত পেতে হবে।

এ আলোচনা থেকে আরও একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝা গেল যে যত বারই يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে আয়াত নাযিল করা হয়েছে ততবারই এর মধ্য তিনটি জিনিস বা তিনটি কথা উহ্য রয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। যথা-

(১) اٰمَنُوْا এর পরবর্তী কথাগুলো ঈমানের দাবী পূরণ করার জন্যে নির্দেশ হিসাবে নাযিল হয়েছে, যে নির্দেশ ঈমানের দাবীদার হিসাবে আমরা মেনে চলতে বাধ্য সে নির্দেশ যদি আমরা মেনে চলি তা হলেই জীবন আমাদের সফল হবে এবং ঈমানের দাবী আমাদের সত্য বলে পরিগণিত হবে, নইলে নয়।

www.pathagar.com

(২) اٰمَنُوْا এর পরবর্তী কথাগুলোকে নির্দেশ হিসাবে না মেনে যদি কোন নীতিবাক্য হিসাবে মানি আর যদি মনে করি যে– আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি– পরকালের মুক্তির জন্যে এতটুকুই যথেষ্ট তাহলে চরম ভুল করা হবে, তাতে ঈমানের দাবী মানা হবে না এবং জীবনও সফল হবে না, হবে ব্যর্থ। আর আল্লাহর দরবারে এই ধরনের ঈমানের দাবীকে সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়া হবে না।

(৩) বাংলায় অনুবাদ করে পড়ার সময় যতবারই 'ওহে বিশ্বাসীগণ' পড়বে ততবারই উহ্য কথাগুলো 'ওহে বিশ্বাসীগণের' পরে এক সঙ্গে পড়ে যেতে হবে, তাহলেই ভাবার্থটা সঙ্গে সঙ্গে মানসপটে ভেসে উঠবে। উহ্য কথাগুলো হলো 'যে কারণে ঈমান এনেছ তা যদি সফল করতে চাও তাহলে ..' ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে আরবীতে এই ধরনের বহু কথাই উহ্য থাকে যা অন্য ভাষায় অনুবাদ করার সময় উহ্য রাখলে বুঝতে কিছুটা অসুবিধা হয়। যেমন– بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এর মধ্যে 'শুরু করতেছি' কথার কোন আরবী শব্দ নেই। কিন্তু বাংলায় অনুবাদের সময় দয়াময় আল্লাহর নামে (শুরু করতেছি) বলেই অনুবাদ করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই বইয়ের ভাষা, কথা বিন্যাস ও উপস্থাপনা ছাড়া আর সব কিছুই বিভিন্ন তাফসীর থেকে নেয়া। এর উপস্থাপনাটা সহজবোধ্য করার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি যেন সকল শ্রেণীর পাঠক পাঠিকাই উপকৃত হন। আল্লাহই ভাল জানেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় কোন বনি আদম উপকৃত হতে পারবেন কি না।

যদিও আমার নিজের থেকে কোন ব্যাখ্যা দেয়ার দায় দায়িত্ব নেইনি তবু ভাষার কোন হের ফের বা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ে যায় তবে মেহেরবানী করে যিনি তা শুধরে দিবেন তার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

ইতি

খন্দকার আবুল খায়ের

www.pathagar.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ঈমানের দাবী ও মু'মিনের পরিচয়

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ج فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا -

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ ط وَيُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا - وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلٰى مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَى الرَّسُوْلِ رَاَيْتَ الْمُنٰفِقِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا - فَكَيْفَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ثُمَّ جَآءُوْكَ يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدْنَآ اِلَّآ اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا - اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ق فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَّهُمْ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا - وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا - فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا -

www.pathagar.com

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ط وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا - وَاِذًا لَّاٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ لَّدُنَّا اَجْرًا عَظِيْمًا - وَلَهَدَيْنٰهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا -

(النساء - ٦٧ - ٥٩)

অনুবাদ ঃ হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা সত্যই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক তা'হলে আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং যারা হুকুমের অধিকারী তাদের। কিন্তু কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতপার্থক্য ঘটলে সাথে সাথে আল্লাহ ও রাসূলের ফয়সালার দিকে ফিরে আস। এটাই ভাল এবং (এটাই) সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। তুমি কি সেই সব লোকদেরকে দেখনি যারা মনে মনে ধারণা করে যে, তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং তোমার পূর্ববর্তী নবী রাসূলগণের প্রতি যা নাযিল হয়েছিল তার প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে অথচ তারা তাগুতদের নিকট থেকে আইন কানুন ও বিচার ফয়সালা গ্রহণ করতে চায়। যদিও তাদেরকে তা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করতে হুকুম করা হয়েছে। শয়তান চায় তাদেরকে খুব বড় ধররের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলতে। আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আইন ও বিচার ফয়সালার দিকে আস তখন মুনাফীকদের থেকে যে তারা মুখ ফিরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। তাদের নিজেদের হাতে বানান ব্যবস্থাপনার কারণে তাদের উপরে বিপদ মুছিবত আসলে তার হাত থেকে বাঁচার কোন পথ আছে কি? অতঃপর তারা পুনরায় তোমার নিকট আসবে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ছাড়া অন্য কিছুই চাই না। আসলে এরাই হচ্ছে তারা যাদের অন্তরে কি আছে তা (সাধারণে জানতে না পারলেও) আল্লাহ ভালই জানেন। সুতরাং তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর বা তাদের দল ও মত ত্যাগ কর আর তাদেরকে ওয়াজ করে হৃদয়স্পর্শী কথা দ্বারা বুঝাতে থাক।

রাসূলকে এই উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যে তাঁর আনুগত্য করবে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক। আর তারা নিজেদের প্রতি জুলুম করার পর তোমাদের

www.pathagar.com

নিকট ফিরে আসলে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলে রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইবেন। তারা আল্লাহকে তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু হিসাবে পাবে।

না-না, (তারা মনে মনে যে ধারণা করে তা ঠিক নয়) আমি তোমার রবের কসম করে বলছি তারা ঈমানদান নয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাকে তারা তাদের ভিতরকার যাবতীয় মতপার্থক্য ও ঝগড়া বিবাদের একমাত্র মীমাংসাকারী হিসাবে মেনে নেবে এবং তোমার বিচার ফয়সালা সম্বন্ধে তাদের মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে, আর তা অত্যন্ত খুশি মনে মেনে না নেবে।

"আমি যদি তাদের প্রতি হুকুম করতাম যে তোমরা (আল্লাহর কাজে) নিহত হও কিংবা (আল্লাহর কাজে) ঘর বাড়ী ত্যাগ করে বেরিয়ে পড় তাহলে দেখতে কতিপয় লোক ছাড়া কেউই সে হুকুম পালন করত না। যা করতে তাদের নছিহত করা হয় যদি তা তারা মানত তাহলে তাদের ভাল হত এবং মনের স্থিরতায় তারা দৃঢ়তর হত এবং তখন আমি অবশ্যই তাদেরকে মহা পুরষ্কার দান করতাম এবং তাদেরকে অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত করতাম। (আর আল্লাহ ও রাসূলের নিঃশর্ত পুরা আনুগত্য করলে সে পরকালে তাদের সাথী হবে যারা ছিলেন নবী-রাসূল, সিদ্দিকীন, শোহাদা এবং সালেহীন। আর তারা কত উত্তম সাথী! এটা আল্লাহর অনুগ্রহ এবং জ্ঞানে আল্লাহই যথেষ্ট।")

শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا - ওহে, যারা বিশ্বাস করেছে। اَطِيْعُوا اللّٰهَ – আনুগত্য কর আল্লাহর। اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ - আনুগত্য কর রাসূলের। اُولِى – অধিকারী। اَمْر- হুকুম اُولِى الْاَمْرِ – হুকুম করার অধিকারী। فَاِنْ - অতঃপর যদি। تَنَازَعْتُمْ - তোমাদের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য ঘটে। فَ - তাহলে। رُدُّوْهُ - তাকে ঘুরিয়ে দাও। اِلٰى -দিকে। اِلَى اللّٰهِ - আল্লাহর দিকে। وَالرَّسُوْلِ -এবং রাসূলের (দিকে)।

www.pathagar.com

اِنْ -যদি। كُنْتُمْ - তোমরা হও। تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ - আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী।

وَ - এবং। الْيَوْمِ الْاٰخِرِ - শেষ দিনের (প্রতি)। ذٰلِكَ -ইহা। خَيْرٌ -ভাল। وَ -এবং। اَحْسَنُ -উৎকৃষ্টতর। تَاْوِيْلًا - ব্যাখ্যা। اَلَمْ تَرَ - তুমি কি দেখনা? اَلَّذِيْنَ - যারা। يَزْعُمُوْنَ - ধারণা করে। اَنَّهُمْ - যে অবশ্যই তারা। اٰمَنُوْا - বিশ্বাস করে। بِمَا - যা। اُنْزِلَ - নাযিল হয়েছে। اِلَيْكَ - তোমার প্রতি। وَمَا -এবং যা। مِنْ قَبْلِكَ - তোমার পূববর্তীদের (প্রতি)। يُرِيْدُوْنَ -তারা চায় - اَنْ - যে। يَّتَحَاكَمُوْا - তারা আইন কানুন ও বিচার ফয়সালা চায়। اِلَى الطَّاغُوْتِ - তাগুতদের নিকট (যারা নিজেরা আল্লাহর হুকুম অমান্য করে এবং আইন করে আল্লাহর আইনের বিপরীত আইন মেনে চলতে অন্যদেরকে বাধ্য করে তাদেরকে তাগুত বলা হয়েছে।) وَ - এবং (কিন্তু এখানে'এবং' অর্থ দেবে না, এখানে এর অর্থ হবে যদিও)।

قَدْ اُمِرُوْا - নির্দেশ দান করা হয়েছে। اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ – যে তা (তাগুতদের আল্লাহর বিরোধী আইন কানুন) প্রত্যাখ্যান করুক। يُرِيْدُ – সে চায়। اَنْ يُّضِلَّهُمْ – যে তাদের বিভ্রান্ত করবে। ضَلٰلًا بَعِيْدًا – বড় ধরনের বিভ্রান্তি। وَاِذَا – এবং যখন। قِيْلَ – বলা হয়। لَهُمْ – তাদেরকে। تَعَالَوْا – তোমরা এস। اِلٰى – দিকে। مَا – যা। اَنْزَلَ اللّٰهُ – নাযিল করেছেন আল্লাহ। وَاِلَى الرَّسُوْلِ – এবং রাসূলের দিকে। رَاَيْتَ – তুমি দেখবে। الْمُنٰفِقِيْنَ – মুনাফিকরা। يَصُدُّوْنَ

www.pathagar.com

– মুখ ফিরিয়ে নেবে। عَنْكَ – তোমা হতে। صُدُوْدًا – মুখ ফিরাবে খুব শক্ত ভাবে। فَكَيْفَ – তাহলে কেমন করে (উদ্ধার পাবে)। اِذَا –যখন। اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ – মুসিবাতে তাদেরকে পাকড়াও করবে। بِمَا –যা। قَدَّمَتْ – পূর্বে তৈরী করেছে। اَيْدِيْهِمْ – তাদের হাতে। يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ – তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলবে। اَرَدْنَا – আমাদের ইচ্ছা। اِحْسَانًا – কল্যাণ। تَوْفِيْقًا – সম্প্রীতি (বিভিন্ন তাফসীরে এই স্থানে। تَوْفِيْقًا – এর অর্থ সম্প্রীতি লেখা হয়েছে)। مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ – যা তাদের মনে আছে। فَاَعْرِضْ – অতএব মুখ ফিরিয়ে লও। عَنْهُمْ – তাদের থেকে। وَعِظْهُمْ – তাদের নছিহত কর। قُلْ لَّهُمْ – তাদেরকে বল। لِيُطَاعَ – আনুগত্য করার জন্য। فَلَا وَرَبِّكَ – না, না, তোমার রবের কসম করে বলছি। لَا يُؤْمِنُوْنَ – তারা ঈমানদার নয়। حَتّٰى – যতক্ষণ পর্যন্ত না। يُحَكِّمُوْكَ – তোমাকে হাকিম মানবে। فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ – যে সব ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে ঝগড়া হয়।

নাযিল হওয়ার সময়কাল ও শানে নুযুল

তফসীরকারগণের ধারণা যে সম্ভবতঃ ৩য় হিজরী সনের শেষ ভাগ থেকে শুরু করে ৫ম হিজরী সনের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ সূরা নাযিল হয়। তখন ইসলামের হাতে এসেছে একটা নতুন রাষ্ট্র যার ভিতরকার যাবতীয় ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগের আইন কানুন প্রথা প্রচলন সব কিছুই পরিবর্তন করে সমাজের পূরা কাঠামোকে নতুনভাবে গড়া

www.pathagar.com

হচ্ছিল। এই কাঠামো গড়তে হবে কোন পদ্ধতিতে এবং কোন বিষয়ের আইন-কানূন কিরূপ হতে হবে, বিচার ফয়সালা হবে কি ভাবে ইত্যাদি যখন অহির মাধ্যমে নাযিল হচ্ছিল ঠিক তখনই এক পর্যায়ে সত্যিকার মু'মিন ও যারা শুধু ধারণা করে যে তারা মু'মিন কিন্তু আসলে তারা মুনাফিক এই দুই গ্রুপের ভিতরকার পার্থক্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে এই ভাষণটি নাযিল হয়। কাজেই এ ভাষণ থেকে আমরা ঐ দুই গ্রুপের পরিচয় পেতে পারব যে কারা সত্যিকার মু'মিন এবং কারা শুধু ধারণায় মু'মিন কিন্তু আসলে মুনাফিক- যারা পরকালে হবে জাহান্নামী।

এখানকার পরিচয়টা এত স্পষ্ট যে, এই পরিচয়ের মাপকাঠিতে বিচার করলে আমরা অনেকেই মুনাফিকের তালিকায় পড়ে যাব সন্দেহ নেই। তাই আসুন আমরা সকলেই মিলে হায়াত থাকতে চেষ্টা করি যেন সত্যিকার মু'মিনের লক্ষণগুলো আমাদের আমল-আখলাকের মধ্যে ফুটে উঠে এবং মুনাফিকের লক্ষণগুলো যেন আমাদের মধ্যে না থাকে। আশা করি মেহেরবান আল্লাহ পাকের এ ভাষণকে আমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থেই গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করব।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের ধরন

ব্যাখ্যা ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا .... تَأْوِيْلًا এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে "হে ঈমানদারগণ" বলে সম্বোধন করে বললেন তোমরা যদি সত্যিকার আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক তাহলে যে কারণে বিশ্বাস করেছ সে কারণটা হলো ইহকালেও শান্তি লাভ পরকালেও শান্তি লাভ। কিন্তু শান্তি পেতে হলে কয়েকটি কাজ করতে হবে, সে কাজগুলো হলো-

১। اَطِيْعُوا اللّٰهَ – আল্লাহর আনুগত্য কর যে আনুগত্য হবে শর্তহীন এবং যার মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধ করার কোন অধিকার নেই।

২। اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ – আনুগত্য কর রাসূলের। এ আনুগত্য হবে শর্তহীন ভাবে এবং এর মধ্যে কোন প্রকার মতবিরোধের কোন অধিকার নেই। এখানে লক্ষণীয় যে একই আয়াতের মধ্যে দু'বার اَطِيْعُوْا শব্দ

www.pathagar.com

ব্যবহার করে। أَطِيعُوا এর গুরুত্ব এমন ভাবে বুঝান হয়েছে যে, আল্লাহর আনুগত্য আর রাসূলের আনুগত্য দু'টাই হতে হবে শর্তহীনভাবে এবং যেহেতু আল্লাহরই পাঠানো ও মনোনীত রাসূল তাই রাসূল আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই বলবেন না, ফলে রাসূলের আনুগত্য করলে ও তাঁর হুকুম মানলে প্রকারান্তরে আল্লাহরই হুকুম মানা হবে। কাজেই এ দু'টো আনুগত্য হবে একই পর্যায়ের। (৩নং উলিল আমরের আনুগত্যের ধরন পরে আলোচনা করা হবে)

এবার আসুন আমরা এ দু'টো আনুগত্যের ধরন কিরূপ হবে তা আরও স্পষ্ট করে বুঝার চেষ্টা করি। আমরা নবী জীবন থেকে আল্লাহর আনুগত্য এবং সাহাবাদের জীবন থেকে রাসূলের আনুগত্যের ধরন শিক্ষা করি।

আল্লাহর আনুগত্যের ধরন কিরূপ হবে?

আমরা ইতি পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর জীবনী থেকে আল্লাহর আনুগত্যের ধরন কিরূপ হবে তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। সেখানে আমরা দেখেছি আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়া বা ছেলে কুরবানী করা- এর কোনটাতেই তাঁর কোন আপত্তি বা দ্বিধা-সংকোচ বিন্দুমাত্র ছিল না। এছাড়াও দেখুন কখনও যদি আল্লাহর হুকুম মানতে গিয়ে কোন নবীর সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতি কোথাও দেখা দিয়েছে, তখন আল্লাহ নবীদের পর্যন্ত ছাড়েননি। সেখানে নবীদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করেছেন, আসুন সেটাও আমরা নবী জীবন থেকে দেখি ও শিখি। দেখুন যে অবস্থায় প্রত্যেক নবীই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। যেমন বেরিয়ে পড়েছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত শোয়াইব (আঃ), ও আরও বহু নবী। ঠিক তেমনই বেরিয়ে পড়েছিলেন আমাদের আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। কিন্তু অন্য কোন নবীকে মাছের পেটে যেতে হলো না, হযরত ইউনুস (আঃ) যে অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন ঐ অবস্থায় যদিও প্রত্যেক নবীই ঘর বাড়ী ছেড়েছেন তবুও আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করেছেন কিন্তু হযরত ইউনুস (আঃ) যদিও উপযুক্ত সময়েই বাড়ী ত্যাগ করেছিলেন

www.pathagar.com

কিন্তু ত্যাগ করাটা একটুখানি আগে হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেননি। মাত্র এতটুকু বা অতি সামান্য ত্রুটির জন্য আল্লাহর নবী হয়েও যখন তিনি আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাননি, তখন আমাদের সঙ্গে আল্লাহর এমন কি অতিরিক্ত চুক্তি আছে যে আমাদের পাহাড় পরিমাণ ত্রুটি-বিচ্যুতিও আল্লাহ মোটেই দেখবেন না? এমন কোন চুক্তি নাই বলেই তো আল্লাহ কুরআন পাকে হুকুম নাযিল করে তার বান্দাদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন।

এরপর দেখুন হযরত নবী করিম (স) যখন তাবুকের যুদ্ধে সবাইকে যেতে হুকুম দিলেন তখন যে তিন জন মুসলমান বিভিন্ন কারণে যেতে পারেননি তাদের প্রতি তিনি কি ব্যবহার করেছেন। তিনি পরিস্কার বলে দিলেন, এদের সঙ্গে কেউ কথা বলবে না, সালামের জবাব দেবে না। এমন কি তাদের স্ত্রীদেরও বললেন, যাও তোমরা যার যার পিত্রালয়ে।

এরপর তাঁরা আল্লাহর নিকট অস্থির হয়ে কেঁদে কেঁদে মা'ফ চাইলেন।

আর মা'ফ পাওয়ার জন্য তাদের জায়গা জমিও আল্লাহর ওয়াস্তে দান করে দিলেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের চোখে ঘা হয়ে গেল। এর ৫০ দিন পর তাদের গোনাহ মা'ফির খবর নাযিল হলো। সূরা তাওবার ১১৮ নং আয়াতে বলা হলো ঃ

وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ط حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْٓا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّآ اِلَيْهِ ط ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ -

"সেই তিন জনকেও তিনি মা'ফ করে দিলেন যাদের ব্যাপারটি মুলতবী করে রাখা হয়েছিল। যমীন যখন তার বিস্তৃতি সত্বেও তাদের (তিনজনের) জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল এবং জান প্রাণও তাদের ওপর বোঝা হয়ে পড়ল এবং তারা জানল যে আল্লাহর (শাস্তি) থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বয়ং আল্লাহরই রহমতের আশ্রয় ছাড়া আশ্রয় পাওয়ার আর কোন স্থান নেই

www.pathagar.com

তখন আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের দিকে ফিরলেন যেন তারাও তাঁর (আল্লাহর) দিকে আসে। নিঃসন্দেহে তিনি বড় ক্ষমাশীল।

এখান থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল যে নবী (সঃ) এর আনুগত্যের যদি সামান্যতম ঘাটতি ঘটে তবে সেখানেও কোন রেহাই নেই। এমন কি তাঁদের গোনাহ মা'ফির পর রাসূল (সঃ) বলেছিলেন যে আল্লাহ যদি তোমাদের মা'ফ না করতেন আর সে অবস্থায় যদি তোমাদের মৃত্যু হত তবে তোমাদের লাশ শিয়াল কুকুরে খেয়ে গেলেও তাতে কোন মুসলমান হাত দিতনা। এবার চিন্তা করুন রাসূলের আনুগত্যের ঘাটতি ঘটলে তার পরিণাম কি!

উলিল আমরের আনুগত্যের ধরন

আল্লাহর রাসূলের আনুগত্যের পর বলা হয়েছে আনুগত্য কর উলিল আমরের বা হুকুমের অধিকারীগণের। কিন্তু উলিল আমর যেহেতু আল্লাহর মনোনিত বা নিয়োজিত কোন ব্যক্তি নন তাই তাদের আনুগত্য করলেই যে আল্লাহর আনুগত্য করা হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই বলা হলো যেখানেই উলিল আমরের সঙ্গে তোমাদের মত বিরোধ সৃষ্টি হবে সেখানেই উলিল আমরের কথা মানতে পারবে না যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও।

এখন প্রশ্ন ঃ

১। উলিল আমর বলতে কাদেরকে বুঝব?

২। তাদের আনুগত্য কতক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে অথবা কি অবস্থায় করা যাবে, আর কি অবস্থায় করা যাবে না?

৩। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে মত বিরোধ করা যাবে?

জবাব ঃ ১। আরবীতে উলিল আমর বলতে তাদের সবাইকে বুঝায় যারা হুকুম করার অধিকার রাখে। যেমন–

ক। পিতা-মাতা।

খ। গ্রাম্য প্রধান।

www.pathagar.com

গ। ওস্তাদ ও পীর বুজর্গ।

ঘ। যাদের অধীনে চাকুরী করা হয়।

ঙ। রাষ্টপ্রধান ও রাষ্ট্রীয় সংবিধান।

এরা প্রত্যেকেই উলিল আমরের মধ্যে গণ্য এবং এদের সব ধরনের হুকুমই মানুষ মেনে চলতে বাধ্য থাকে। কাজেই এরা প্রত্যেকেই উলিল আমর।

২। এই উলিল আমরদের সেই সব হুকুমই মানা যাবে যে সব হুকুম মানলে আল্লাহরই হুকুম মানা হবে। আর তাদের যে সব হুকুম মানলে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হবে সে সব হুকুম মানা যাবে না। যেমন ধরুণ ১নং উলিল আমরের কেউ, অর্থাৎ পিতা অথবা মাতা বললেন 'নামায পড়'। এখানে পিতা-মাতার এ হুকুম মানলে তা আল্লাহরই হুকুম মানা হবে তাই এ ধরনের হুকুম মানতে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন কিন্তু যদি পিতা-মাতার কেউ বলেন অমুকের ক্ষেত থেকে চুরি করে কাঁচা মরিচ তুলে নিয়ে এস তাহলে তা মানা যাবে না। কারণ এ ধরনের হুকুম মানলে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হবে।

ফল কথা হচ্ছে এই যে, উলিল আমরের হুকুম মানলে যদি আল্লাহর হুকুম মানা হয় তবে উলিল আমরকে মানতে হবে আল্লাহকে মানার জন্য। আর উলিল আমরের হুকুম যদি আল্লাহর হুকুমের খেলাফ হয় তবে উলিল আমরের হুকুম অমান্য করতে হবে ঐ আল্লাহকে মানার জন্যই। ঠিক তদ্রূপ যদি পীর মুর্শিদের কোন হুকুম মানলে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হয় তবে সে হুকুমও অমান্য করতে হবে ঐ একই কারণে, অর্থাৎ আল্লাহকে মানার জন্যই ঠিক ঐ একই হুকুম কার্যকর হবে কোন রাষ্ট্র প্রধানই হোক কিংবা রাষ্ট্রীয় কোন সংবিধানিক আইন কানুনই হোক তার বেলায়ও। মূল কথা হচ্ছে এই যে, যারই হুকুম মানবো তা মানবো শুধু আল্লাহকে মানার জন্যই। আর যার হুকুম এবং যে হুকুম আল্লাহর হুকুমের খেলাফ, তার হুকুম অমান্যও করতে হবে ঐ একই কারণে অর্থাৎ আল্লাহকে মানার জন্যই।

অতঃপর ঐ একই আয়াতের মধ্যে বলা হলো যে, যদি তোমরা সত্যি আল্লাহকে ও পরকালকে বিশ্বাস কর তবে তোমাদের এই নির্দেশ মানাই

www.pathagar.com

উত্তম। আর এই আনুগত্যের ব্যাপারে যেন কোন পাশ কাটানো ব্যাখ্যা কেউ না করতে পারেন সে জন্য একই সঙ্গে একই আয়াতের মধ্যে বলা হলো اَحْسَنُ تَاوِيْلًا (আহসানু তা-বীলা) এটা ব্যাখ্যায়ও উত্তম। অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য ও উলিল আমরের আনুগত্যের মধ্যে যে পার্থক্য এখানে বলে দেয়া হলো এটাই উত্তম ব্যাখ্যা, এর আর কোন ঘুরান ফিরান বা পাশ কাটানো ব্যাখ্যা চলবে না।

এত কিছু বলার পরও কিছু কথা বাকি থেকে যায়। তা হচ্ছে এই যে এমন বহু মুসলমানই রয়েছেন যারা আল্লাহ, রাসূল ও উলিল আমরের আনুগত্যের সত্যিকার পার্থক্য সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা রাখেন এবং এমনও কিছু মুসলমান রয়েছেন যারা এ ব্যাপারে একেবারেই ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন কিন্তু তারা মনে করেন যে তারা সত্যিই সবকিছু বোঝেন এবং সত্যিই তারা পাকা ঈমানদার। তাদের সেই ভুলকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে খুবই সহজ সরল ভাবে পরবর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ এমন ভাবে তুলে ধরেছেন যে তা যেন কারও কাছেই আর দুর্বোধ্য না থাকে। এবার লক্ষ্য করুন আল্লাহ কত সহজ ভাষায় তা তুলে ধরেছেন। তিনি তাঁর রাসূলকে ডেকে বলেছেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ ..... ضَلٰلًا بَعِيْدًا-

তুমি কি সেই সব লোকদেরকে দেখেছ বা চেন যারা মনে মনে ধারণা করে যে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা তারা বিশ্বাস করে? অর্থাৎ তাদের ঈমানের যে দাবী তা শুধু ধারণা মাত্র। এখন প্রশ্ন, এরা কারা?

তাদেরকে চেনার জন্য আল্লাহ বলেছেন তারা হচ্ছে সেই সব লোক যারা একদিকে দাবী করে যে তারা বিশ্বাসী অপর দিকে তারা তাগুতদের হুকুম আহকাম মেনে চলে। অথচ তাদের হুকুম করা হয়েছিল اِنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ যে তারা যেন তাদেরকে অস্বীকার করে অর্থাৎ তাগুতদের কোন আইন কানুন যেন মুসলমানরা না মানে। কারণ শয়তান চায় যেন اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلٰلًا بَعِيْدًا সে তাদেরকে বড় ধরনের গোমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত করে রাখতে পারে। এই গোমরাহিটা কি? এই গোমরাহি হচ্ছে- যেমন কিছু

www.pathagar.com

মুসলমান মনে মনে ধারণা করে যে 'তারা ঈমানদার' আর এই ধারণার কারণে তারা যেন মনে মনে তৃপ্তি পায় যে আমি ঠিকই ঈমানের উপর কায়েম আছি। কিন্তু শয়তান তাদেরকে এমন ভাবে বিভ্রান্ত করে রাখবে যেন তারা টেরই না পায় যে, তারা শুধু ধারণায় ঈমানদার কিন্তু আসলে ঈমানদার নয়। এখানেই হলো শয়তানের জয়। এ আয়াতের শিক্ষা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর প্রতি ঈমানদার হলে তাকে তাগুতের আনুগত্য ত্যাগ করতে হবে। নইলে একদিকে বলবে আল্লাহ মানি, কুরআন মানি, পরকাল মানি অপর দিকে তাগুতদের আইন কানুন মেনে চলবে এটা কোন ঈমানদারীর লক্ষণ নয়।

এখন প্রশ্ন, এ তাগুত কারা? তাগুত বলতে কাদেরকে বুঝবো? তাগুত বুঝানোর জন্য আরও দু'টি বিষয় সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার তা হচ্ছে তাগুতের পূর্ব অবস্থা। প্রথম হচ্ছে ফাসেক, তার পর কাফের, তার পর তাগুত।

১ নং- ফাসেক অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রত্যেক কথাই মানে কিন্তু পালন করে না। যেমন কোন ব্যক্তি স্বীকার করে যে দাড়ি রাখা সুন্নাত এবং না রাখা অন্যায় কিন্তু নিজে দাড়ি রাখে না। এরপরও স্বীকার করে যে এটা সে অন্যায় করে। এ অবস্থায় সে ফাসেক।

২নং- কাফের অর্থাৎ যে ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে অন্যদেরকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে বাধ্য করে না এ অবস্থায় সে কাফের।

৩নং- তাগুত অর্থাৎ নিজে তো আল্লাহর হুকুম অমান্য করে অন্যদেরকেও আল্লাহর আইন অমান্য করতে বাধ্য করে এবং আইন করে আল্লাহর আইন বাতিল করে অপর দিকে আল্লাহর আইন আমান্য করার আইন তৈরী করে, যেমন- আল্লাহর বিধান, প্রত্যেক কাজ ডান পাশ থেকে শুরু করা। সেই বিধান মুতাবিক মুসলমানদের দেশে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে গাড়ী চলার নিয়ম চালু আছে, এ বিধান এ দেশেও চালু ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টান সরকার নিজেরাও আল্লাহর আইন অমান্য করবে এবং দেশের সব লোক দিয়েই আল্লাহর আইন অমান্য করাবে এ জন্যই তারা আইন তৈরী করল রাস্তার বাম পাশ দিয়ে চলার। এরই নাম তাগুতি আইন। এ ধরনের

www.pathagar.com

বহু আইন কানুন বৃটিশ সরকার তৈরী করে রেখে গেছে যেন এ দেশের মুসলমানরা সরকারী আইন মানতে গিয়ে বাধ্য হচ্ছে আল্লাহর আইন অমান্য করতে। এ ধরনের আইন যারা তৈরী করে তারাই হচ্ছে তাগুত। আর এই তাগুতদের আইন কানুন যারা খুশি মনে মেনে নিয়ে সে আইনের অধীনে জীবন যাপন করে এবং মনে মনে ধারণা করে যে 'আমরা ঈমানদার' তাদের কথাই বলা হয়েছে-يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا এ আয়াতের মধ্যে। এর পরবর্তী কথায় আল্লাহ আরও স্পষ্ট পরিচয় তুলে ধরলেন তাদের যারা শুধু ধারণায় ঈমানদার। বলা হলো- وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَصُدُّوْنَ عَنْكَ صُدُوْدًا যখনই তাদেরকে বলা হবে- এস আমরা আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া আইন কানুন মেনে চলি তখন দেখবে তোমরা সেসব কথা তারা শুনবে না, পাশ কাটিয়ে চলে যাবে, তারা মুনাফিক। তাদের এভাবে পাশ কাটিয়ে সরে যাওয়া থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে ওদের ঈমানের দাবীর কোনই মূল্য নেই। এর পর বলা হলো যদি কোন জনপদের অধিবাসী আল্লাহর বিধান অমান্য করে চলে তাহলে তাদের উপর বিপদ মুসিবত তো অবশ্যই আসবে তখন-

فَكَيْفَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ -

কি করে সেই মুছিবতের হাত থেকে রেহাই পাবে? কারণ সে মুছিবত তো তাদের নিজ হাতে তৈরী। অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া আইনকে পরিবর্তন করে সেখানে নিজ তৈরী আইনের অধীনে চলার কারণেই যে মুসিবত, তার হাত থেকে বাঁচার পথ না ইহকালে আছে আর না পরকালে আছে। একথাটা বুঝানোর জন্য একটা ছোট উদাহরণ দিচ্ছি ঃ ধরুন একটা মারাত্মক ব্যধিগ্রস্ত রোগীকে কোন একজন বড় ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেলেন চিচিৎসার জন্য। তিনি ভাল করে দেখেশুনে একটা ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন তাতে দিলেন ওমুক ওমুক ঔষুধ এই এই নিয়মে সেবন ও ব্যবহার করতে থাকুন। তা হলে ইনশাআল্লাহ অল্পদিনের মধ্যে রোগী আরোগ্য লাভ করবে। এর পর ধরুন সে ব্যবস্থাপত্র দিলেন সেই ডাক্তারের কম্পাউন্ডারকে। কম্পাউন্ডার যদি ডাক্তারের দেয়া ব্যবস্থাপত্রে লিখে দেয়া

www.pathagar.com

ওষুধগুলোর মধ্য হতে ২/১ টা তার ইচ্ছা মত পরিবর্তন করে দেয় আর সেই পরিবর্তনের ফলে যদি রোগ বৃদ্ধি পায় এবং সেই রোগীকে নিয়ে পুনরায় সেই ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলা হয় যে- এই দেখুন! আপনার দেয়া প্রেসক্রিপশন মত ওষুধ ব্যবহার করার পরও রোগ বেড়েই চলছে। অতঃপর যদি ডাক্তার দেখেন যে তার প্রেসক্রিপশনের মধ্যে পরিবর্তন করে কিছু ওষুধ রদবদল করা হয়েছে। আর আপনি যদি বলেন যে বড় অভিজ্ঞ কম্পাউন্ডার তাই তার ওষুধের রদবদল আমি মেনে নিয়েছি তখন বলুন, ডাক্তার কি জবাব দিবেন? ডাক্তার তো অবশ্যই বলবেন যে এই রোগীর কোন ঝুঁকি আমি নিতে পারব না, কারণ আমার দেয়া ব্যবস্থাপত্র রদবদল করা হয়েছে। এখন বলুন, ডাক্তারের দেয়া ব্যবস্থাপত্রের মধ্যে রদবদল করার অধিকার কার আছে? রোগীর আছে? না রোগীর কোন গার্জিয়ানের আছে? না কম্পাউন্ডারের আছে? কারুরই কোন দ্বিমত নেই। এতটুকু সহজ কথা যখন আমরা প্রত্যেকেই বুঝি- তখন একথা কেন বুঝি না যে, আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থাপত্র যা গোটা কুরআনের মধ্যে রয়েছে সেই সব ব্যবস্থাপত্র বা আইন কানুনের মধ্যে কোন পরিবর্তন আনার অধিকার কারও থাকতে পারে না। রদ বদল যদি করাই হয় তবে এ রদবদলের কারণে যে বিপদ আসবে তার হাত থেকে বাঁচবে (كَيْفَ) কেমন করে? এ কথাই বলা হয়েছে উপরোক্ত আয়াত শরীফের মধ্যে। এ রদবদল করার অর্থ এই নয় যে, ডাক্তার যেখানে লিখেছেন পেনিসিলিন সেখানে কম্পাউন্ডার তা কেটে লিখে দিলেন কুইনাইন। এ রদবদলের অর্থ হলো ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র কাটাকাটি না করে ওষুধ দেয়ার সময় পেনিসিলিনের পরিবর্তে কুইনাইন বা কোন উল্টাপাল্টা ওষুধ দিয়ে দেয়া আর বলা যে- এতেই রোগ ভাল হবে। যেমন- আমাদের সমাজে রয়েছে আল-কুরআনের কোন একটি আয়াতের জের জবরও কেউ পরবির্তন করে না কিন্তু ওষুধ দেয়ার বেলায় স্যালাইনের পরিবর্তে কুইনাইন দেয়। অর্থাৎ চুরি করলে হাত কাটার পরিবর্তে জেল দেয়া হয় এবং যেনার শাস্তি দোর্রার (বেত্রাঘাত) পরিবর্তে বেকসুর খালাস করে দেয়া হয় কিন্তু কুরআন তেলাওয়াতের সময় فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (ফাকতায়ু আইদিয়া হুমা) ঠিকই পড়া হয়। এরই নাম রদবদল করা।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন ঃ এ ধরনের রদবদল করে কারা আর মানে কারা? এ ধরনের রদবদলের অধিকার আছে তাদেরই যারা আইন রচনা করার অধিকার রাখে। আর সে আইন মানে তারাই যারা কাউকে আইন রচনা করার অধিকার দেয়। এ কথাটাকে আরও সহজ করে বললে বলতে হবে যারা জনগণের ভোট নিয়ে আইন পরিষদে জনগণের প্রতিনিধি হয়ে যায় তারাই আল্লাহর আইন পরিবর্তন করতে পারে, আর যদি তারা তা করেনই তবে তাদের তৈরী আইন তারাই মানে যারা তাদেরকে ভোট দিয়ে আইন পরিষদে পাঠায়। আর যেহেতু ভোট পেয়ে যারা ক্ষমতা লাভ করে তাদের ক্ষমতার মেয়াদ স্বল্পস্থায়ী- কিছুদিন পর আর সে ক্ষমতা থাকে না তাই আবার তারা জনগণের নিকট এসে বলে যে আবার আমাদের ক্ষমতায় পাঠাও। তাদেরই কথা আল্লাহ বলেছেন ثُمَّ جَآءُوكَ তারা পুনরায় তোমার নিকট আসবে, এসে يَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ তারা আল্লাহর নামে হলফ করে বলবে যে اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا "আমরা যদি আল্লাহর আইন কিছু রদবদল করেও থাকি তবে তা করেছি সম্পূর্ণ নেক নিয়তে। আমরা জনগণের কল্যাণ ও সম্প্রীতি ছাড়া আর কিছুই চাই না।" অর্থাৎ তারা বলবে আমরা হাত কাটা আইন পরিবর্তন করলেও কোন খারাপ নিয়তে করিনি। করেছি তাদের কল্যাণ চিন্তা করে। যেন চিরদিনের জন্য তারা হাত কাটা হয়ে অকেজো না হয়ে থাকে।

আর যখন ধর্ম নিরপেক্ষবাদ জারী করে তখন বলে এটা নেক নিয়তেই করেছি। উদ্দেশ্য, সবার সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখা। অর্থাৎ শান্তির উদ্দেশ্যেই কাউকে বেজার করতে চাই না। চীনকেও না, রাশিয়াকেও না এবং আমেরিকাকেও না। আমরা তাদের সবার সাথে চাই تَوْفِيْقًا (তাওফিকা) সম্প্রীতি রক্ষা করতে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কুরআনুল কারীমের বেশ কিছু তাফসীরে এই তাওফিকা এর অর্থ সম্প্রীতিই করা হয়েছে।

এই সব লোকের কথা আল্লাহ বলেছেন (যারা জনগণের নিকট আল্লাহর নামে হলফ করে বলে যে আমরা যা করি নেক নিয়তে কল্যাণের ও সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশ্যেই করি) যে ওরা যাই বলুক না কেন-

www.pathagar.com

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ ... قَوْلًا بَلِيْغًا

ওদের মনে কি আছে তা আল্লাহ ভালই জানেন। তোমরা খবরদার ওদের কথা শুনো না, ওদেরকে তোমরা উপেক্ষা করে চল এবং ওদেরকে ওয়াজ কর বা সদুপদেশ দাও, আর খুব হৃদয়স্পর্শী কথা দ্বারা তাদের মধ্যে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছাতে থাক। অর্থাৎ, তাদের উপদেশ তোমরা গ্রহণ করো না বরং তোমাদের কথা তাদের শুনাও যেন তারা আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থায় ফিরে আসে। আর এ কথাগুলো বলবে অতি বিনম্রভাবে, যুক্তিপূর্ণভাবে এবং খুব হৃদয়স্পর্শী কথার মাধ্যমে যেন তারা আকৃষ্ট হয় এবং নছিহত গ্রহণ করে।

এরপর আল্লাহ ধমক দিয়ে বলেছেন যে তোমরা কি মনে কর নবী পাঠান হয়েছে এমনিতেই? না, এজন্য নবী পাঠান হয়েছে যে তার আনুগত্য করতে হবে। অর্থাৎ তিনি যে ব্যবস্থাপনা তাঁর উম্মতের জন্য রেখে যাবেন উম্মত সে ব্যবস্থাপনারই আনুগত্য করবে। এই কারণেই নবী পাঠান হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط ..... تَوَّابًا رَّحِيْمًا

এরপর বলা হলো যারা নিজের উপর জুলুম করার পর অন্তরটাকে নরম করবে, প্রকৃত বুঝ যাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে এবং দ্বীনের পথে ফিরে আসতে রাজী হবে তাদের কথা। বলা হলো, তারা যদি মা'ফ চায় তবে তারা আল্লাহকে পাবে তওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু হিসাবে। তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক, রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইবেন। অর্থাৎ তারা ক্ষমা পাবে যদি ফিরে আসে।

অতঃপর আল্লাহ নিজের পবিত্র সত্ত্বার কসম করে বলেছেন ঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ..... يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

না, না, (তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে তাগুতদের আইন কানুন মেনে চলেও তোমরা ঈমানদার থাকতে পারবে) আমি তোমাদের রবের

www.pathagar.com

কসম করে বলছি তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার নয় যতক্ষণ না তারা প্রতিটি মতবিরোধের বেলায় তোমার ফয়সালা মেনে নেয়। আর এ মানাটাও হ'তে হবে খুশী মনে, বেজার মনে নয়।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহর দেয়া শেষ উদাহরণটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ। আল্লাহ বলেছেন যদি আমি দু'টির যে কোন একটিকে তোমাদের জন্য ফরজ করে দিতাম তা'হলে দেখতে অতি সহজেই ঈমানদার আর বে-ঈমানদার বাছাই হয়ে যেত। সে দু'টি হচ্ছে-

(১) আল্লাহর রাস্তায় নিজের জীবনকে কতল করে দেয়া। অথবা, (২) ঘর-বাড়ী ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় বেরিয়ে পড়া। আল্লাহ বলেছেন- যদি এরূপ কোন হুকুম দিতাম বা এর কোন একটাকে ফরজ করে দিতাম তা'হলে দেখতে কেউই তা পালন করত না শুধু মাত্র অল্প কিছু লোক ছাড়া। হ্যাঁ, তবে যদি কাউকে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ কিছু করার জন্য নছিহত করা হয় আর তা যদি তারা পালন করে তবে আল্লাহর রাস্তায় দৃঢ় হয়ে থাকার জন্য এ কাজ তাদের জন্য এক বিরাট সহায়ক হিসেবে প্রতিপন্ন হতে পারে। আল্লাহর ভাষা হলো ঃ

وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ..... وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا -

"যদি তাদেরকে এই হুকুম দিতাম যে তোমরা নিজেদেরকে (আল্লাহর রাস্তায়) কতল করে দাও অথবা নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে (আল্লাহর) রাস্তায় বেরিয়ে পড় তবে তাদের অল্প কিছু লোক ছাড়া এই হুকুম মানত না অথচ তাদের যা নছিহত করা হয় তা যদি মানত এবং সেই অনুযায়ী আমল করত তবে তা হত তাদের জন্য অধিকতর কল্যাণকর ও (আল্লাহর পথে) দৃঢ়তার কারণ।"

দেখুন, আমাদের সমাজে একটা কথা চালু রয়েছে তা হচ্ছে এই যে, 'জান বাঁচান ফরজ' কিন্তু আল্ কুরআনের উপরোক্ত ভাষণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে কোন কোন ক্ষেত্রে জান দেয়াও ফরজ।

এবার আসুন আমরা খোঁজ করে দেখি এ আয়াতের ভাবার্থ অনুযায়ী কোন পরিস্থিতি সাহাবাদের যুগে সৃষ্টি হয়েছে কিনা এবং সেরূপ ক্ষেত্রে তাঁরা কোন পথ ধরেছিলেন।

www.pathagar.com

কারবালার ময়দানে এ আয়াতের মর্মার্থ প্রতিপালন

লক্ষ্য করলে দেখা যায় ইমাম হুসাইন (রা) এমন এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন যখন তিনি বুঝেছিলেন যে এখন আমার জান দেয়া ফরয হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় যদি-

وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهٖ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا

তাদের প্রতি যা নছিহত করা হয় তা যদি তারা মানত এবং সে অনুযায়ী কাজ করত তবে তা হ'ত তাদের জন্য কল্যাণকর ও দৃঢ়তার কারণ যা পূর্বেও বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, হযরত ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর নানার নিকট থেকে নছিহত লাভ করেছিলেন (তাঁর নানার জীবদ্দশায়) তার ভিত্তিতেই তিনি বুঝেছিলেন যে এখন জান বাঁচানোর পথ ধরা আমার জন্য হারাম হয়ে পড়েছে এবং জান দেয়ার পথ ফরজ হয়ে পড়েছে।

তাঁর পিতা হযরত আলী (রা)-এর নছিহত ছিল

اِذَا زِيْدَ شَرًّا زَادَ صَبْرًا كَاَنَّمَا هُوَ الْمُشْكُ مَا بَيْنَ الصَّلَايَةِ وَالْفَهْرِ

বদলোকের দুর্ব্যবহার যখন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নেক লোকের ছবরও তখন সেই পরিমান বৃদ্ধি পায়। যেমন লোহার হামানদস্তির মধ্যে রেখে লোহার ডাটি দিয়ে মেশ্‌ককে যতই পিষা যায় মেশ্‌কের খোশবু ততই বৃদ্ধি পায় আর দূরে ছড়ায়। (দেওয়ানে হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু)

এই ধরনের যে সব নছিহত তিনি পিতা মাতা ও নানার নিকট থেকে পেয়েছিলেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বাঁচার পথ ধরার পরিবর্তে মরার পথ ধরেছিলেন।

www.pathagar.com

কারবালার আসল ঘটনা

ইয়াজিদ যখন নিজে নিজেই খলিফা হয়ে বসেন এবং তার খেলাফতির স্বীকৃতি চান সবার কাছে, তখন হযরত হুসাইন (রা) সেই অবৈধ পন্থার খেলাফতির স্বীকৃতি দেননি।

একটি রূপকের মাধ্যমে বিষটির খোলাসা করছি– গাড়ী চলতে চলতে যখন স্টীয়ারিং কেটে যায় তখন যেমন প্রথমে টের পায় ড্রাইভার। তাই ড্রাইভারই প্রথম হুঁশিয়ার হয়, এর পর টের পায় বয়স্ক বুদ্ধিমান যাত্রীরা তারপর টের পায় কঁচি শিশু যাত্রীরা। ঠিক তেমনই সমাজরূপ গাড়ী যখন চলতে ছিল সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর দিয়ে আর সহসা যখন ষ্টীয়ারিং কেটে গেল তখন ড্রাইভার সমতুল্য ইমাম হুসাইন (রা) অনেকেরই জানার পূর্বে জেনে ফেলেছিলেন যে, গাড়ী এখন ভিন্ন দিকে মোড় নেবে। আর তার পরিণতি যে কি ভয়াবহ হবে তাও তিনি পূর্বেই বুঝে ফেলেছিলেন। ইয়াযিদের খেলাফতির স্বীকৃতি দিলে ভবিষ্যতে যা ঘটবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন– তা ছিল নিম্নরূপ ঃ

তিনি বুঝেছিলেন যদি ইয়াযিদের অবৈধ খেলাফতির স্বীকৃতি দেই তা'হলে–

(১) জনগণের স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে আর কখনও আল্লাহভীরু যোগ্য ব্যক্তি খলিফা হতে পারবে না। খলিফার ছেলে (তা সে যতই অযোগ্য হোক না কেন) খলিফা হওয়ার রেওয়াজ চালু হয়ে যাবে যা কেউ আর রোধ করতে পারবে না। ফলে অযোগ্য ড্রাইভার গাড়ী চালালে সে গাড়ী এবং গাড়ীর যাত্রীদের যে অবস্থা হয় ঐ একই অবস্থা হবে মুসলিম সমাজের ও সমাজরূপ গাড়ীর যাত্রী জনসাধারণের।

(২) যেমন পারবে না সৎ ও যোগ্য লোক খলিফা হ'তে তেমন পারবে না কোন দায়িত্বপূর্ণ সরকারী চাকুরীতে কোন সৎ লোক যেতে। ফলে সরকারের কোন বিভাগের কোন কাজই যোগ্যতার সঙ্গে সুষ্টুভাবে সুসম্পন্ন হতে পারবে না। জনগণকে ভোগ করতে হবে অশেষ দুর্ভোগ।

(৩) খেলাফত যুগের ন্যায় বাক-স্বাধীনতা থাকবে না আর কারুরই।

www.pathagar.com

(৪) খেলাফতের যুগের ন্যায় রাষ্ট্রীয় ধনভান্ডারকে আর জনগণের আমানত ও আল্লাহর সম্পদ মনে করা হবে না।

(৫) পরামর্শের ভিত্তিতে আর কখনও রাষ্ট্রীয়কার্য পরিচালনা করা হবে না যেমন হয়েছে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে।

(৬) এতদিন পর্যন্ত খলিফাগণ যেমন মনে করেছেন তারা জনগণের খাদেম তেমনটি আর মনে করা হবে না। বরং উল্‌টো মনে করা হবে যে জনগণই রাষ্ট্র প্রধানের খাদেম।

(৭) সর্বোপরি রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য এমন সব আইন তৈরী করবে যা হবে ইসলামী আইনের খেলাফ। ফলে জনগণ রাষ্ট্রীয় সেই সব আইন মেনে চলতে বাধ্য হবে যা মানলে আল্লাইর আইন অমান্য করা হবে। আর এতে জনগণের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর আইন মেনে চলতে পারবে না, ফলে তারা অনিচ্ছায় হলেও দোজকের পথ ধরতে বাধ্য হবে।

(৮) সৎলোকগুলো হয়ে পড়বে অসহায় আর বদলোকগুলো বদ কাজে হয়ে উঠবে তৎপর।

এই ধরনের বহু অসুবিধার কথা চিন্তা করে তিনি ইয়াজিদের খেলাফতির বা রাজতন্ত্রের স্বীকৃতি দিলেন না। এর ফলে তাঁর উপর বিভিন্ন পন্থায় চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। তিনি নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যেই কুফার দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। পথিমধ্যে তাকে আটকে দেয়াহলো। তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা হলো ইয়াযিদকে খলিফা বলে স্বীকার করে নেয়ার জন্য। দেশের লোক দুই ভাগে ভাগ হয়ে পড়ল। কেউ ইয়াযিদকে খলিফা বলে মেনে নিল আর কেউ মানল না। যারা মানল না তারা বলল ইমাম হুসাইন (রা) না মানলে আমরাও মানব না। ফলে বাংলাদেশের ৭১ সালের ন্যায় অবস্থার সৃষ্টি হলো সারা আরব দেশে। গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হযরত ইমাম হুসাইন (রা) কে বলা হলো আপনি ইয়াযিদকে খলিফা বলে স্বীকার করে নিন। গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাক। কিন্তু তিনি দেখলেন গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার জন্য এবং নিজের জীবনকে নিরাপদ করার জন্য ইসলাম বিধ্বংসী একটা বিদায়াত ইসলামের মধ্যে ঢুকান যেতে পারে না। তাই তিনি কারবালার প্রান্তরে আটকে পড়েও ইয়াযিদকে খলিফা বলে স্বীকার করলেন না।

www.pathagar.com

অতঃপর মহররমের ৯ তারিখ ইমাম হুসাইন (রা) কে বলে দেয়া হলো যে আজকের রাতটা মাত্র সময় দেয়া হলো, এরই মধ্যে চিন্তা ভাবনা করে আগামী কাল চূড়ান্ত জবাব দিবেন যে– ইয়াযিদকে খলিফা বলে মানবেন কি মানবেন না। মানলে পরিবারসহ প্রত্যেকের জীবন বাঁচবে আর না মানলে কারুরই জীবন বাঁচবে না।

তিনি তাঁবুতে ফিরে গেলেন। গভীর রাতে পরিবারের সবাইকে নিয়ে মিটিংয়ে বসলেন। আলোচ্য বিষয় মাত্র একটাই– তাহ'ল এই যে, বাঁচতে চাই, না মরতে চাই।

সে ছিল এক অদ্ভূত মিটিং

হযরত ইমাম হুসাইন (রা) পরিবারের সবাইকে নিয়ে মিটিং এ বসলেন। প্রস্তাব রাখলেন সবার কাছে। তোমরা কি ইয়াযিদকে খলিফা বলে স্বীকার করতে চাও, নাকি চাও না? যদি তাকে খলিফা বলে স্বীকার কর তাহলে তার দু'টা পরিণতি আছে. আর যদি স্বীকার না কর তবে তারও দুটি পরিণতি আছে।

যদি স্বীকার কর তা'হলে– (১) আমরা সবাই জীবনে বেঁচে যাব। (২) ইসলামের মধ্যে এমন এক মারাত্মক বিদায়াত ঢুকবে যা কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামী সমাজকে কলংকিত করে রাখবে। অর্থাৎ ইসলামে রাজতন্ত্র বৈধ হয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে কেউ আর কোন ফতোয়া দিতে পারবে না। আর রাজতন্ত্রের দেশে মুসলমান সর্বক্ষেত্রে ইসলামের আইন-কানুন মেনে চলতে পারবে না এবং পরবর্তী যুগের লোক বুঝতেই পারবে না রাসূল কোন ইসলাম রেখে গেছেন।

আর যদি তার খেলাফতির স্বীকৃতি না দাও তবে তার পরিণতি হবে ঃ

(১) ইসলাম কলংকমুক্ত অবস্থায় টিকতে পারবে।

(২) সম্ভবতঃ আমাদের একজনেরও জান বাঁচবে না। আজ যে সময়ে আলমে দুনিয়ায় বেঁচে আছি হয়ত ২৪ ঘন্টা পরে আলমে বরজাখে পৌঁছে যেতে হবে। এখন বল তোমরা কি করতে চাও। যদি বাঁচার সিদ্ধান্ত কর তবে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যদি মরার সিদ্ধান্ত কর তবে ইসলাম

www.pathagar.com

তার স্বস্থানে টিকে থাকবে। এখন ভেবে দেখ জীবনকে বিসর্জন দিয়ে ইসলামকে টিকাবে না-কি ইসলামকে বিসর্জনদিয়ে জীবনকে রক্ষা করবে?

সবার নিকট থেকে জবাব এল যেহেতু ইসলামের জন্যই এ জীবন। কাজেই ইসলামের স্বার্থেই জীবনকে বিসর্জন দিতে চাই। তাঁরা হিসাব করে দেখলেন এই মুহূর্তে জীবন বাঁচান ফরজ নয়, বরং জীবন দান করাই ফরজ হয়ে পড়েছে। তাই তারা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, আমরা ইসলামের উদ্দেশ্যে মরতে চাই। আশুরার রাত্রে এই যে সিদ্ধান্ত নেয়া হল যা ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় সিদ্ধান্ত যার কোন উদাহরণ পূর্বেও কোন দিন সৃষ্টি হয়নি এবং পরেও কোন দিন হয়নি। এরপর ঐ তাঁবুতে আর কারও চোখে ঘুম ছিলনা। সারারাত আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে রাত শেষ হচ্ছিল। শেষ রাতের দিতে সামান্য একটু ঘুম এসেছে ইমাম হুসাইন (রা) এর চোখে। এটাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ ঘুম, আর ঐ ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখলেন- তাঁর নানা, মা, বাবা ও বড় ভাই সবাই এসে হাজির। নানা রাসূল (সা) পানির পেয়ালা হাতে নিয়ে বলছেন হুসাইন ব্যস্ত হ'য়োনা। আগামীকাল বিকাল বেলা আমি এই পানি তোমাকে পান করাব। প্রত্যেকেই বললেন আগামী কালই তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। আল্লাহর তরফ থেকে শাহাদাতের খবর এসে গেল। তাঁবুর সবাইকে জানিয়ে দিলেন। পরদিন তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। বললেন এই যে তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি আবার কেয়ামতের দিন দেখা হবে। এ জীবনে আর দেখা হবে না, এই আমার জীবনের শেষ দেখা।

যেখানে ইমাম হুসাইন (রা) শহীদ হয়েছিলেন সেখানে ইরাক সরকার এমন লাল পাথর বসিয়ে রেখেছেন যার নিম্নে ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট করা রয়েছে যা সর্বক্ষণই দেখলে মনে হয় যেন তাজা রক্ত এখনও ঝরে পড়ছে।

চিন্তার বিষয়

যা ইসলামে নেই তা যেন মুসলিম সমাজে ঢুকতে না পারে সে জন্য ইমাম হুসাইন (রাঃ) জীবন দান করলেন। আর তা ছিল মাত্র একটাই বিষয় তা হলো রাজতন্ত্র।

www.pathagar.com

আর বর্তমান যুগে ইসলামী সমাজের মধ্যে আমরা কত হাজারও প্রকার ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নীরবে স'য়ে যাচ্ছি এতে কি আমরা বেহেশতী মুসলমানদের দলভুক্ত হতে পারব? না-কি ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সমাজ থেকে দূর করার জন্য কিছু করার প্রয়োজন আছে? কেন, আমরা ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ সমাজ থেকে তুলে দেয়ার জন্য দু'টি কথাও কি বলতে পারব না? আর আমরা এই মুসলমানদের দেশটাকে কি ইসলামী আইনের দেশ বানাতে পারব না?

পুরা দারসের মৌলিক শিক্ষা

এখানে যে গোটা শিক্ষাটা আমাদের সামনে এল তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا *

অর্থাৎ কোন মো'মিন পুরুষ বা স্ত্রীর জন্য এই অধিকার নেই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে কোন হুকুম এসে যাওয়ার পর তার মধ্যে কোন পরিবর্তন করবে কিংবা তা পালন করতে কোন প্রকার ওজর আপত্তি করবে। আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের দেয়া ব্যবস্থাপনাকে ভুলে যাবে নিঃসন্দেহে তারা স্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে।

ঈমানদারদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ

মেহেরবান আল্লাহ আল কুরআনে يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে ঈমানওয়ালা ব্যক্তিদের সম্বোধন করে মোট ৮৯ টি আয়াত নাযিল করেছেন, তার মধ্যে সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যাই অত্র দারসে দেয়া হয়েছে। নিম্নে বাকি ৮৮টি আয়াত অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ সংযোজন

www.pathagar.com

করা হলো। আশা করা যায় আমরা ঈমানদারগণ অনুধাবন করতে সক্ষম হবো যে আল্লাহ আমাদের নিকট কি চান এবং আমাদের চরিত্র ও আমল কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا* وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ * سورة-البقرة-١٠٤

(১) ওহে বিশ্বাসীগণ! رَاعِنَا (শব্দকে ইয়াহুদগণ যেরূপ ভর্ৎসনা অর্থে ব্যবহার করে তোমরা ঐ) শব্দকে রাসূলের (সঃ) বেলায় ব্যবহার করোনা। তোমরা اُنْظُرْنَا বলো। আল্লাহ যা বলেন তা শোন। জেনে রেখ, কাফেরদের জন্য রয়েছে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

ব্যাখ্যাঃ ইয়াহুদীরা যখন রাসূলের (সঃ) মজলিসে আসত তখন যে কোন উপায়ে তারা রাসূল (সা) কে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করত। এরই অংশ হিসাবে তারা 'রায়ে'না' শব্দ ব্যবহার করত। এর অর্থ "অবকাশ দিন, থামুন, আমাদের কথা শুনুন অথবা আমাদের কথা আমাদেরকে বুঝতে দিন।" এই শব্দটা সাধারণতঃ নিম্নমানের লোকদের বেলায় ব্যবহার করতে হত তাই এখানেও করতে বলা হলো। اُنْظُرْنَا ও رَاعِنَا উভয় শব্দের অর্থই 'অবকাশ দিন'। তবে প্রথম শব্দটি ঘৃণার্থে এবং দ্বিতীয়টি সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়। এর থেকে মূল শিক্ষা এটাই পাওয়া যাচ্ছে যে হুজুর (স) এর শানে কখনও এমন কোন দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যে শব্দ খারাপ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ - اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ * البقرة- ١٥٣

২। হে বিশ্বাসীগণ -তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্যই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।

(আল-বাকারা ঃ ১৫৩)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আল্লাহ বলেছেন তাঁর কাছে কিছু চাইতে হলে কমপক্ষে ২টা কাজ করতে হবে, যথা-

www.pathagar.com

(১) প্রথমত ঃ যা চাইবে তা পাওয়ার জন্যে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ করতে হবে। যেমন কেউ আল্লাহর নিকট চাইল আল্লাহ আমাকে পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দাও। কিন্তু সে ধৈর্যসহকারে পড়া-লেখা করল না। এ অবস্থায় পাস করার মুনাজাত করলে তা কবুল হবে না। কারণ পাশের জন্য শর্ত হচ্ছে পড়া-লেখা করা ও পরীক্ষা দেয়া। এর পরও হয়ত এমন হতে পারে যে কেউ ফেল করে বসল, এর পরে সে যদি বেসবর হয়ে পড়ে অর্থাৎ যদি সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলে তাহলে সে পাশ করতে পারবে না। এখানে মনে রাখতে হবে, আল্লাহর বিধানকে কেউ অতিক্রম করতে পারেনা। এর ভিতর দিয়ে ধৈর্য সহকারে আল্লাহর সাহায্য চাইলে অচিরেই দেখা যাবে যে কোন না কোন উপায়ে আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। এছাড়া এমনও হতে পারে যে ধরুন, আপনি দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার জন্যে আন্দোলন বা সংগ্রাম করে যাচ্ছেন কিন্তু আশানুরূপ ফল পাচ্ছেন না। এখানে ধৈর্যের সঙ্গে আপনার কাজকে চালু রাখতে পারলে অবশ্যই দেখবেন যে বদর যুদ্ধে যেমন আল্লাহর ফেরেশ্‌তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তেমন কাজে আল্লাহ এখনও ফেরেশ্‌তা দিয়ে মদদ যোগাবেন। তবে শর্ত হলো আপনি বে-সবর হতে পারবেন না।

বিভিন্ন কিতাবে সবরের বহু মর্যাদার কথা পাওয়া যায়। যেমন হযরত আলী (রা) বলেছেন

إِذَا زِيْدَ شَرًّا زَادَا صَبْرًا كَاَنَّمَا

هُوَ الْمِشْكُ مَا بَيْنَ الصَّلَايَةِ وَالْفِهْرِ

ইযা যীদা শাররান যাদা সবরান কাআন্নামা

হুয়াল মেশকু মা বাইনাচ্ছালায়াতে ওয়াল ফিহ্‌রে

অর্থ ঃ কোন ব্যক্তির উপর অন্যায় আচরণ যত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকবে তার মর্যাদা আল্লাহর নিকট তত বেশী বাড়তে থাকবে (যদি সে সবর করে)। যেমন লোহার হামানদস্তির মধ্যে মেশ্‌ক রেখে যদি লোহার ডাটি দিয়ে পিষা হয় তাহলে মেশক যত বেশী পিষ্ট হবে তত বেশী দূরে এর খোশবু ছড়াবে। কিন্তু সবরের অর্থ এই নয় যে, কেউ এক গালে এক

www.pathagar.com

চড় দিলে তাকে আরেক গাল এগিয়ে দিতে হবে যে তুমি আরেকটা চড় মার, আর আমি তা সহ্য করি। সবরের অর্থ হলো যে এক গালে একটা চড় দিয়েছে সে অন্যায় করেছে, সে জালেম, তার এক গালে ঠিক ততটুকু ওজনের একটা চড় দিতে হবে যতটুকু ওজনের সে চড় দিয়েছিল। কিন্তু তেমন শক্তি যদি না থাকে তাহলে ধৈর্য সহকারে লেগে থাকতে হবে শক্তি অর্জন করার জন্য। যখনই শক্তি অর্জিত হবে তখন চড়ের বদলে চড় দিতে হবে। আর যদি চড়দাতাকে আরেকটা চড় মারার সুযোগ করে দেয়া হয় তাহলে তাকে জালেম হওয়ার সুযোগ দেয়া হবে। সে সুযোগ দিলে হয়ত সে আরো বহু নিরীহ লোককে মারবে। কাজেই মার সহ্য করার নাম সবর নয়, বরং কাপুরুষতা। পক্ষান্তরে ধৈর্য সহকারে শক্তি অর্জন করার নাম হচ্ছে সবর।

(২) দ্বিতীয়ত ঃ সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাইতে হবে। কারও কাছে কিছু চাইতে হলে সেজন্য ধৈর্য সহকারে চাইতে হয়। দাতার প্রশংসা বা দানের স্বীকৃতি সৌজন্য প্রকাশেরই অংশ। স্বয়ং মহান দাতা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই, তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে হলে কিরূপ সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হবে তা বলে দিয়েছেন। তাই আল্লাহর পছন্দনীয় ইবাদাত সালাত বা নামাজ সহকারে আল্লাহর কাছে সাহায্যের প্রার্থনা করতে হবে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ * البقرة- ٢٧١

৩। ওহে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে হালাল রুজী দান করেছি তা থেকে পবিত্র টাটকা খাদ্য তোমরা খাও। আর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় কর এবং তারই আনুগত্য ও দাসত্ব কর। (আল-বাকারা ঃ ১৭২)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আল্লাহ ঈমানদার লোকদের সম্বোধন করে বলেছেন- আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে রুজী দান করেছেন তার মধ্যে যা হালাল তা তোমরা খাও। এর অর্থ আক্ষরিক অর্থে হালাল হলেই খাদ্যটি খাওয়া যাবে না, দেখতে হবে তা পবিত্র আছে কি না। পবিত্র বলতে দুটো জিনিস বুঝায়-

www.pathagar.com

(১) দেখতে হবে খাবারটা তৈরীর বেলায় পাক সাফ ভাবে তৈরী করা হয়েছে কিনা। যেমন ধরুন, আপনি মিষ্টি কিনলেন কোন দোকান থেকে। আপনি কি খোঁজ নিয়েছেন যে কে তা তৈরী করেছে এবং পাক নাপাক সম্পর্কে তার কোন বোধজ্ঞান আছে কিনা। অথবা ধরুন আপনার ছেলেকে একটা আইসক্রীম কিনে দিলেন। আপনি কি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে তা কোন জায়গার পানি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে কিংবা যারা তৈরী করেছে তাদের হালাল হারাম ও পাক নাপাক সম্পর্কে কতটুকু বোধজ্ঞান আছে। এসব দেখেশুনে খেতে হুকুম দেয়া হলো।

(২) طَيِّبَةً অর্থ শুধু পাক-পবিত্র বুঝলে চলবে না, এর থেকে টাটকাও বুঝতে হবে। যে কোন খাদ্য যদি টাটকা অবস্থায় খাওয়া না হয় তাহলে তার উদ্দেশ্য তো হাসিল হয়ই না বরং তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতিও হতে পারে। এজন্যে খাদ্য শুধু হালাল হলেই চলবে না, তা টাটকাও হতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে। এখন প্রশ্ন, আল্লাহর শুকরিয়া তো আমাদের সব সময়ই আদায় করতে হবে। কিন্তু এখানে কোন কারণে বিশেষ ভাবে শুকরিয়া আদায় করতে বলা হলো? এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে আল্লাহ আমাদের জন্য যে সব রুজীর ব্যবস্থা করেছেন তা যদি মানুষ চিন্তা ভাবনা করে তাহলে মানুষের মাথা আপ্‌সে নত হয়ে আসবে এবং সে স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে।

মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে যেসব খাদ্য এবং খাদ্যের মধ্যে যে সব খাদ্যপ্রাণ থাকা দরকার তা আল্লাহ বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে যথাযথ ভাবে দেয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন, শুধু তাই নয়, বরং পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় যেখানের আবহাওয়া যেরূপ এবং যে মৌসুমে যে ধরনের খাদ্য যে এলাকার জন্য প্রয়োজন তা আল্লাহ বিজ্ঞোচিতভাবে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এ কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে আল্লাহ তোমাদের রুজীর যে সব ব্যবস্থাপনা করেছেন তার স্বীকৃতি হিসাবে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে এক মাত্র সেই আল্লাহরই আনুগত্য করা এবং তারই দাসত্ব করা। আর এইটাই হচ্ছে বিবেক বুদ্ধি নিঃসৃত হক কথা যা আমাদেরকে মানতেই হবে যদি আমরা ঈমানের দাবীদার হই।

www.pathagar.com

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى * اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى * فَمَنْ عُفِىَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ -ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ -فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ - وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

* البقرة-١٧٨-١٧٩

৪। হে বিশ্বাসীগণ! কেসাস (হত্যার বিনিময়ে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া) তোমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে। কোন মুক্ত স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করেই কেসাস লওয়া হবে। ক্রীতদাস হত্যাকারী হলে ঐ ক্রীতদাসকে হত্যা করতে হবে। কোন নারী হত্যাকারী হলে ঐ নারীকে হত্যা করেই কেসাস লওয়া হবে। অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার কোন ভাই যদি কিছু নম্র ব্যবহার করে তবে প্রচলিত ন্যায় নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক। এবং নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্যকর্তব্য। এটা তোমাদের রবের তরফ থেকে দন্ডহ্রাস ও অনুগ্রহ মাত্র। এর পরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করবে তার জন্য কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। এই মৃত্যুদন্ডের মধ্যেই রয়েছে নিরীহদের জীবনের নিরাপত্তা, হে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ! যেন তোমরা বোঝ ও আইনকে ভয় কর। (আল- বাকারা ঃ ১৭৮-১৭৯) (এর ব্যাখ্যা দারসে কুরআন সিরিজ-৭ এ দেখুন)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -البقرة- ٣٨١

৫। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য রোযাকে ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের উপর যেন তোমরা আল্লাহ্ ভীতির নীতি অবলম্বন করতে পার বা পরহেজগার হতে পার।

(আল- বাকারা ঃ ১৮৩)

www.pathagar.com

এ আয়াতের ব্যাখ্যা দারসে কুরআন সিরিজ-৭ এ দেয়া হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً -وَّلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ - اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ -البقرة-٢٠٨

৬। হে ঈমানদারগণ! (যে কারণে বিশ্বাস করেছ তা পূরণ করতে হলে) পুরোপুরি ভাবে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ কর এবং কখনও শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। জেনে রেখ, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(আল বাকারা ঃ ২০৮)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে বলা হয়েছে শয়তান লোকদেরকে এভাবে প্রতারণা করতে পারে যে, "আরে তুমি তো নামাজ পড়ে থাক, রোযা রাখ, দাড়ি রেখেছ, তুমি ইসলামের কাজ কম কর নাকি? মাঝে মাঝে দু'চারটা কাজ না করলে তেমন কি অসুবিধা হবে। এসব বিভ্রান্তিকর ওয়াসওয়াসায় যেন ইসলামের কিছু কিছু বাদ না দেই সে জন্য আল্লাহ তাগিদ দিয়ে বললেন- ইসলাম পুরোপুরিই মানতে হবে। শয়তান কোন ওয়াসওয়াসা দিলে যেন একথা মনে না করে বসি যে ইসলামের কাজ যেটুকু করি তাতেই নাজাত হয়ে যাবে। মনে রাখা উচিৎ যে ইসলাম একটা 'ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা' এর কিছু মানবো আর কিছু মানবো না, এতে চলবে না। মানতে হবে পুরোপুরিই যেমন মেনেছিলেন আল্লাহর রাসূল (স) এবং তাঁর সাহাবীগণ।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ- وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ -البقرة-٢٥٤

৭। হে বিশ্বাসীগণ! (যে কারণে বিশ্বাস করেছ তা সফল করতে হলে) আমি যা তোমাদের দিয়েছি তার থেকে ব্যয় কর (আল্লাহর রাস্তায়) সেই দিন আসার পূর্বে যেদিন সকল প্রকার বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ থাকবে না, আর যারা কাফির তারাই সীমালংঘনকারী।

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى-
كَالَّذِىْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَايُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ-الْكٰفِرِيْنَ- البقرة -٢٦٤

৮। ওহে বিশ্বাসীগণ! (তোমরা যে কারণে বিশ্বাস করেছ তা ফলপ্রসূ করার জন্য) তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে ফেলনা প্রচার করে ও যাতনা দিয়ে, যেমন করে তারা- যারা লোক দেখানো দান করে। প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহকে এবং পরকালকে বিশ্বাস করে না।

(আল- বাকারা ঃ ২৬৪)

ব্যাখ্যা ঃ দান করতে হবে আল্লাহকে খুশী করার জন্য। কাজেই দানটা আল্লাহ দেখলেই চলবে, মানুষকে দেখানোর কোন প্রয়োজন নেই। আর যারা লোক দেখানো দান করে তাদের পাওনা লোকদের কাছেই আছে, আল্লাহর কাছে নেই। তাদেরকে লোকেরা দাতা বলবে, সম্মান করবে, ভোট দেবে। এসব তারা লোকদের নিকট থেকে পাবে। কিন্তু আল্লাহকে দেখালে বা আল্লাহকে দেখানোর জন্য দান করলে দুনিয়ার মানুষের নিকট থেকে কিছুই পাওয়ার আশা করতে পারবে না। কাজেই যদি সত্যই কেউ পরকালে বিশ্বাসী হয় তবে তাকে অবশ্যই রিয়া বা লোক দেখানো দান করলে চলবে না।

রোযার সময় অনেককে দেখতে পাওয়া যায় কিছু যাকাতের কাপড় অর্থাৎ সব চাইতে নিম্নমানের কম দামী কাপড় কিনে গরীব লোকদের খবর দেয়। গরীবরা এসে সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বসে থাকে। মানুষ রাস্তা দিয়ে যায় আর দেখতে থাকে যে এ বাড়ীওয়ালা যাকাতের কাপড় দেবে। বহুত লোকের দেখার পর এমন সময় কাপড় দেয়া শুরু হয় যখন কাপড়ের সংখ্যার চাইতে গরীবের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে পড়ে। ফলে শুরু হয় শক্তি প্রয়োগ করে আগে গিয়ে নেওয়ার পালা। এতে যাদের গায়ে জোর বেশী তারা কাপড় পায় আর যারা দুর্বল তারা পায় না। এই ধরনের দানের সঙ্গে যেমন থাকে লোক দেখানোর মহড়া তেমন থাকে অনেক যাতনা।

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ - وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ -وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ- وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ- البقرة- ٢٦٨

৯। হে ঈমানদারগণ! (তোমরা যে কারণে ঈমান এনেছ তার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ যদি ঘটাতে চাও তাহলে) যে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপাদন করেছি তা হতে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার জন্য নিকৃষ্ট জিনিসগুলো বেছে নিতে চেষ্টা করো না। কেননা সেগুলোই কেউ তোমাদেরকে দিলে তোমরা তা গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজী হবে না বরং তাকে তোমরা উপেক্ষা করবে। এবং জেনে রেখ আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসিত। (আল বাকারা ২৬৭)

আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে কিছু দান করলে তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকেই দান করা হয়। তাই আল্লাহ বলেছেন, তিনি অভাবী নন যে তিনি নিকৃষ্ট দান গ্রহণ করবেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ - البقرة - ٢٧٨

১০। হে বিশ্বাসীগণ! (যে বিশ্বাস তোমাদেরকে পরকালে নাজাত দেবে সে বিশ্বাস যদি সত্যি তোমাদের থেকে থাকে তাহেল) আল্লাহকে ভয় কর। আর লোকদের কাছে তোমাদের সুদের যে অংশ পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও (সুদ নিও না)। যদি তোমরা বাস্তবিকই ঈমান এনে থাক।

(আল-বাকারা ঃ ২৭৮)

ব্যাখা ঃ কেউ যদি সুদ খাওয়ার পর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং পুনরায় ঈমানের উপর থাকতে চায় তাহলে তাকে বলা হয়েছে আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের টাকা দিয়ে বড়লোক হওয়ার আশা ছেড়ে দাও। যে সব টাকা লগ্নি করেছ তার সুদ নিও না। শুধু আসল টাকাটাই নাও। যদি সত্যিকার অর্থে মু'মিন হতে চাও।

www.pathagar.com

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ- وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ -...وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ - البقرة- ٢٨٢

১১। হে ঈমানদারগণ! (যদি ঈমানে অটল থেকে পরকালে নাজাত পেতে চাও তাহলে) তোমরা যখন একে অপরের সঙ্গে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য ঋণের কারবার কর তখন তা লিখে নেবে। তোমাদের মধ্যে হতে কোন লেখক যেন তা ন্যায্যভাবে লিখে দেয়। লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে। কারণ আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন সুতরাং সে যেন লিখে দেয়।

সে লিখবে, আর লেখা বিষয় বলে দেবে সেই ব্যক্তি যার উপর এই ঋণ চাপতেছে (অর্থাৎ ঋণ গ্রহীতা)। সে যেন নিজ প্রতিপালককে ভয় করে এবং যে সব কথাবার্তা ঠিক করা হয়েছে তাতে যেন কম বেশী না করে। তবে ঋণগ্রহিতা যদি অজ্ঞ, নির্বোধ কিংবা দুর্বল হয় অথবা দলিলের মুসাবিদাগুলো বলে দিতে অক্ষম হয় তবে তার অভিবাবক ইনসাফের সাথে লিখিয়ে দেবে। অতঃপর পুরুষদের মধ্য হতে দু'জনকে এর সাক্ষী বানাবে। দু'জন পুরুষ পাওয়া না গেলে একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষী এমন লোকদের মধ্য হতে হওয়া উচিৎ যাদের সাক্ষ্য তোমাদের নিকট গ্রহণীয়। সাক্ষীদের যখন সাক্ষী হতে বলা হবে তখন তাদের অস্বীকার করা উচিত নয়। ব্যাপার ছোট হোক কিংবা বড় হোক মেয়াদ নির্দিষ্ট করে তার দলিল লিখে নিতে অবহেলা করোনা। আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনসাফের কাজ। এর ফলে সাক্ষ্য কায়েম করা খুবই সহজ হয়ে পড়ে আর সন্দেহ সংশয় কমে যায়। অবশ্য যে সব ব্যবসায়িক লেন দেন তোমরা নগদ হাতে হাতে করে থাকো তা লিখে না নিলেও কোন দোষ নেই। কিন্তু ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় ঠিক করার সময় অবশ্যই সাক্ষী রাখবে। লেখক ও সাক্ষীকে যেন কখনও কষ্ট দেয়া না হয়। এরূপ করা গোনাহের কাজ। আল্লাহর গযব থেকে আত্মরক্ষা কর। তিনি তোমাদের সঠিক কর্মপদ্ধতি শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তিনিই সব কিছু জানেন। (আল-বাকারা ঃ ২৮২)

www.pathagar.com

লিখিত না থাকার কারণে যদি একের হক অন্যের দ্বারা নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পরকালে ভীষণ শাস্তি রয়েছে। এই জন্য লেখার প্রতি আল্লাহ তাগিদ দিচ্ছেন।

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ -ال عمران- ١٠٠

১২। হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আহলি কিতাবদের মধ্যে কোন একটি দলবিশেষের আনুগত্য কর তবে তারা তোমাদেরকে ঈমানের পর আবার কাফির বানাবে। কাজেই কোন দল বিশেষের আনুগত্য করতে হলে ভেবে চিন্তে দেখে নিতে হবে। (আল-ইমরান ঃ ১০০)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে। বলা হয়েছে আহলি কিতাব হলেই তার অনুসরণ করা যাবে না। এমনকি মুসলমানের দল হলেও দেখতে হবে তাদের দল কি হুবহু রাসূল (স) ও আল কুরআনের অনুসারী কিনা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটের সঙ্গে যে নোটের মিল নেই, সে নোটটি হাতে নিয়েই যেমন আমরা বলে দিতে পারি যে- এটা জাল নোট, ঠিক তেমনই আল কুরআনের ইসলামের সঙ্গে যে ইসলামের মিল নেই সেই ইসলামও জাল ইসলাম। তাই আইনতঃ রাসূল (স)- এর ইসলামের আওতায় পড়বে না। যাদের ইসলামের সঙ্গে কুরআন ও হাদীসের ইসলামে গড়মিল পাওয়া যাবে তাদের দলভুক্ত হলে-আল্লাহই বলেছেন-ঈমান আনার পরও কাফির হয়ে যেতে পারে। তাই ঝোঁকের বশবর্তী হয়ে যেন কাফির না হয়ে পড়ি সে দিকে খুব বিচক্ষণতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে। আলোচ্য আয়াতের মধ্যে فريقا যে শব্দ রয়েছে এর থেকেই 'ফেরকা' শব্দ। মুসলমানদের মধ্যে বেশ কতকগুলো ফেরকা রয়েছে। যাদের কিছু ফেরকাকে আমরা 'নাজী' মনে করি। অর্থাৎ তারা নাজাত পাবে না বলে আমরা বিশ্বাস করি। বর্তমান কালে 'নাজী' বা আহলি সুন্নাতুল জামায়াতের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসের বিভিন্ন দল দেখা যাচ্ছে। আমি কোনটারই নাম উল্লেখ করতে চাইনা তবে এতটুকু বলতে চাই যে যাদের মূল আকীদা ও কার্যকলাপের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের হুবহু মিল রয়েছে এবং যারা

www.pathagar.com

ইসলামের অংশ বিশেষকেই পুরা ইসলাম হিসাবে ধরে নেয় না এবং যাদের ফেরকার মধ্যে ইসলামের শুধু 'আমর বিল মারূফ'ই নয়, বরং 'নেহী আনিল মুনকারের' কর্মসূচী ও জিহাদী কর্মসূচীকেও বাদ দেয়া হয়নি সেই ফেরকাকেই আমরা সঠিক বলে ধরে নিতে পারি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের একটা দল 'আমর বিল মা'রুফের কাজই করে যাচ্ছেন এবং তাঁরা মুসলমানদের জিহাদী চেতনাকে একেবারেই অসাড় করে দিচ্ছেন এবং তারা ঝামেলা মুক্ত বেহেশ্‌তের পথ দেখাচ্ছেন যে পথ আল্লাহর রাসূলের ছিল না। এসব কিছু আমাদেরকে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখা উচিৎ

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ -ال عمران -١٠٢

১৩। ওহে বিশ্বাসীগণ! (যদি সত্যই বিশ্বাস করে থাকে) তাহ'লে আল্লাহকে ভয় করার হক আদায় করে ভয় কর এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে অর্থাৎ সম্পূর্ণ আল্লাহর আনুগত্য না হয়ে মর না। (আল- ইমরান ঃ ১০২)

ব্যাখ্যা ঃ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ বলেছেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চল, ভয় করার হক আদায় করে। ভিন্ন কথায় বলা চলে তোমরা কোন কাজ করার সময় চিন্তা করতে হবে যে এ কাজ আল্লাহ কিভাবে করতে বলেছেন এবং রাসূল (স) এ কাজ কিভাবে সম্পন্ন করেছেন। আমিও হুবহু সেই ভাবেই যদি করি এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর ভয় অন্তরে পোষণ করি তবেই তাকওয়ার হক আদায় করা হবে। এ বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আসছে 'নাজাতের সঠিক পথ' নামক দারস সিরিজের মধ্যে।

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا -وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ -قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ - وَمَا تُخْفِىْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ- قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ - ال عمران - ١١٨

www.pathagar.com

১৪। ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা তোমাদের আপনজন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের বিভ্রান্ত করতে ত্রুটি করবে না। যাতে তোমাদের ক্ষতি হবে তাই তারা কামনা করে। তাদের মুখে শুধু বিদ্বেষ প্রকাশ পায় আর যা তারা মনের মধ্যে গোপন রাখে তা আরও গুরুত্বর। তোমাদের কাছে এর নিদর্শন বিশদ ভাবে প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে। যদি তোমরা জ্ঞানী হও তা অবশ্যই বুঝবে।

(আল ইমরান ঃ ১১৮)

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান সচেতনতার যুগে এর আর কোন বেশী ব্যাখ্যার প্রয়োজন মনে করি না। এ ব্যাপারে যে বুঝে সুঝে পা বাড়াতে হবে সে ব্যাপারে মানুষ তো কিছুটা সচেতন আছেই। তার পরও আল্লাহ ঈমান ওয়ালা লোকদেরকে আরও বেশী হুঁশিয়ার করে দিলেন যেন ঈমানদার লোকগুলো আরও অধিকতর সচেতনতা অবলম্বন করে।

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ -ال عمران- ١٣٠

১৫। ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেওনা এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে সম্ভাবনা আছে তোমরা সফলকাম হবে।

(আল ইমরান ঃ ১৩০)

ব্যাখ্যা ঃ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক চরম জুলুম। এ কারণে সুদের গোনাহের কথা রাসূল (স) বলেছেন "সুদের গোনাহকে ৭০ ভাগ করলে তার সব চাইতে ছোট ভাগটি হলো এমন যেন কোন ব্যক্তি তার মাকে নিকাহ করল।" চক্রবৃদ্ধি সুদের কারণে কত যে পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে আর কত যে পরিবার রাস্তার ফুটপাথের বাসিন্দা হয়ে পড়েছে তার কোন লেখা জোখা নেই।

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় এক প্রকার ব্যবসা যা চক্রবৃদ্ধি সুদের চাইতেও মারাত্মক। তা হলো জমি বন্ধক রাখা। যে জমিটার ন্যায্য মূল্য ২০ হাজার টাকা, সেই জমিটা ভাতের অভাবে গরীবরা বন্ধক রাখে, একেবারে বিক্রি করে না। মনে করে জমিটা বেঁচে দিলে তো চলেই গেল। তখন তারা হয়ত মাত্র ৫০০ টাকায় বন্ধক রাখে। মনে করে সামনের বছর জমিটা খালাস করে নেবে। এ জমিটা বন্ধক রাখার পর সে নিজেই তা চাষ করে কিন্তু ফসলের অর্ধেক দিতে হয় যে বন্ধক নিয়েছে তাকে। ধরে নিন

www.pathagar.com

তার এ জমিতে ২০ মন ধান হল- এর দশ মন নিয়ে যাবে ঐ ব্যক্তি যে হয়তবা এক হাজার টাকা দিয়ে বন্ধক নিয়েছিল। সে যদি ঐ জমিটা ন্যায্য মূল্যে খরিদ করত তাহলে তাকে ২০ হাজার টাকা খরচ করে ১০ মন ধান পেতে হত কিন্তু জমি বন্ধক রেখে একজন গরীবকে ঠকিয়ে সে মাত্র ১ হাজার টাকা খাটিয়ে দশ মন ধান পেল, আর ঐ জমির মালিক বেচারা এই দশ মণ ধান দেয়ার কারণে পরের বছর আরও অভাবী হয়ে পড়ল। ফলে তার জমি তো খালাস করতে পারলই না উপরন্তু আরও কিছু টাকা ঋণ নিল পরের বছর। দ্বিতীয় বছরেও যখন টাকা দিতে পারল না তখন নামে মাত্র কিছু টাকা নিয়ে জমিটা তাকে লিখে দিল। এরূপ বহু ঘটনা আমাদের চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছি। দেখেছি এভাবে বন্ধক রেখে রেখে নিজের বসত বাড়ীটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে। অথচ আমাদের এই জীবনেই তাদের একদিন সুদিন দেখেছি। এভাবে জমি বন্ধক এক মহা জুলুম। শুধু সুদ নয়, এ সব জুলুম থেকেও বিরত থাকতে হবে ঈমানের দাবীদার হলে। নইলে এসব জালেম সম্প্রদায় কখনই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দলভুক্ত হতে পারবে না।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ -ال عمران -١٤٩

১৬। ওহে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে, তাহ'লে তারা তোমাদেরকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবে। (অর্থাৎ তোমরা পুনরায় সাবেক গুমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত হবে) এবং তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (আল ইমরান ঃ ১৪৯)

ব্যাখ্যা ঃ কুফরীর নীতি অবলম্বন করার অর্থ হলো যারা আল্লাহকে মানে না তারা যে নীতি অবলম্বন করে চলে এটাই হচ্ছে কুফরীর নীতি। আর এ নীতি যারা অবলম্বন করে চলে তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا -এর সঙ্গেই বলা হয়েছে- এ নীতি যারা অবলম্বন করে চলবে তারা তোমাদেরকে পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ রাসূল (স) আগমনের পূর্বে যে আইয়ামে জাহেলিয়াত ছিল সে যুগের সমাজ ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেবে। এতে তোমরা মারাত্মক ভাবে দুনিয়ার জীবনে ও পরকালের জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কুফরীর নীতি অবলম্বন করার অর্থ হলো ইসলামী নিয়ম নীতিকে সম্পূর্ণভাবে অমান্য করে চলা।

www.pathagar.com

অর্থাৎ সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রচার যন্ত্র, শালিস ও বিচার ব্যবস্থা এবং জাতীয় সম্পদ বন্টনে ইসলামী ন্যায় নীতি অবলম্বন না করা এবং সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ, বেশ্যাবৃত্তি অশ্লীল ছায়াছবি ইত্যাদি যাবতীয় অন্যায়কে সমাজে চালু করে যা মুসলমানদেরকে মুসলমান থাকার পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। তাই যারা ঈমানের দাবীদার তারা যেন এই কুফরীর নীতি অবলম্বন না করে সেজন্য আল্লাহ হুঁশিয়ার করে দিলেন। ঈমানদাররাই যদি কুফরীর নীতিকে মেনে নেয় তাহলে ঈমানের দাবী আর কে পূরণ করবে?

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا - لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ قُلُوْبِهِمْ - وَاللّٰهُ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ - وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ- ال عمران - ١٥٦

১৭। হে ঈমানদাগণ! তোমাদের (দৃষ্টি ভঙ্গি) যেন তাদের মত না হয় যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে আর তাদের ভাইদেরকে বলে-যখন তার ভাইয়েরা যারা ইসলামের উপর চলে আর এ পথে চলতে গিয়ে যদি কোন যুদ্ধ বিগ্রহের সম্মুখীন হয় কিংবা শহীদ হয়। যদি আমাদের সঙ্গে থাকতো তাহলে এ ভাবে মরতে হত না। আল্লাহ এ ধরনের কথাবর্তাকে তাদের মনে দুঃখ ও চিন্তা সৃষ্টির কারণ বানিয়ে দেন। প্রকৃত পক্ষে মৃত্যু ও জীবন দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ। আর তোমাদের সকল কাজ কর্মের উপর তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। (আলে ইমরান ঃ ১৫৬)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا- وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - ال عمران - ٢٠٠

১৮। হে ঈমানদারগণ! (যদি সত্যিকার অর্থে ঈমানদার হয়ে থাক আর ঈমানের ফায়দা পেতে চাও তাহ'লে) তোমরা ধৈর্য ধারণ কর আর ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর, আর সর্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। তাহ'লে তোমরা সফলকাম হবে। (আলে ইমরান ঃ ২০০)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ এ অবস্থা মানুষের উপর তখনই আসবে যখন মানুষ গায়ের ইসলামী ব্যবস্থাপনাকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে জীবন মরণ পণ করে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। আর ঈমানের কি দাবী এ সম্পর্কে যাদের সচেতনতা নেই তারা বুঝবেই না যে ধৈর্য কাকে বলে এবং ধৈর্যের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র কোথায়। এটা বুঝাতে হলে এমন দলের সঙ্গে নিজেকে জুড়ে দিতে হবে যাদের সংগ্রামের কর্মসূচী আছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرْهًا - وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ-وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ - فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا-

النساء -١٩

১৯। হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারী হয়ে বসা তোমাদের জন্য মোটেই হালাল নয়। (অর্থাৎ কারও স্বামী মরে গেলে স্বামীর ভাইয়ে যেমন মনে করে যে ভাইয়ের সম্পত্তিতে তারা উত্তরাধিকারী তেমনই ভাইয়ের স্ত্রীরও তারা উত্তরাধীকারী হয়ে গেল, এটা মনে করা হালাল হবে না। বরং সে বিধবা স্ত্রী সম্পূর্ণ স্বাধীন। তার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তার অংশ আছে এবং ইদ্দাত পার হয়ে যাওয়ার পর যেখানে খুশী সেখানে পুনঃ বিবাহ করার তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। এই বিধবা কোন ওয়ারিসের পাওনা নয়।) আর যে মোহরানা তোমরা তাদের দিয়েছ তা কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা দিয়ে বা কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি করে তার একাংশ হস্তগত করার চেষ্টা করাও তোমাদের জন্য হালাল নয়। আর তারা যদি কোন সুস্পষ্ট ব্যভিচারে লিপ্ত না হয় তাহলে তাদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। আর যদি তোমরা তাদেরকে অযথা ঘৃণা কর তাহলে এমনও হতে পারে যে তোমরা যাকে ঘৃণা করছ হয়ত আল্লাহ তাকে খুবই উত্তম করে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু না বুঝে তোমরা সেই উত্তমকেই ঘৃণা করে যাচ্ছে। (আন্ নিসা ঃ ১৯)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ কোন স্ত্রীর স্বামী মরে গেলে স্বামীর ভাইয়েরা যেন একথা মনে না করে যে ভাইয়ের সম্পত্তি এবং তার স্ত্রী সবই তাদের জন্য হালাল হয়ে গেল। অবশ্য এরূপ মনে করা মুসলিম সমাজে তেমন দেখা যায় না। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ভাইয়ের পুরা সম্পত্তি যেন হাত ছাড়া না হয়ে যায় এবং ভাইয়ের নাবালেগ ছেলেমেয়েদের যেন একটা অসহায় অবস্থায় না পড়ে সে জন্য শরীয়তের আইন মুতাবিক ভাইয়ের স্ত্রীকে নিকাহ করে তাকে পূর্বের ঘর বাড়ীতেই বসবাসের একটা ব্যবস্থা করে দেয়। এটা তো অবশ্যই এমন কোন কাজ না যা শরীয়ত সমর্থন করে না। কিন্তু কুরআন তো শুধু মুসলমানদের জন্য নাযিল হয়নি। কুরআন নাযিল হয়েছে গোটা দুনিয়ার মানব জাতির জন্য। তাই দেখতে হবে মানব জাতির মধ্যে এমন কোন রীতিনীতি কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় কিনা। এ ব্যাপারে লক্ষ্য করলে অন্ততঃ পক্ষে ভারতীয় হিন্দু সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দেখা যায় স্বামীর ছোট ভাইকে বলে দেবর। এ শব্দটা পূর্বে ছিল 'দ্বি-বর' অর্থাৎ দ্বিতীয় স্বামী। তাদের ধর্মে নাকি ছিল স্বামী মারা গেলে দেবর হবে ঐ স্ত্রীর দ্বিতীয় স্বামী। প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য যে হিন্দু ধর্মের তৎকালীন সতীদাহ প্রথায় স্বামীর চিতায় তার জীবন্ত স্ত্রীকে যখন দাহ করা হত তখন ঐ বিধবার জীবন রক্ষার একমাত্র পথ ছিল তার স্বামীর ছোট ভাই অর্থাৎ তার দেবর। সে যদি তাকে চিতা থেকে হাত ধরে তুলে নিয়ে আসতো এই কথা বলে যে আমি তাকে গ্রহণ করবো। তবেই সে জীবনে রক্ষা পেতো। তখন স্বামীর ছোট ভাই তাকে নির্দ্বিধায় ভোগ ব্যবহার করতে পারতো। এজন্য নতুন কোন আনুষ্ঠানিক বিবাহের প্রয়োজন হতো না। এ কারণেই তৎকালীন হিন্দু সমাজে মেয়ে বিবাহ দেয়ার সময় পাত্রের ছোট ভাই আছে কি-না তা দেখা হতো। যাদের ছোট ভাই থাকতো না তাদের পক্ষে বিবাহ করা মুশকিল ছিল। অপর দিকে নব বিবাহিতা বধুও নিজের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য করে নিজের স্বামীর চাইতে বেশী সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতো দেবরের সাথে। এ ছাড়া আরবসহ পৃথিবীর বিভিন্ন জাহেলী সমাজে পিতা বা ভাইয়ের পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মত তাদের স্ত্রী ও দাসদাসীদেরকেও উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্দ্বিধায় ভোগ ব্যবহার করতো। এ সব কুসংস্কারকে বিলোপ করার জন্যই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

www.pathagar.com

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْ كُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ -وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا - النساء - ٢٩

২০। হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমরা পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করলে তা বৈধ। তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (আন নিসা ঃ ২৯)

ব্যাখ্যা ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কেনা বেচার একটা মূলনীতি মেনে চলতে হবে-তা হচ্ছে উভয়ের রাজী। যদি এক পক্ষ রাজি আর অপর পক্ষ নারাজ থাকে তবে তা হবে জুলুম। আর এই জুলুমের নীতি অবলম্বন করার অর্থই হলো একটা গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দেয়া। এইজন্য নিজেকে হত্যা করো না' বলা হয়েছে। বিষয়টিকে বুঝানোর জন্য একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন আপনি একজন অভাবী লোক। ঠেকে পড়ে আপনার ৬ কাঠা জমি বিক্রির প্রস্তাব দিলেন। মনে করুন আমি আপনার এলাকার লোক। আমার কিছু টাকা পয়সা আছে। ধরুন আমি জমি কিনে রাখি, পরে জমির মূল্য বৃদ্ধি হলে তা বিক্রি করে দেই। এভাবে জমি কেনা বেচার ব্যবসা করি। আপনি যখন আমার নিকট প্রস্তাব দিলেন তখন জমি নেওয়ার কোন লোক নেই এবং জমি বিক্রি না করেও সে পারছে না। এমতাবস্থায় আমি তাকে বললাম ঃ আমি জমি নিতে পারি যদি আমার পোষায়। আপনি জমির ন্যায্য মূল্য চাইলেন ২০ হাজার টাকা। আমি বললাম ঃ আমি বড় জোর দিতে পারি ১০ হাজার টাকা। এতে আপনার জমি বিক্রি করবেন ঠিকই কিন্তু মূল্য পেলেন অর্ধেক আর আমি কিছু দিন পর ঐ জমিই হয়ত বিক্রি করলাম কাঠা ২০,০০০ বিশ হাজার টাকা। এই ধরনের ব্যবসা করে গরীব লোকদেরকে জ্যান্ত মারা হয় বলেই আল্লাহ এই ধরনের ব্যবসাকে লোক হত্যার শামিল বলেছেন।

ব্যবসায়ের বা বেচা কেনার নিয়ম হলো- আপনি কোন একটা জিনিস বিক্রি করবেন- তার জন্যে কিছু ক্রেতা জুটল, আপনি ২০ হাজার টাকা

www.pathagar.com

দাম চাইলেন, কেউ ১৫ হাজার দাম করল, কেউ ১৮ হাজার দাম করল এর পরে দামটা এমন এক স্থানে গিয়ে পৌছল যখন আপনিও মনে করলেন যে এতে আমার ঠকা নেই। (ধরুন আপনি তা ১৯ হাজার টাকা বিক্রি করলেন।) আর যিনি খরিদ করলেন তিনিও মনে করলেন আমার কোন ঠকা হয়নি। এইরূপ কেনা বেচাই বৈধ। এই বৈধ ব্যবসাকেই আল্লাহ হালাল করেছেন। আর জুলুমের কেনা বেচাকে আল্লাহ লোক হত্যার শামিল বলেছেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِىْ سَبِيْلٍ حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا - وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا - النساء - ٤٢

২১। হে ঈমানদারগণ! (মদপানজনিত কারণে) মাতাল অবস্থায় নামাজের নিকটেও যেওনা। যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যে তোমরা কি বলতেছ। আর তোমরা যদি পান্থ-পথিক না হও তবে অপবিত্র অবস্থাতেও নয়, যতক্ষণ না তোমরা গোসল করে পাক হও। আর যদি তোমরা পীড়িত হও, অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ যদি শৌচকর্ম সেরে আস কিংবা কেউ নারী সম্ভোগ কর আর যদি পানি না পাও তাহ'লে পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম কর। মাটিতে হাত মেরে মুখমন্ডল ও দু'হাত মাসেহ কর। আল্লাহ গোনাহ মা'ফকারী ক্ষমাশীল। (আন-নিসা ঃ ৪২)

ব্যাখ্যা ঃ যখন মদ হারাম হয়নি তখন মদকে হারাম করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বলা হলো মদ পান করে নামাযের নিকটেও যেওনা। মানুষ বুঝতে শুরু করল যে এটা আসলে ভাল জিনিস নয়। এর পর যে দিন বলা হলো এখন থেকে মদ হারাম। তখন সঙ্গে সঙ্গে সবাই তা মেনে নিল। এর পূর্বে বলা হয়েছিল মদের মধ্যে ভালও আছে মন্দও আছে

www.pathagar.com

তবে ভালর চাইতে মন্দই বেশী। এভাবে মানুষের মনকে তৈরী করে নিয়েই মদকে হারাম করা হয়।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ - فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ - ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا - النساء - ٥٩

২২। হে ঈমানদারগণ! (যদি তোমরা সত্যিই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকে। তাহলে) আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে যারা হুকুম প্রদানের অধিকারী তাদেরও (আনুগত্য কর)। আর যদি কোন বিষয়ে পরস্পরে বিবাদ কর তবে আল্লাহ ও রাসূলের ফায়সালার দিকে ফিরে আস। এটাই ভাল এবং সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা।

(আন-নিসা ঃ ৫৯)

(এই বইয়ের প্রথম অংশে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِانْفِرُوْا جَمِيْعًا -النساء - ٧١

২৩। হে ঈমানদারগণ! (যদি ঈমানের দাবীতে সফলকাম হতে চাও তবে ইসলামের শত্রুর সঙ্গে) মুকাবিলা করার জন্য সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাক। অতঃপর সুযোগ ও প্রয়োজন মুতাবিক হয় দলে দলে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হও অথবা প্রয়োজনবোধে সম্মিলিত ভাবে অগ্রসর হও।

(আন-নিসা ঃ ৭১)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াত নাযিল হয়েছিল তখন, যখন ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কিছু ক্ষতিসাধন হওয়ার কারণে আরব গোত্রসমূহের মধ্যে সাহস বৃদ্ধি পেয়েছিল আর মুসলমানরা যখন চারদিক থেকে বিপদের সম্মুখীন হচ্ছিল এবং শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল।

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا - تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا - فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ - كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا - اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا - النساء - ٩٤

২৪। ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হবে তখন বন্ধু ও শত্রুর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে। তবে কেউ তোমাদের প্রথমেই সালাম দিলে সহসাই তাকে বলে ফেল না যে তুমি মু'মিন নও। তোমরা যদি দুনিয়াবী বিত্ত বিভব পেতে চাও তবে আল্লাহর নিকট বহু বিত্ত-বিভব রয়েছে। তোমরা তো ইতিপূর্বে এরূপ একটা অবস্থার মধ্যেই লিপ্ত ছিলে। আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কাজেই সতর্কতা সহকারে যাচাই বাছাই করে কাজ কর। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার পুরা-পুরিই খবর রাখেন।

(আন-নিসা ঃ ৯৪)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বে এমন একটা অবস্থা ছিল যে কারও চেহারা, বেশভূষা বা পোশাক পরিচ্ছদ দেখে মুসলমান হিসাবে চিনবার কোন উপায় ছিল না। তখন কেউ কাউকে সালাম দিলে বুঝা যেত যে যিনি সালাম দিচ্ছেন তিনি মুসলমান। বিশেষ করে কোন যুদ্ধকালিন সময়ে যদি মুসলমান মুজাহিদদের সামনে কোন অচেনা লোক পড়ে যেত তাহলে তাকে কাফের মনে করে আঘাত করতে গেলে যদি সে মুসলমান হত তবে হয়ত বলত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' নইলে বলত 'আস্ সালামু আলাইকুম' এতে তাকে মুসলমান মনে করে আঘাত করা হত না। কিন্তু কোন কোন মুজাহিদ বা যোদ্ধা এই সালামকে জান বাঁচানোর জন্যে বলছে বলে ধরে নিত। আর এতে কিছু ঈমানদার লোকও মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিচ্ছে, তাকে তুমি আন্দাজ অনুমানে বলতে পারনা যে তুমি মু'মিন নও। হ্যাঁ তবে এটারও সম্ভাবনা আছে যে কেউ জান বাচানোর জন্য বা কোন প্রকার প্রতারণা করার জন্য নিজেকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে

www.pathagar.com

যদি প্রকৃত অনুসন্ধান ছাড়াই কাউকে প্রতারক মনে করে বস তাহলে সে যদি সত্যই প্রতারক হয় তবে তো মনে করা ঠিকই হলো কিন্তু যদি সত্যই প্রতারক না হয় তাহলে একজন ঈমানদার লোক মুসলমানের হাতেই অত্যাচারিত বা নিহত হতে পারে অথবা এরূপ একটা কিছু ঘটার আশংকা থেকে যায়, এই কারণেই আল্লাহ অহি নাযিল করে সাবধান করে দিলেন যে যদি কেউ নিজেকে মুসলমান হিসাবে পরিচয় দেয় তবে সে যে মু'মিন নয় একথা বলার অধিকার তোমাদের ততক্ষণ পর্যন্ত নাই যতক্ষণ না উপযুক্ত প্রমাণাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সে প্রতারক।

এখন প্রশ্ন, যদি এরূপ কোন অবস্থায় আমরা পড়ি যে. কোন লোক এসে নিজেকে নও-মুসলিম হিসাবে পরিচয় দিল তাকে নও মুসলিম মেনে নিলে তাকে সাহায্য করতে হয়। আর যদি সে সত্যই কোন প্রতারক হয় তাহলে শাস্তি দিতে হয়। এ অবস্থায় আমি তাকে যাচাই করে দেখব যে সে প্রতারক কিনা। কিন্তু যাচাইয়ের পূর্ব পর্যন্ত আমি তাকে কি ধরে নেব?

(১) আমি ধরে নিতে পারি সে একজন প্রতারক তখন আমি তাকে বলতে পারি, তুমি যে প্রতারক নও তার প্রমাণ হাজির কর। যদি সে প্রমাণ হাজির করতে না পারে তাহলে সে প্রতারক বলেই পরিগণিত হবে।

(২) আমরা তাকে ধরে নিতে পারি সে সত্যবাদী এবং ভাল লোক। তারপরও একটা কাজ বাকি থেকে যায়। তা হচ্ছে আল্লাহ যে যাচাইবাছাই করতে বলেছেন সেটা। এখন প্রশ্ন, যাকে ভাল লোক মেনে নিচ্ছি তাকে যাচাইয়ের প্রয়োজনটা কি? যাচাই যদি করতেই হয় তবে তার পদ্ধতিটা কি হবে? আর যাচাই করলে তা করার দায়িত্বটা কার? যাকে সন্দেহ করছি তাকে কি প্রমান হাজির করতে হবে যে সে ভাল লোক নাকি যে সন্দেহ করছি তাকে প্রমাণ হাজির করতে হবে যে কেন সে তাকে সন্দেহ করছে। এখানে কুরআনী বিধান হচ্ছে কেউ কাউকে অভিযুক্ত করলে অভিযোগকারীকেই প্রমাণ হাজির করতে হবে অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্যই দোষী। যেমন কাউকে যদি কেউ যেনাকারী হিসাবে অভিযুক্ত করে তবে যে অভিযোগ করবে তাকেই বলা হবে যে "তুমি তোমার অভিযোগের সপক্ষে চারটি সাক্ষী হাজির কর।" যদি সে হাজির করতে না পারে তাহলে তাকেই শাস্তি গ্রহণ করতে হবে যে কেন সে একটা ভাল লোককে

www.pathagar.com

অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করল। এখানেও স্পষ্ট করে আল্লাহ বলেন تَبَيَّنُوْا তোমরা যারা কাউকে সন্দেহ কর তারাই যাচাই করে দেখবে, তারাই পরীক্ষা করবে কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির উপরে এমন কোন দায়িত্ব নেই যে তাকেই প্রমাণ হাজির করতে হবে যে সে ভাল মানুষ।এর পর তার কার্যকলাপ দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত খারাপ প্রমাণিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দাজে তাকে অ-মু'মিন বা দোষী বলার অধিকার (আল্লাহ ছাড়া) কারও নেই।

এ ব্যাপারে সূরা হুজরাতের মধ্যেও আয়াত নাযিল হয়েছে। বলা হয়েছে, আন্দাজে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করলে যখন প্রমাণ হবে সে ভাল লোক তখন তোমরা লজ্জিত হবে। সেখানে বলা হয়েছে আন্দাজে কাউকে দোষী করা জাহেলদের কাজ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوٗا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا * النساء -١٣٥

২৫। ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ন্যায় বিচার ধারক বাহক হয়ে যাও বা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও। আর সাক্ষী হও আল্লাহর ওয়াস্তে (অর্থাৎ আল্লাহ সামনে উপস্থিত রয়েছেন এটা মনে বদ্ধমূল রেখে সত্য সাক্ষ্য দাও) তোমাদের বিচার ও সাক্ষ্য যদি তোমাদের পিতা মাতা ও আপন আত্মীয় স্বজনের উপর আঘাত হানে তবুও সত্য সাক্ষ্য দিবে। আর পক্ষদ্বয় ধনী হোক কিংবা গরীব হোক সাক্ষ্যের বেলায় তা দেখা যাবে) না তাদের সবার চাইতে আল্লাহর অধিকার অনেক বেশী। তোমরা তার দিকেই লক্ষ্য রাখবে। অতএব, তোমরা নিজেদের মনের কামনা বাসনার অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার ও ন্যায় -পরায়ণতা হতে সরে যেওনা। তোমরা যদি কারও মন তুষ্টির জন্য কথা বল কিংবা পেঁচানো বা পাশ কাটানো কথা বল তাহলে জেনে রেখ তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

(আন- নিসা ঃ ১৩৫)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আল্লাহ বিচার এবং সাক্ষ্য দেয়া সম্পর্কে বলেছেন যে, তোমরা যারা ঈমানের দাবীদার তোমরাই তো আল্লাহর পৃথিবীতে ইনসাফ কায়েম করবে। কাজেই তোমরাই যদি সাক্ষ্য দেওয়ার বেলায় নিজের লোকের পক্ষ টেনে অসত্য সাক্ষ্য দাও আর যদি বিচারের বেলায়ও পক্ষ টেনে বিচার কর তাহলে দুনিয়ার মানুষ ন্যায় ও ইনসাফ আর কোথায় পাবে? তোমরা ঈমানের দাবীদার হয়ে যদি বেইনসাফী কর তাহলে যারা ইসলাম বিরোধী তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলার আরও সুযোগ পাবে। এতে ইসলামের সার্বিক ক্ষতি রয়েছে। এই কারণেই ইসলামের যারা ধারক বাহক বা ঈমানওয়ালা তারা যেন বিচার ও সাক্ষ্য দেয়ার বেলায় সত্য এবং ন্যায় থেকে এক চুল পরিমাণও সরে না আসে এবং তাতে যদি নিজের পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনও (ন্যায় বিচার ও সত্য সাক্ষ্যে) ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কি বিচারের রায় যদি মুসলমানের বিপক্ষে যায় এবং যদি তা অন্য কোন জাতির লোকের পক্ষে যায় তবুও সাক্ষ্য ও বিচারে সত্যের বিরুদ্ধে যাবে না এবং পক্ষপাতিত্ব করবে না। সাহাবা যুগের মুসলমান ঈমানওয়লা লোকগুলো ঈমানের এ দাবী যেভাবে মেনে চলেছেন আমরাও যদি হুবহু সে ভাবে মেনে চলতে পারি তাহলে তাঁরা যে বেহেশতের হকদার হয়েছেন আমরাও সেই বেহেশতের হকদার হতে পারি।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتٰبِ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ط وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا بَعِيْدًا* اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا* النساء - ١٣٦-١٣٧

২৬। হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের উপর ও তাঁর পূর্বে নাযিল কৃত কিতাবসমূহের উপর। যারা আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাসমূহ, কিতাবসমূহ, রাসূলসমূহ ও পরকাল

www.pathagar.com

প্রত্যাখ্যান করল তারা চরমভাবে পথভ্রষ্ট হলো। জেনে রেখ, যারা একবার ঈমান আনে পরে কুফরী করে (বা কুফরীর নীতি অবলম্বন করে) পরে পুনরায় ঈমান আনে আবার কুফরীর নীতি আবলম্বন করে অতঃপর এই কুফরীর নীতিকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলে, তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা নেই এবং তাদের জন্য কোন সৎ পথ নেই। (আন-নিসা ঃ ১৩৬-১৩৭)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহকে মুখে বিশ্বাস করলেই চলবে না। সমাজের লোকদের সামনে যেমন কেউ দাবী করল যে সে এক জন ঈমানদার লোক ঠিক তেমনই কার্যকলাপে যেন তা প্রমাণ হয় যে হা সে সত্যই ঈমানদার। ঈমান আনার পর কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) নির্দেশের বাইরে জীবনের অংশেই কোন কাজ করতে পারবে না। তার প্রত্যেকটি কাজ দেখে যেন সমাজ বুঝে যে, তার মুখের দাবী এবং কার্যকলাপে প্রকৃতপক্ষেই মিল আছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا *

النساء - ١٤٤

২৭। হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন লোক ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহর হাতে তোমাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ তুলে দিতে চাও?

ব্যাখ্যা ঃ এখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে- যারা ঈমানের দাবীদার তাদের বন্ধুত্ব তাদের সাথেই হতে পারে যারা ঈমানদার। বন্ধুত্ব গড়ে উঠে কয়েকটি কারণে, যথা- যাদের বিশ্বাস, চিন্তাধারা, আদর্শ, কর্মনীতি ইত্যাদি সব বিষয়েই মিল থাকে তাদের মধ্যেই সাধারণতঃ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। এ কারণেই বলা হলো তোমরা যারা ঈমানের দাবীদার, তারা তাদের সাথে কি করে বন্ধুত্ব করতে পার, যারা বিশ্বাসের দিক থেকে তোমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছে। কারও বিশ্বাস পরকাল সত্যই হবে আর কারও বা বিশ্বাস পরকাল টরকাল ওসব মিথ্যা কথা। এই দুটি বিপরীত বিশ্বাসে যারা বিশ্বাসী তাদের মধ্যে যদি বন্ধুত্ব দেখা যায় তাহলে

www.pathagar.com

ধরে নিতে হবে যারা ঈমানের দাবী করে ঈমানহীন ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে, রাজনৈতিক দল করে একই কর্মসূচী গ্রহণ করছে তারা ঈমানের যে দাবী করছে ওটা সম্পূর্ণ ভাবে ভুয়া দাবী। কারণ যারা ঈমানওয়ালা লোক তারা চাইবে তাদের গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহির ভিত্তিতে গড়ে তুলতে। সমাজের যে সব আইন কানুন ইসলাম বিরোধী রয়েছে তা সংশোধন করে ইসলামী করতে, তার জন্যে যদি জিহাদের প্রয়োজন হয় কিংবা জীবন দেয়ারও প্রয়োজন হয় তবে তা দিতে এবং যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে। আর যারা ঈমানওয়ালা ব্যক্তি নয় তারা চাইবে জীবন গেলেও ইসলামী আইনকে প্রতিহত করতে। যাদের চিন্তা বিশ্বাস এইরূপ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী তাদের সঙ্গে কি করে বন্ধুত্ব হতে পারে? তা কখনই হতে পারে না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ط اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ * المـاء - ١

২৮। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের অঙ্গিকার পূরণ কর। যে সব পশুর কথা তোমাদের কাছে বলা হচ্ছে তা ব্যতীত আর সব চতুষ্পদ পশু তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তবে ইহরাম রত অবস্থায় শিকারকে হালাল মনে করো না। আল্লাহ যা খুশী আদেশ করেন।

(আল মায়িদা ঃ ১)

ব্যাখ্যা ঃ এ সূরাটি আল কুরআনের সর্বশেষ নাযিল হওয়া একটি বড় সূরা। এ সূরার মধ্যে হালাল হারাম ও ইসলামী আইন কানুন ও বিধি বিধান সম্পর্কে চূড়ান্ত ফয়সালা দেয়া হয়েছে। তাই এর প্রথম আয়াতেই জন্তু জানোয়ারের মধ্যে কোনগুলো হালাল তা বলে দেয়া হলো। আন্‌আম বলতে গৃহপালিত চতুষ্পদ পশু বুঝায়। বাহিমা বলতে সব শ্রেণীর চুতুষ্পদ পশু বুঝায়। আর বাহিমাতুল আন্‌আ'ম বলতে চতুষ্পদ পশুদের মধ্যে যেগুলো গৃহপালিত সেগুলোকে বুঝায়। এখানে সে সব পশুদের হালাল হওয়ার কথা বলা হয়েছে ঃ

www.pathagar.com

(১) যেগুলো মাংসাশী নয়, অর্থাৎ যে সব পশু অন্য কোন জীব জন্তু ভক্ষণ করে না, না জীবিত অথবা মরা জন্তু শিকার করে ।

(২) যেগুলো হিংস্র নয়, অর্থাৎ যেগুলো নখর ওয়ালা পা দিয়ে এবং মুখের শিকারী দাঁত দিয়ে শিকার করে না।

এর পর বাকী থাকে সেই সব পশু যেগুলো তৃণভোজী অর্থাৎ ঘাস-পাতা খেয়ে বাঁচে. যেমন-উট, গরু, মহিষ, বকরী, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি এগুলো হালাল। এর পরেও কিছু পশু থেকে যায়। যেগুলোর ব্যাপারে সম্মানিত ইমামগণের মধ্যে কিছু মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন ঘোড়া ও গাধা এগুলো কোন পর্যায়ে পড়বে। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসকে ভিত্তি করে যাঁরা গবেষণা করে ফয়সালা দিয়েছেন অর্থাৎ আমাদের ঈমামগণ যা ফয়সালা দিয়েছেন আমরা তাই মেনে চলে থাকি এবং সেই ভাবেই মেনে চলতে হবে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَالْحَرَامَ وَلَا الْهَدْىَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ط وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا م وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ص وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ص وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ * المائدة - ٢

২৯। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করোনা। হারাম মাসগুলোর কোন মাসকেই হালাল করে নিও না। কুরবাণীর জন্তুগুলোর প্রতি হস্তক্ষেপ করোনা, যে সবের গলায় আল্লাহর নামে মান্নাতের চিহ্ন স্বরূপ পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে। আর সেই সব লোকদেরকেও কোন প্রকার কষ্ট দিও না যারা তাদের রবের অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র ও সম্মানিত আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছে। এহরামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্য তোমরা শিকার করতে পার। আর

www.pathagar.com

দেখ, একদল লোক যারা তোমাদের রাগ যেন এতদূর বৃদ্ধি না পায় যে তোমরাও তাদের মুকাবেলায় বাড়াবাড়ি শুরু করে দাও। হ্যাঁ, তবে যে সমস্ত কাজ সওয়াবের এবং আল্লাহর ভয়মূলক তাতে একে অপরের সহায়তা কর আর যেগুলো গোহান ও সীমা লংঘনের কাজ তাতে কারও একবিন্দু পরিমাণও সাহায্য সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর কারণ তার দন্ড অত্যন্ত কঠোর। (আল মায়িদা ঃ ২)

ব্যাখ্যা ঃ আয়াতের প্রথম ও শেষ অংশের কিছুটা ব্যাখ্যা দরকার। মাঝের অংশের কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

আয়াতের প্রথম অংশে বলা হয়েছে لَا تُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللّٰهِ অর্থাৎ যে নিদর্শন আল্লাহর আনুগত্যমূলক কোন দলের প্রতীক স্বরূপ, এমন কোন নিদর্শনের প্রতি অসম্মানসূচক কোন ব্যবহার করো না। যেমন কোন বিশেষ চিহ্নের পতাকা হয়ত কোন ইসলামী দলের প্রতীক। আর কোন বিশেষ চিহ্নের পতাকা হয়ত কোন নাস্তিক্যবাদী দলের প্রতীক। কিংবা কোন বিশেষ ধরনের মার্কা যেটাকে আমরা মনোগ্রাম বলি তা এক এক মতাদর্শের দল এক এক প্রকার তৈরী করে নিয়েছে। যেমন কারোটা কাস্তে ও হাতুড়ী মার্কা, কারোটা তরবারী মার্কা, কারোটা ধানের শীষ মার্কা, কারোটা হয়তবা চাঁদ তারা মার্কা। এ সব মনোগ্রামের যেগুলো আল্লাহর অনুগত্যমূলক কোন দলের প্রতীক সেগুলোর প্রতি অসম্মানসূচক আচরণকে হারাম করে দেয়া হলো। এই নির্দেশের সঙ্গে এটাও শামিল যে কোন রাষ্ট্রের এক বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রিয় পতাকা থাকে, পুলিশের এক বিশেষ ধরনের পোশাক থাকে, সৈন্যদেরও এক বিশেষ ধরনের ইউনিফরম থাকে। এসবের প্রতিও অসম্মান প্রদর্শন করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো যদি তা কোন ইসলামী রাষ্ট্রের হয়। এছাড়াও এমন চিহ্ন আছে যেগুলো আল্লাহর আনুগত্যের প্রতীক স্বরূপ। যেমন, মুসলমানদের দাড়ী টুটি পাগড়ী, হিন্দুদের টিকি পৈতা, খ্রীস্টানদের গলায় ঝুলানো ক্রস চিহ্ন ইত্যাদি। এর যে কোনটির প্রতি অসম্মান করার অর্থ হলো ঐ প্রতীক যার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা। এ কারণেই কোন একজন পুলিশ যখন ইউনিফরম ছাড়া থাকে তখন তার সঙ্গেই খারাপ ব্যবহার করা হয় যে সরকারের তিনি পুলিশ। আর যদি রাষ্ট্রীয় পতাকার সঙ্গে অসম্মানজনক কোন ব্যবহার করা

www.pathagar.com

হয় তবে তা হয় ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। ঠিক তদ্রূপ দাড়ী, টুপি, পাগড়ি ইত্যাদির সঙ্গে অসম্মান সূচক কোন ব্যবহার করলে তা হয় ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। তাই আল্লাহ সংক্ষেপে বলে দিলেন আল্লাহর আনুগত্যমূলক দল সমূহের কোন নিদর্শনের প্রতি অসম্মান সূচক ব্যবহার করো না।

এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে সওয়াবের ও আল্লাহর ভয়মূলক প্রতিটি কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর। এর অর্থ হলো যারা কোন না কোন প্রকার ভাল কাজ করে যাচ্ছে তাদের কাজে বাধার সৃষ্টি তো করা যাবেই না বরং যতদূর পারা যায়, সাহায্য করতে হবে। আর যে কোন খারাপ কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করা হলো।

এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে আমরা যারাই কোন ভাল কাজ করতে চাই তারাই যেন মনে করি যে ভাল কাজ আমরাই করব, অন্যে তা কেন করবে। এই মনোভাবের কারণে দেখা যায় যারা দ্বীনের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁরা নিজেদেরকে খুবই মুখলেস মনে করেন পক্ষান্তরে তাদেরই ন্যায় যারা ভাল কাজ করেন তাদের সাথে চরম ভাবে অসহযোগিতা করেন। আমরা মনে করি যারাই ভাল কাজ করে যাচ্ছেন তারা যদি প্রত্যেকেই একে অপরের সহযোগী হয়ে যেতে পারতাম আর যদি প্রতিটি অন্যায় কাজে সহযোগিতা না করতাম তাহলে আশ্চর্যজনক ভাবে সমাজে পরিবর্তন আসত। এই পৃথিবীর সমাজই বেহেশতি সমাজে পরিণত হত।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ط وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰٓى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ

www.pathagar.com

وَاَيْدِيَكُمْ مِّنْهُ ط مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ *

المائدة - ٦

৩০। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন নামাজের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে। আর যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাক (যে অবস্থায় গোসল ফরজ) তাহলে গোসল করে পবিত্র হবে। আর যদি তোমরা পীড়িত থাক কিংবা যদি স্ত্রীর সাথে সংগমে মিলিত হও এবং পানি না পাও তাহ'লে পবিত্র মাটির দ্বারা তাইয়াম্মুম কর। তখন তার দ্বারা মুখ এবং হাত মাসহে কর। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান এবং তোমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করতে চান যেন তোমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে পার। (আল-মায়িদা ঃ ৬)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْتَدُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ *

المائدة - ٨

৩১। হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় ভাবে সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচল থেকো। কোন সম্প্রদায়ের উপর তোমাদের বিদ্বেষ ভাব যেন ন্যায় বিচার করতে তোমাদের বাধার সৃষ্টি না করে। তোমরা সুবিচার করবে। এটা তাকওয়ার খুবই নিকটবর্তী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। জেনে রেখ, তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

(আল মায়িদা ঃ ৮)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ هَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط

www.pathagar.com

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ * المائدة - ١١

৩২। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। মনে করে দেখ সেই সময়ের কথা যখন তোমাদের বিরুদ্ধে এক সম্প্রদায় হাত উঠাতে চেয়েছিলেন তখন আল্লাহ তাদের হাতকে নিবৃত্ত করে দিয়েছিলেন। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং বিশ্বাসীদের উচিৎ একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা। (আল মায়িদা ঃ ১১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ * المائدة-٣٥

৩৩। ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তার পথে সংগ্রাম কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। (আল-মায়িদা ঃ ৩৫)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে وَسِيْلَةٌ থেকে অনেকে পীর অর্থ করে থাকেন কিন্তু এ অর্থ কোন তাফসীর কিতাবের নয়। এ অর্থ যারা করেন তা তাদের নিজ দায়িত্বেই করে থাকেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَآءَ م بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ * المائدة - ٥١

৩৪। হে বিশ্বাসীগণ! ইয়াহুদী ও নাসারাদের তোমরা কখনও বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। আল্লাহ অবশ্যই জালেমদের হেদায়াত করেন না। আল-মায়িদা ঃ ৫১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ لا اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى

www.pathagar.com

الْكٰفِرِيْنَ ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ط
ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ *

المائدة - ٥٤

৩৫। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ (এখানে কোন সম্প্রদায় বা জাতিকে বুঝানো হয়নি) দ্বীন হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক জাতিকে বা সম্প্রদায়কে আনবেন যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালবাসবেন। তারা বিশ্বাসীদের প্রতি হবে অত্যন্ত নরম স্বভাবের আর কাফেরদের জন্য হবে কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবেনা। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও প্রজ্ঞাময়।

(আল-মায়িদা ঃ ৫৪)

ব্যাখ্যা ঃ মু'মিনদের প্রতি বিনয়ী ও নম্র হওয়ার অর্থ হলো তাদের ঈমান মুতাবিক আচরণকে অতি বিনম্র ভাবে সমর্থণ করে যাওয়া, তাদের প্রতি সর্বদাই সহাভূতিশীল থাকা, যতদূর সম্ভব তাদের কাজে সহায্য করা, ঈমানের দাবী মুতাবিক কোন কাজ করতে গিয়ে তারা কোন সমস্যায় পড়লে তার সমাধানের জন্য চেষ্টা করা। কারণ তার ঈমানের দাবী মুতাবিক সে যা করে (আমি ধরে নিতে পারি যে) তা আমারই কাজ। আর সেটাকে আমি আমার কাজ মনে করলে তার সহযোগিতা তো আমাকে করতেই হবে। এ সহযোগিতার ধরনটা হলো এমন যেন একই মায়ের ৫টি সন্তান। এই মায়ের রোগ চিকিৎসার ব্যাপারে বড় ছেলে চেষ্টা করছে। অন্য ছেলেদেরকে বলা হলো তোমাদের মায়ের চিকিৎসার ব্যাপারে তোমরা তোমাদের বড় ভাইয়ের কাজে সহযোগিতা কর। ছোট ভাইয়েরা সহযোগিতা করল। এখানে যেমন বড় ভাই যা চায় ছোট ভাইয়েরাও তাই চায় কাজেই এখানে বড় ভাইয়ের কাজে ছোট ভাইদের সহযোগিতার অর্থ শুধু সহযোগিতা নয়; এর অর্থ হলো মনের একই দাবীতে যারা কাজ করছে তারা প্রত্যেকেই একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে যাওয়া বা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে যাওয়া।

www.pathagar.com

আর কাফেরদের প্রতি কঠোর বা পাষাণের ন্যায় শক্ত হওয়ার অর্থ হলো তারা যা চায় তা ঈমানদার লোক চায় না। আর তারা যা চায় তাই তারা সমাজে কায়েম করতে চায়। যদি এদের (কাফেরদের) প্রতি নরম হওয়া যায় তাহলে তারা ঈমানদার লোকদেরকে বাধ্য করবে কুফুরীরি নীতি মেনে চলতে। আর ঈমানদার যদি তা মেনে চলে তা'হলে সে তখন আর ঈমানদার থাকতে পারে না। কাজেই বলা হলো ঈমানদার লোক যে পথে চলে ওটা বেহেশতে যাওয়ার পথ। সে যখন ঐ পথে চলবে তখন যেহেতূ সেটা তোমারও চলার পথ কাজেই সে পথে একে অপরের সহযোগী হয়ে চল। আর কুফরীর পথ যেহেতু জাহান্নামের পথ কাজেই ঐ পথে যারা চলে তাদের সঙ্গে চলার ব্যাপারে তুমি পাষাণের ন্যায় শক্ত হয়ে যাও অর্থাৎ বেহেশতের পথে চলার বেলায় হও নরম যেন তোমার হাত ধরে টান দিলে তুমি অনায়াসে সে পথে চলতে থাক। আর যখনই তোমাকে জাহান্নামের পথে যাওয়ার জন্য হাত ধরে টান দিবে তখন তুমি পাহাড়ের মত শক্ত হয়ে যাও। সারা পৃথিবীর সমস্ত কুফুরী শক্তি এক সঙ্গে মিলেও যদি তোমাকে জাহান্নামের পথে নেয়ার চেষ্টা করে তবু যেন তোমাকে একচুল পরিমাণ হেলাতে দোলাতে না পারে।

এখানে যদি কেউ মনে করেন যে আল্লাহ ঈমাদার লোকদের প্রতি সহানুভুতিশীল হতে বলেছেন- এটা ঠিকই আছে। কাফেরদের প্রতি কঠোর হতে বলা হয়েছে, এই কঠোর অর্থ হলো তাদেরকে কোন প্রকারেই ক্ষমা করা যাবে না এবং তরবারী দ্বারা তাদের কেটে সাফ করে দিতে হবে এরুপ যদি কেউ মনে করেন তাহলে তা হবে আল্লাহর কথার বিপরীত অর্থ। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ হলো "কাফের মুশরিকদের নিকট আমার বাণী পৌছে দাও। বাস্, এতটুকুই তোমার দায়িত্ব। আর তারা তা কিভাবে গ্রহণ করবে তার হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার। (সূরা রাআ'দ ৪০ নং আয়াতের শেষ অংশ) যারা দ্বীন ইসলামকে উৎখাত করতে চেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলেছেন। কিন্তু কেউ ব্যাক্তিগত ভাবে কাফের বা মুশরিকদের মারা তো দূরের কথা তাদের সঙ্গে কিছু মাত্র খারাপ ব্যবহার করা হোক এমন নির্দেশও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নেই। তবে নির্দেশ আছে এই যে তারা যে পথে তোমাদেরকে নিতে চায় ঐ পথে

www.pathagar.com

যাওয়ার ব্যাপারে পাষাণের ন্যায় তোমাদের ঈমানী নীতির উপর শক্ত হয়ে থাক যেন কেউ তোমাদেরকে তোমাদের নীতি থেকে একচুল সরাতে নাড়াতে না পারে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ * المائدة - ٥٧

৩৬। ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের দ্বীনকে যারা বিদ্রুপ করে এবং তামাশার বস্তুতে পরিণত করে তাদেরকে এবং অপরাপর কাফেরদেরকে তোমরা তোমাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানায়ো না। আল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা সত্যই ঈমানদার হও। (আল- মায়িদা ঃ ৫৭)

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী আহলি কিতাব বলতে ইহুদী ও নাসারা জাতিকে বুঝায়। এরা কখনও ইসলামকে ভাল নজরে দেখে না এবং মুসলমানদের উন্নতি এরা অন্তর থেকেই চায়না। কিন্তু তাদের কার্যকলাপে তারা খুবই চতুর ও সাবধান। তাদের বাহ্যিক আচার আচরণে মনে হয় যেন তারা মুসলমানদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল। প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমানদের সঙ্গে যত ভাল ব্যবহারই করুক না কেন তার মূল কারণ তাদের ধর্মের দিকে মুসলমানদেরকে আকৃষ্ট করা। তাদের এ আচরণের মূল তাৎপর্য বুঝতে ভুল করে তাদেরকে (আহলি কিতাব ও অন্যান্য জাতিগুলোকে) ঈমানদারগণ নিজেদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নেয়। এর পর মুসলমানদের ভিতর থেকে ধর্মীয় শিক্ষায় অজ্ঞ কিছু লোক ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে আহলে কিতাবদের ধর্মগ্রহণ করে বসে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বাংলাদেশে খৃষ্টানদের মিশনারী সংস্থা রয়েছে। যারা এদেশে হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনগণের সেবক হিসেবে এদেশের কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া আরও বহু সংস্থা রয়েছে যা জনসেবামূলক সংস্থার মাধ্যমে গরীব মুসলিম দেশগুলোতে গরীব মুসলমানদের মধ্যে নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। এসব কাজের পিছনে তাদের মূল উদ্দেশ্য যে কি তা সবার দৃষ্টিতে ধরা পড়ার কথা নয়। এমনকি অনেক মুসলমান

www.pathagar.com

তাদের মিশনারী সংস্থায় চাকুরী করেও নিজেদেরকে ধন্য মনে করে। এ সবের অবশ্যম্ভবী ফল হলো মুসলমানদের ঈমান ও আকিদার মধ্যে ফাটল ধরায় এবং ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে আর কোন সংকোচ মনে করে না। এ কারণে আল্লাহ ঈমানদার লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন তোমরা সেসব আহ্‌লি কিতাবদের - যারা ইসলামকে বিদ্রূপ করে এবং যারা ইসলামকে অস্বীকার করে তাদেরকে- বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়ো না। তাদেরকে তোমরা নির্ভর্শীল মনে করো না; তাদেরকে তোমরা পূর্ণ সহযোগী মনে করো না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ * المائدة - ٨٧

৩৭। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যে জিনিস হালাল করেছেন তোমরা তা তোমাদের জন্য হারাম করে নিও না এবং তোমরা (আল্লাহর দেয়া) সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না। (আল-মায়েদা ঃ ৭)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ ইসলামের দুটি মৌলিক বিষয়ের উপর নির্দেশ দান করেছেন। যথা - (১) কোন জিনিসকে হারাম বা হালাল করার অধিকার কোন মানুষের নেই। এ অধিকার সম্পূর্ণ আল্লাহর। আল্লহ যা হালাল করেছেন ঐটাই চুড়ান্ত হালাল এবং যা হারাম করেছে ঐটাই চুড়ান্ত হারাম। রাসূল (সা.) বলেছেন "ফা আহিললুল হালালা ওয়া হার্‌মা" অর্থাৎ আল কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ যা হালাল করেছেন ঐটাকে তোমরা তোমাদের জন্য হালাল করে নাও। একই ব্যাপারে আল কুআনের সূরা তাওবার ২৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন তোমরা যুদ্ধ কর আহলি কিতাবের সেই সব লোকদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান আনে না। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সা.) যা হারাম করে দিয়েছেন তা নিজেদের জন্য হারাম করে না এবং যারা সত্য দ্বীন ইসলামকে নিজেদের জীবন বিধান হিসাবে গ্রহণ করে না। তাদের সঙ্গে লড়াই করতে থাক।

www.pathagar.com

এই আয়াতের মাধ্যমেও জানা গেল আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা আমাদের হারাম হিসাবেই মেনে নিতে হবে এবং তিনি যা হালাল করেছেন তা আমাদের হালাল হিসাবেই মেনে নিতে হবে। এ ব্যাপারে মানুষের কোন অধিকার নেই যে তারা নিজেরাই নিজেদের খেয়াল খুশি মত হারামকে হালাল করতে পারে এবং হালালকে হারাম করতে পারে।

(২) মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক দেখা যায় যারা অতিরিক্ত আল্লাহ ভক্ত হিসাবে নিজেদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহর করা হালালকে তারা নিজেদের জন্য হারাম করে নেয়। যেমন- আল্লাহ বিবাহ করা হালাল করে দিয়েছেন কিন্তু খ্রীষ্টানদের মধ্যে দেখা যায় ওরা ওদের ধর্ম প্রচারকদের জন্য সেই বিবাহকে হারাম করে নিয়েছে। বিধবা বিবাহ আল্লাহ হালাল করে দিয়েছেন কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে দেখা যায় ওরা ওদের জন্য তা হারাম করে নিয়েছে। সকল প্রকার সামাজিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকা আল্লাহ হালাল করলেও মুসলমানদের কোন কোন গ্রুপ (দল) সমাজের বিভিন্ন প্রকার কাজের সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িত রাখা হারাম মনে করে। উদাহরণ স্বরুপ বলা চলে বর্তমানে একটি বৃহত্তর ইসলামী জামাত রাজনৈতিকে হারাম মনে করে। এমনকি তারা তাদের নেসাবী কিতাব ছাড়া অন্যান্য ইসলামী বইসহ আল কুরআনের তাফসীর পড়াকেও হারাম করে নিয়েছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকেও তারা নিজেদের জন্য হারাম মনে করে। অথচ আল্লাহর কোন নবীই এসব কাজগুলোকে হারাম করে যাননি। এসব লোকদের লক্ষ্য করেই আল্লাহ বলেছেন তোমরা কোন কাজকে নিজেদের খেয়াল খুশী মত হারাম বা হালাল বানাতে পার না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ * المائدة ٩٠ -

৩৮। হে বিশ্বাসীগণ! (জেনে রেখ) মদ, জুয়া, মুর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণয়কারী শর খুবই ঘৃর্ণ্য বস্তু- যা শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা ঐ সব কাজ বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পার। (আল- মায়েদা ৯০)

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهٗٓ اَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّخَافُهٗ بِالْغَيْبِ ج فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ * المائدة -٩٤

৩৯। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের হাত ও বর্শার পাল্লার মধ্যে যে শিকার রয়েছে সে বিষয় আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন যেন বুঝতে পারেন কে তাকে না দেখেও ভয় করে। অতএব, এর পরও কেউ সীমালংঘণ করলে তার জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতে ইহরাম অবস্থায় ম'মিনদের করণীয় সম্পর্কে বলা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ط وَمَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ط عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ط وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ * المائدة- ١٠١

৪০। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ইহরামে থাকা অবস্থায় শিকার জন্তু বধ করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে শিকার জন্তু বধ করলে এর বিনিময় হচ্ছে তার অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু- যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যকার দুইজন ন্যায়বান লোক- কা'বাতে প্রেরিতব্য কুরবাণীরুপে অথবা তার বিনিময় হবে দরিদ্রকে অন্ন দান করা। আর যা গত হয়ে গেছে আল্লাহ তা মা'ফ করে দিয়েছেন। কেউ তা পুনরায় করলে আল্লাহ তার শাস্তি দেবেন এবং আল্লাহ মহা পরক্রমশালী শাস্তিদাতা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ج وَاِنْ تَسْئَلُوْا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ ط عَفَا اللّٰهُ عَنْهَا ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ * المائدة-١٠١

www.pathagar.com

৪১। হে ঈমানদারগণ! তোমরা সেই সব বিষয় প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় যদি তোমরা প্রশ্ন কর তা হলে তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হবে। এখন পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছ আল্লাহ সে সব ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল। (আল-মায়েদা ঃ ১৯১)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ ج لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَاهْتَدَيْتُمْ ط اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ * المائدة - ١٠٥

৪২। হে ঈমানদারগণ! আত্মরক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি সৎ পথে পরিচালিত হও তাহলে পথভ্রষ্টরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা করতে তা সবই আল্লাহ তোমাদের জানাবেন। (আল-মায়েদাঃ ১০৫)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنَيْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْاٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ط تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِا للّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَاقُرْبٰى لا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ لا اللّٰهِ اِنَّا اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ * المائدة - ١٠٦

৪৩। হে ঈমানদাগণ! তোমাদের কারও যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন অসিয়ত করার সময় দুইজন ন্যায়পরায়ন লোককে সাক্ষী রাখবে। তোমরা সফরে থাকলে এবং মৃত্যু হওয়ার মত বিপদ দেখলে তোমাদের নিজেদের লোক ছাড়া দুইজন অপর লোক সাক্ষী মনোনীত করবে। তোমাদের মনে কোন সন্দেহ হলে নামাজের পর তাদেরকে অপেক্ষামান

www.pathagar.com

রাখ। অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে আমরা এর (সাক্ষ্যর) বিনিময়ে কোনরুপ মূল্য গ্রহণ করব না। যদি সে আত্মীয়ও হয়। আরও বলবে আল্লাহর সাক্ষী আমরা গোপন করব না; করলে আমরা গুনাহগারদের অন্তর্ভূক্ত হব। (আল-মায়েদা ঃ ১০৬)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَاتُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ* الانفال - ١٥

৪৪। হে ঈমানদাগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সম্মুখীন হবে তখন তাদেরকে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। (আল-আনফাল ঃ ১৫)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ * الانفال - ٢٠

৪৫। হে ঈমানদাগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তার কথা শোন তখন ফিরায়ে নিও না। (আল-আনফাল ঃ ২০)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ج وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ * الانفال - ٢٤

৪৬। হে বিশ্বাসীগণ! রাসূল (স.) যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহবান করেন যা তোমাদেরকে প্রাণ দান করবে তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহবানে সাড়া দিবে। আর জেনে রেখ, আল্লাহ মানুষ এবং তার হৃদয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করেন এবং তাঁর নিকটই তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (আল-আনফাল ঃ ২৪)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَخُوْنُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْٓا اَمٰنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ * الانفال - ٢٧

৪৭। হে বিশ্বাসীগণ! জেনে শুনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস

www.pathagar.com

ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের গচ্ছিত দ্রব্যের ব্যাপারেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। (আল- আনফাল ঃ ২৭)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করার অর্থ হলো আল্লাহ ঈমানদার লোকদেরকে বিশ্বাস করে কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। সে দায়িত্ব হলো আল্লাহ তাঁর এ পৃথিবীর সমাজকে যে অবস্থায় দেখতে চান সমাজকে সেই মুতাবিক গড়ে দেয়ার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কেউ যেন দায়িত্ব পালন থেকে সরে না পড়ে এবং এ ব্যাপারে যেন বিশ্বাস ভঙ্গ না করে। এ দায়িত্ব পালন ব্যক্তিগত ভাবে আসে, কখনও দলগত ভাবেও আসে। কখনও পদের দায়িত্বও হতে পারে। যেমন মনে করুন আপনি পৃথিবীর যে কোন দেশেরই কোন ইসলামী আন্দোলনের কর্মী। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো দেশকে এমন ভাবে গড়ে তোলা যেমন ভাবে গড়লে আল্লাহ খুশী হবেন। অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেখানে কিছুই হবে না। প্রতিটি আইন কানুন এবং সমাজের প্রতিটি ব্যবস্থাপনাই হবে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক। আর ধরে নিন সেখানে এমন ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে যে ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রুপে আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী। এ রুপ কোন দেশে যদি আপনি ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হন তাহলে আপনি এমন একটা দায়িত্ব নিলেন যে দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে হয়ত গোটা আন্দোলনই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এমতাবস্থায় যদি আপনি বিশ্বাস ভঙ্গ করেন তাহলে এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপরাধ। তাই ঈমানদার লোকদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে খবরদার বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। অথবা মনে করুন আপনি কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিলেন এবং আল্লাহর নামে শপথ করলেন যে আপনি সে দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করবেন। কিন্তু পরে যথাযথ ভাবে তা পালন করলেন না। এটাও আল্লাহর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের শামিল। আর যেহেতু রাসূল (সা.) সেই ভার পালনেরই নির্দেশ দিয়েছেন যার জন্যে তিনি আল্লাহর নিকট থেকে আদিষ্ট হয়েছেন। এ কারনেই এ ধরণের বিশ্বাস ভঙ্গের কাজকে শুধু আল্লাহর সাথে বিশ্বাস ভঙ্গের কথা বলে আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে বিশ্বাস বঙ্গের কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ *

الانفال - ٢٩

৪৮।হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে থাক তা'হলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার জ্ঞান দান করবেন। তোমাদের গুনাহ মুছে দিবেন এবং তোমাদেরকে মা'ফ করবেন। আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়। (আল-আনফাল ঃ ২৯)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করার অর্থ হলো যে কোন কাজ করতে গিয়ে চিন্তা করা যে এ কাজ কিভাবে করলে আল্লাহ খুশী হবেন ঠিক সেভাবেই কাজ করে যাওয়া। আর প্রতিটি কাজের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করে দেখা যে এ কাজ কিভাবে করলে আল্লাহ নাখোশ হবেন। তার জ্ঞান মুতাবিক যে কাজকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কাজ মনে করবে তা তারা করবে না। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষই যদি এরূপ আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করতো তবে এ মাটির পৃথিবী বেহেশতী সমাজে পরিণত হয়ে যেত।

অতঃপর বলা হয়েছে, যদি কেউ এরূপ চলে তাহলে আল্লাহ তাকে সত্যের মানদন্ড দান করবেন, এর অর্থ হলো সত্য ও মিথ্যা, ন্যায় ও অন্যায়, ভাল ও মন্দ, সঠিক ও বেঠিক, আল্লাহর পথ ও শয়তানের পথ, বেহেশতের রাস্তা ও দোজখের রাস্তা ইত্যাদি পথগুলোকে সঠিক ভাবে চিনতে পারবে। এটা চিনবার জন্যে যে জ্ঞান প্রয়োজন আল্লাহ তায়ালা তাকে তা দান করবেন। সে কখনও বিভ্রান্ত হবে না। তবে শর্ত হলো প্রতিটি কাজে আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করতে হবে। আর এই নীতি অবলম্বন করে যারা চলবে তাদেরকে আল্লাহ মেহেরবানী করে মা'ফ করে দিবেন বলে এ আয়াতের মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন। [আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করে চলার ধরন কিরূপ হবে তার অল্পবিস্তর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে 'নাজাতের সঠিক পথ' নামক দারস সিরিজের মধ্যে। তাই এখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা না দিয়ে সংক্ষেপে করা হলো।]

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ - الانفال - ٤٥

৪৯। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন দলের সম্মুখীন হও তখন (আপন নীতিতে) অবিচল থাক। আল্লাহকে বেশী স্মরণ কর যেন তোমরা সফলকাম হতে পারে। (আল-আনফাল ঃ ৪৫)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াত থেকে কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে, এ হুকুম শুধু হুজুর (সা)-এর যামানার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু তা নয়। এর অর্থ হলো এই যে, যে কোন যুগে এবং যে কোন দেশেই হোকনা কেন যারাই ইসলামের পক্ষে কাজ করে যাবে তাদের সাথে বিরোধী দলের যে কোন সংঘর্ষ লেগে যাবেই। তখন যে ঈমানের দাবীদার কোন ব্যক্তিই পিছু হটে চলে না আসে। এ অবস্থায় যদি তাকে জীবনও দান করতে হয় তবু যেন সে পিছপা না হয়। আর এ অবস্থায় যদি ঈমানের দাবীদাররা পিছু হটে তাহলে আল্লাহর যমীনে অবশ্যই ইবলিসের রাজত্ব কায়েম হবে। আর এই যদি হয় প্রকৃত অবস্থা তাহলে ঈমানদার লোকদের ঈমান আনার কোন অর্থই হয় না।

٥٠. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْٓا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ط وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ - التوبة - ٢٣

৫০। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের পিতা-মাতা ও ভাই বন্ধুদেরকে নিজের ওয়ালি বা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করো না যদি তারা ঈমানের চাইতে কুফরীকে বেশী মুহাব্বত করে। আর তোমাদের ভিতর থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেবে তারা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(আত্ তাওবা ঃ ২৩)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা ঃ যুদ্ধকালিন অবস্থায় অনেক মু'মিনকে তাদের কাফের পিতা-মাতা ভাইবন্ধু যুদ্ধে যেতে নিষেধ করতো। এ জন্য বলা হলো যে ওরা তোমাদের প্রকৃত বন্ধু নয়। তোমাদের প্রকৃত বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল (স)। তাঁর নির্দেশ প্রয়োজন হলো যুদ্ধে গিয়ে জীবন দান করবে। তাতে জীবন সফল হবে।

٥١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ج وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖٓ اِنْ شَآءَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - التوبة - ٣٨

৫১। হে বিশ্বাসীগণ! মুশরিকরা অপবিত্র। সুতরাং তারা যেন এই বৎসরের পর আর মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে। যদি তোমরা গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় কর তাহলে জেনে রেখ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তার দয়ায় তোমাদেরকে অভাবমুক্তও করে দিতে পারেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। (আত্ তাওবা ঃ ২৮)

ব্যাখ্যা ঃ তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এ আয়াত নাযিল হলে হযরত আলী (রা) কে মক্কায় হজ্জে পাঠানো হয় এবং সূরা তাওবার ১ম থেকে ২৯ আয়াত পর্যন্ত পড়ে শোনানোর জন্য বলা হয়। তিনি নবম হিজরীর যিলক্বদ মাসে নাযিল হওয়া আয়াত গুলো নবম হিজরীর হজ্জের সময় যথারীতি হাজীদের সামনে পড়ে শুনান। এরপর থেকে আর কোন মুশরিক ঐ নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। অর্থাৎ তখন থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন মুশরিক তা পৃথিবীর যে কোন বড় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানই হোক না কেন (মুশরিক হলে) আল্লাহর ঘরের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার পাবে না।

٥٢. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ - التوبة - ٣٤

৫২। হে ঈমানদারগণ! জেনে রেখ, এমন অনেক বড় বড় আলেম ও সংসারত্যাগী পীর দরবেশ আছে যারা জনগণের ধন মাল অন্যায়ভাবে লুটে খায় এবং লোকদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। তারা স্বর্ণ ও রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে অথচ আল্লাহর রাস্তায় ব্যায় করে না। তাদেরকে কঠিক শাস্তির সংবাদ দাও। (আত্ তাওবা ঃ ৩৪)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আহলি কতাব- অর্থাৎ ইয়াহুদ ও নাসারাদের মধ্যে যারা বড় নামকরা আলেম এবং দরবেশ লোক ছিলেন তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু বলার ভাষা ও ভাব থেকে বুঝা যায় যে কোন যুগের যে কোন আলেম পীর সুফী দরবেশই হোক না কেন যাদেরই মধ্যে ঐ ধরনের স্বভাব ও কার্যকলাপ আছে তাদের প্রত্যেককেই শামিল করা হয়েছে এর মধ্যে। এখানে লক্ষণীয় যে, لَيَاْكُلُوْنَ (লাইয়াকুলুনা) এবং يَصُدُّوْنَ (ইয়াছুদ্দুনা) ক্রিয়া দু'টির পূর্বে যদি كَانُوْا ক্রিয়া জুড়ে দেয়া হতো তাহলে তার অর্থ হতো পূর্বেকার আহলি কিতাবদের আলেম ও দরবেশদেরকেই উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু فِعْل مُضَارِعْ এ শব্দ দু'টিকে আনার ফলে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে আহলি কিতাবদের (যাদের মধ্যে এমন অনেকে বর্তমানে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে যারা জনগণের ধন সম্পদ অন্যায় ভাবে লুটে খাবে এবং লোকদেরকে ইসলামের পথ থেকে ফিরাবে।

আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই সমাজে এমন অনেক পীর সাহেব আছেন যারা সত্য সত্যই পীরগিরিকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন এবং তাদের মুরীদগণ যদি কোন ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করার অর্থ বলেন তাহলে পীর সাহেব তাদেরকে এই বলে ধমক দেন যে "আরে থাম, ইসলাম কি আমার চাইতে তোমরা বেশি বোঝ? আমি যা বলি তাই শোন.....।" বাস্, ঐ পীরের আর কোন মুরীদকেই আপনি ইসলাম বুঝাতে পারবেন না। এমন কি একজন অমুসলিমকেও আপনি হয়ত হেদায়াত করে ইসলাম গ্রহণ করাতে পারবেন কিন্তু এক জন

www.pathagar.com

বাতিল পীর সাহেবের মুরীদকে আপনি ইসলামের উপর আনতে পারবেন না। এই কারণেই আল্লাহ বলেছেন يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ইয়াছুদ্দুনা আ'ন ছাবিলিল্লাহ) তারা জনসাধারণকে আল্লাহর রাস্তা থেকে ফিরায় অর্থাৎ জনগণ আল্লাহর রাস্তায় চলতে চায় কিন্তু তাদের পীর মুশরিদ তাদেরকে বাধা দেয়।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ * التوبة -٣٨

৫৩। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে যখন তোমাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো তখন তোমরা মাটি আকড়ে রইলে, তোমরা কি পরকালের তুলনায় দুনিয়ার জীবনকে বেশী ভালবাসো? তাই যদি হয়ে থাকে তাহ'লে জেনে রেখ দুনিয়ার জীবনের এই সব সাজ-সরঞ্জামকে পরকালে খুব সামান্য বলেই মনে হবে।

(আত্ তাওবা ঃ৩৮)

ব্যাখ্যা ঃ এই বের হওয়ার নির্দেশটা ছিল ইসলামী সমাজ কায়েমের লক্ষ্যে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সেই সংগ্রামের এক পর্যায়ের নির্দেশ। দুঃখ জনক হলেও সত্য যে ঐ কথার উল্টা ব্যাখ্যা দিয়ে এখন লোকদেরকে বেহেশতের সহজ পথে বের করা হচ্ছে। আল্লাহর নিকট সবাইকে একদিন হিসাব দেয়া লাগবে। যারা আল্লাহর কথার উল্টা ব্যাখ্যা দেন সেই দিন তারা কি জবাব দিবেন তা নিরপেক্ষ মনে ভেবে দেখা উচিত।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ * التوبة -١١٩

৫৪। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। (আত্ তাওবা ঃ ১১৯)

ব্যাখ্যা ঃ অত্র আয়াতে আল্লাহ সামগ্রিক জীবনে আল্লাহকে ভয় করে

www.pathagar.com

চলার নীতি অবলম্বন করতে বলেছেন এবং যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে এ ধরনের আদর্শবান লোকদের সঙ্গী হওয়ার নির্দেশ দান করেছেন। কারণ আদর্শবান লোকদের সঙ্গলাভ করতে পারলে তারা সর্বদাই আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে সাহায্য করবে। পক্ষান্তরে আদর্শহীন লোকদের সংগে পড়লে তারা চেষ্টা করবে আদর্শবান লোকদেরকে আদর্শচ্যুত করতে। কাজেই আদর্শহীন লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করে আদর্শবান লোকদের সঙ্গ লাভ করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দান করলেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ * التوبة - ١٢٣

৫৫। হে ঈমানদারগণ! কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী-অর্থাৎ খুব নিকট থেকে যারা বিরোধিতা করে-তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তারা তোমাদের কঠোরতা দেখুক। জেনে রেখ, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সঙ্গে রয়েছেন। (আত্ তাওবা ঃ ১২৩)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াতে আল্লাহ পাক সত্যকে অস্বীকারকারী এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়তে বলেছেন যারা ঈমানদার লোকদের পাশেই বাস করে হয়তবা প্রতিবেশীও হতে পারে। কিন্তু ভিন্ন মতাদর্শের কারণে সত্যকে অস্বীকারকারীরা প্রতিবেশী বা আপনজন হিসাবে ঈমানদার লোকদের সঙ্গে সৎ ব্যবহার করেনা এবং তাদের বন্ধুও হয় না। এসব ক্ষেত্রে একমাত্র ইসলামী আদর্শকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও কঠোরতার সঙ্গে কুফরী নীতি মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ দিলেন এবং এ কথাও জানিয়ে দিলেন যে যারাই আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ * الحج - ٧٧ (سجدة) وَاعْبُدُوْا

www.pathagar.com

৫৬। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রুকু কর, সিজদা কর, দাসত্ব, আনুগত্য ও উপসনা কর তোমাদের রবের। আর সকল প্রকার ভাল কাজ কর তাহলে সম্ভাবনা আছে মুক্তির। (আল-হাজ্জ ঃ ৭৭ (সিজদার আয়াত)

ব্যাখ্যা ঃ সকল প্রকার ভাল কাজকে মোটামুটি ভাবে ৫ ভাগে ভাগ করে দেখানো যায়। যথা–

১। বিনা বাধায় আল্লাহ ও রাসূলের যেসব নির্দেশ মেনে চলা যায় তা মেনে চলা।

২। নিজে যেভাবে চলি অপরকে সে ভাবে চলতে উদ্বুদ্ধ করা বা অন্যকে দিয়েও ভাল কাজ করানো।

৩। মন্দ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

৪। মন্দ কাজ থেকে অপর লোকদের বিরত রাখা।

৫। সমাজে যত প্রকার মন্দ কাজ রয়েছে তা সবই সমাজ থেকে উৎখাত করে সেখানে ভালকে প্রতিষ্ঠিত করা। এর জন্য কি কাজ করা লাগবে তা বলা হয়েছে এর পরবর্তী আয়াতে। বলা হয়েছে–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ط هُوَا جْتَبٰكُمْ

(একই সূরার ৭৮ আয়াত)

তোমরা জিহাদ কর জিহাদের হক আদায় করে। (তোমাদের উপর জিহাদের হুকুম এই জন্য যে তোমরা ঈমান আনার দাবী করার কারণে আল্লাহ জিহাদের জন্য) তোমাদেরকেই বাছাই করেছেন। কাজেই জিহাদের হুকুম তোমাদের উপরই দেয়া হলো।)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا لا وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ * النور - ٢١

www.pathagar.com

৫২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চলো না। যে শয়তানের অনুসরণ করবে সে (শয়তান) তো তাকে বদ কাজের এবং অশ্লীল ও বেহায়াপনা কাজের নির্দেশ দিবে। আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর মেহেরবানী যদি তোমাদের উপর না থাকতো তাহলে তোমাদের কেউই পাক পবিত্র থাকতে পারতে না। বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন পাক পবিত্র করে দেন। আর আল্লাহ সবচাইতে বেশী শুনেন ও জানেন। আন-নূর ঃ ২১

ব্যাখ্যা ঃ অত্র আয়াত শরীফের মাধ্যমে আল্লাহ বিশেষ করে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপারে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্যে ঈমানদার লোকদেরকে দূরে থাকার নির্দেশ দান করেছেন। শয়তান মানুষকে প্রথমে বেপর্দার দিকে আহ্বান করে। পরে যত প্রকার ঘৃণিত কাজ আছে সবই করতে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ সকল প্রকার অন্যায় কাজকে মাত্র দুইটি শব্দে প্রকাশ করেছেন ১। فَحْشَاءْ অশ্লীলতা ২। مُنْكَرْ যাবতীয় ঘৃণিত কাজ। এ দু'টি শব্দের মধ্যে রয়েছে যাবতীয় অন্যায় কাজ। আর শয়তানের কাজই মানুষকে অশ্লীল ও ঘৃণিত কাজের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। এখানে মনে রাখা দরকার যে, যে দেশই ইসলাম থেকে যত বেশী দূরে সরে গেছে সেই দেশেরই অবস্থা আজ এরূপ যে নিলর্জ্জতার ক্ষেত্রে বন্য পশুদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। এখন পৃথিবীতে বহু দেশ এমন অবস্থায় এসে গেছে যে নাগরিকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজেদের মায়ের নামই শুধু বলতে পারে, বাবার নাম বলতে পারে না। এ কারণেই ঈমানদার লোকদেরকে আল্লাহ শয়তানের অনুসরণ না করার জন্য কড়া নির্দেশ দিয়েছেন।

٥٨. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ * النور-٢٧

৫৮। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের ঘর ছাড়া অন্য কারও ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না বাড়ীওয়ালাকে সালাম দাও এবং অনুমতি

www.pathagar.com

পাও। এইটাই তোমাদের জন্য ভাল। আশা করা যায় তোমরা এটা খেয়াল রেখে চলবে। (আন-নূর ঃ ২৭)

٥٩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِيَسْتَاْذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلٰثَ مَرّٰتٍ ط مِنْ قَبْلِ صَلٰوةِ الْعِشَاءِ قف ثَلٰثُ عَوْرٰتٍ لَّكُمْ ط لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ط طَوّٰفُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ * النور -

٥٨

৫৯। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের মালিকানাধীন স্ত্রী পুরুষ আর তোমাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিশোর কিশোরী যেন তিনটি সময় বিনা অনুমতিতে তোমাদের নিকট না আসে। যথা- (১) ফজরের পূর্বে, (২) জোহরের সময় যখন দুপুরে গায়ের কাপড় খুলে বিশ্রামে থাকে এবং (৩) এশার পর যখন শুয়ে পড়।

এই তিনটি সময় তোমাদের জন্য পর্দা নিদিষ্ট করা হলো। এর বাইরে অন্যান্য সময় তোমরা একে অপরের কাছে যাতায়াত করতে পার তাতে তোমাদের বা তাদের পাপ হবে না। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের (কল্যাণের) জন্য ফরমান জারী করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।

(আন্ নূর ঃ ৫৮)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে বলা হয়েছে বাড়ীর কাজের লোকদের কথা যারা প্রায়শঃ বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করে। তারা যেন বিশেষ তিনটি সময় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ না করে। যখন মানুষ সাধারণতঃ গায়ের কাপড় চোপড় ফেলে বিশ্রাম করে কিংবা শুয়ে থাকে। আর এ সময়গুলো সাধারণ ঃ কোন কোন সময় তা অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

٦٠. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ

www.pathagar.com

جَاءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا * الاحزاب - ٩

৬০। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা স্মরণ কর আল্লাহর সেই অনুগ্রহের কথা– যা তিনি তোমাদের প্রতি দেখিয়েছেন– যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের উপর চড়াও হয়েছিল তখন আমি তোমাদের মধ্যে প্রবল ঝটিকা পাঠিয়েছিলাম এবং (ফেরেশতাদের) একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলাম যা তোমরা দেখতে পাওনি। তখন তোমরা যা করছিলে আল্লাহ সবকিছু দেখছিলো। (আল-আহযাব ঃ ৯)

ব্যাখ্যা ঃ অত্র আয়াত থেকে শুরু করে আহযাব ও বনূ কুরাইজার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সময় আল্লাহ কিভাবে ঈমানদার লোকদের সাহায্য করেছেন তার বর্ণনা রয়েছে। এই দুটো যুদ্ধেই আল্লাহর অসংখ্য ফেরেশ্‌তা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর নেতৃত্বে মানুষের বেশ ধরে রাসূল (স)-এর সঙ্গে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। এই দু'টি যুদ্ধ ছিল বিরতিহীন যুদ্ধ। আহযাবের যুদ্ধ থেকে মুসলিম সৈন্যগণ যখন ঘরে ফিরে যুদ্ধের পোশাক পাল্‌টানোর পূর্বেই নির্দেশ এলো বনী কুরাইজার যুদ্ধে যাওয়ার। এ যুদ্ধে অসংখ্য ফেরেশ্‌তা আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন যা মুসলিম সৈন্যগণ চোখে দেখতে পায়নি। তা অত্র আয়াতে মুসলিম সৈন্যদেরকে জানিয়ে দেয়া হলো যেন তারা বুঝতে সক্ষম হয় যে আল্লাহর সাহায্য তাদের সঙ্গে রয়েছে।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا * الاحزاب-٤١

৬১। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে। (আল-আহযাব ঃ ৪১)

ব্যাখ্যা ঃ ذِكْر অর্থ স্মরণ বা মনে করা বা মনে রাখা। আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করার অর্থ হলো এই যে প্রত্যেকটি কাজ করার সময় স্মরণ করতে হবে যে এই কাজটা আল্লাহ কিভাবে করতে বলেছেন। যে ভাবে আল্লাহ যে কাজ করতে বলেছেন ঠিক সেভাবে কাজ করলেই আল্লাহর যিকির হয়। আর তা না করে যদি সারা দিন তসবীহ হাতে নিয়ে আল্লাহ

www.pathagar.com

আল্লাহ যিকির করি আর যদি বাস্তব জীবনের কাজগুলো আল্লাহর হুকুমের খেলাফ করি তাহলে এ যিকিরে আসলে কোন ফায়দা হবে না।

٦١. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا * الاحزاب - ٤٩

৬২। হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন মু'মিন স্ত্রীকে বিবাহ কর অতঃপর তাকে স্পর্শ করার পূর্বে তাকে তালাক দাও তাহলে তোমাদের দিক থেকে তাদের কোন ইদ্দাত পালন করতে হবে না যা পূর্ণ হওয়ার জন্য দাবী করতে পার। কাজেই তাদের কিছু সম্পদ দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দাও। (আল আহযাব ঃ ৪৯)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে বলা হয়েছে স্পর্শ করার পূর্বে বিবাহিতা স্ত্রীকে তালাক দিলে ইদ্দাত পালন করা লাগবে না কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে, তাকে কিছু ধনসম্পদ দিয়ে দাও এবং বিদায়টা যেন সম্মানজনক ভাবে হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখ।

স্পর্শ করা সম্পর্কেও কিছু কথা আছে, ধরুন, একটা বিবাহ হলো, বিবাহের মাহফিল ছেড়ে সবাই উঠে গেল, বরও উঠে গেল। কিছুক্ষণ পর বর এই তালাকের কথা ঘোষণা করল। এই সময়ের মধ্যে সে যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতো বা তাকে স্পর্শ করতো তবে করার মত সময় ছিল। এ সময় কি হয়েছে না হয়েছে নতুন দম্পত্তি ছাড়া কেউ তা জানতো না। এ অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দিলে তার ইদ্দাত পালন করা লাগবে। এ ব্যাপারে ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের দেয়া ফয়সালা মেনে চলতে হবে।

٦٣. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّآ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰهُ لا وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ط اِنَّ ذٰلِكُمْ

www.pathagar.com

كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ز وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ط وَاِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاۤءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ط وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَآ اَنْ تَنْكِحُوْٓا اَزْوَاجَهٗ مِنْ بَعْدِهٖٓ اَبَدًا ط اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا * الاحزاب - ٥٣

৬৩। হে ঈমানদারগণ! তোমরা বিনা অনুমতিতে নবীর ঘরে প্রবেশ করো না। বরং না এসে খাওয়ার সময়ের অপেক্ষায় বসে থেকো। তবে তোমাদেরকে যদি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয় তবে অবশ্যই আসবে। কিন্তু খাওয়া শেষে চলে যাবে, কথায় মশগুল হয়ে বসে থেকো না। তোমাদের এ ধরনের আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়। কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না আর আল্লাহ সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। নবীর স্ত্রীর কাছ হতে কিছু চেয়ে নিতে হলে পর্দার বাইরে থেকে চেয়ে পাঠাও। তোমাদের ও তাদের দিলের পবিত্রতা রক্ষার জন্য এটাই উত্তম পন্থা। তোমাদের আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। আর তাঁর স্ত্রীদেরকেও কখনও বিবাহ করা উচিত নয়। নিশ্চয়ই এ ধরনের কাজ আল্লাহর নিকট খুব বড় অপরাধ। আল আহযাব ঃ ৫৩

ব্যাখ্যা ঃ এখন নবী নাই কাজেই এটা আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

٦٤. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا * الاحزاب - ٥٦

৬৪। হে ঈমানদারগণ! তোমরা রাসূলের উপরে দরুদ পড়। (এর পূর্বের অংশে বল হয়েছে আল্লাহ ও ফেরেস্তারা নবীর উপর দরুদ পড়েন।) (আল- আহযাব ঃ ৫৬)

٦٥. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوْا ط وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا * الاحزاب - ٦٩

www.pathagar.com

৬৫। হে ঈমানদাগণ! তোমরা সেই লোকদের মত হয়ো না যারা মুসাকে কষ্ট দিয়েছিল পরে আল্লাহ তাদের বানানো কথাবার্তা থেকে তাকে নির্দোষ প্রমাণ করলেন এবং তিনি আল্লাহর নিকট বড় সম্মানিত ছিলেন। (আল-আহযাব ঃ ৬৯)

٦٦. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا * الاحزاب - ٧٠

৬৬। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং কথা ঠিকঠাক মত বল। (আল-আহযাব ঃ ৭০)

ব্যাখ্যা ঃ তোমরা আল্লাহকে ভয় করার নীতি অবলম্বন কর। এর ব্যাখ্যা নাজাতের সঠিক পথ সিরিজে দেয়া হয়েছে। কথা বলার সময় সঠিক কথা বলার অর্থ হলো মানুষ নিজের বা আপন লোকের স্বার্থ চিন্তা করে অনেক সময় হক কথা বলে না। এটা বেঈমানদারের কাজ হতে পারে বটে, আল্লাহতে বিশ্বাসীদের স্বভাব কোন ক্রমেই এরূপ হতে পারে না।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ * محمد - ٧

৬৭। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের স্থিতি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। (মুহাম্মদ ঃ ৭)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ হলো আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা এবং সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা এবং সত্য ও ন্যায়কে জয়যুক্ত করা।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ * محمد - ٣٣

৬৮। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের অনুসরণ কর এবং তোমাদের আমলকে নষ্ট করো না। (মুহাম্মদ ঃ ৩৩)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য

www.pathagar.com

করে গেলেই তার আমল বিনষ্ট হবে না, নইলে তার সব আমলই বিনষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য ছাড়া কোন ভাল কাজই হতে পারে না।

٦٩. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ * الحجرت -١

৬৯। হে ঈমানদারগণ! খবরদার তোমরা কখনও আল্লাহ এবং রাসূলের চাইতে আগে বেড়ে যেও না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, অবশ্যই আল্লাহ সব কিছু শুনেন ও জানেন। (আল-আহযাব-১)

ব্যাখ্যা ঃ এ সূরা নাযিল হয় হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়। যখন সন্ধির শর্তগুলো রাসূল (স) মেনে নিলেন কিন্তু সাহাবীদের অনেকেই এতে দ্বিমত করলেন, তখন আল্লাহ ধমক দিয়ে বললেন– দ্বীনের ব্যাপারে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চাইতে বেশী বুঝতে যেও না। এখানে লক্ষণীয় যে সাহাবীদের যারা সন্ধির কোন কোন শর্তে দ্বিমত পোষণ করেছিলেন তাদের মধ্যে এখলাসের কি কোন ঘাটতি ছিল? তাঁরা দ্বীনের স্বার্থেই আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল তাঁদের বুঝ ঠিক ছিল না। এটাই যদি হয় প্রকৃত অবস্থা তাহলে আমাদের কি কোন অধিকার আছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কর্মপন্থাকে বাদ দিয়ে নিজেরা কোন তরীকা বা অসূল সৃষ্টি করে নেয়ার? এসব কথা যদিও খুব সহজেই মাথায় ধরার কথা কিন্তু অসূলের পথ ধরে বহুদূর অগ্রসর হয়ে গেছেন তাদের জ্ঞানে এ আয়াতের মর্মার্থ ধরা খুব কঠিন হবে সন্দেহ নেই। এমনও কিছু লোক দেখা যায় যারা কুরআনকে সম্মানের গ্রন্থ মনে করেন আর মুরব্বীদের লেখা কেতাবকে অনুসরণযোগ্য গ্রন্থ মনে করেন। এমন বাড়াবাড়িকেই আল্লাহ ধমক দিয়ে নিষেধ করেছেন তা কি আমাদের মাথায় ধরবে?

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ * الحجرت - ٢

www.pathagar.com

৭০। হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের কথার আওয়াজকে রাসূলের আওয়াজের চাইতে বড় করো না। নবীর সাথে উচ্চ কণ্ঠে কথা বলো না যেমন তোমরা পরস্পরে বলে থাকো। তোমাদের নেক কাজগুলো যেন এককভাবে বরবাদ হয়ে না যায় যে তোমরা তা টেরও পাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ একই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যেন দ্বীনের ব্যাপারে রাসূলের তরীকা বাদ দিয়ে নিজেদের তরীকা প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রাসূলের কথার উর্দ্ধে নিজেদের তরীকার উপর জোর দিয়ে না বসি।

٧١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ *

الحجرت - ٦

৭১। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা কোন ফাসেক লোকের নিকট থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর শুনেই (সত্য বলে ধরে নিও না) তার সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবে। এমন যেন না হয় যে অজ্ঞতাসারে তোমাদের দ্বারা এমন এক কওমের ক্ষতি হয়ে যায় আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য তোমরা লজ্জিত হয়ে পড়ে। (আল হুজুরাত ঃ ৬)

আল্লাহর সাবধান বাণী মুতাবিক বুঝা যাচ্ছে যে, কোন মুসলিম রাষ্ট্রের কোন সঠিক খবর কোন ইয়াহুদী সংবাদ সংস্থার পক্ষ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। শুধু ইয়াহুদীই নয়, যে কোন অমুসলিম সংবাদ সংস্থাই মুসলিম দেশগুলোর সঠিক সংবাদ দিবে না। কারণ তারা ইসলামের ক্ষতিই চায়।

٧٢. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ * الحجرت - ١١

www.pathagar.com

৭২। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পুরুষ ব্যক্তিরা এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীকে বিদ্রুপ করবে না। কারণ, হতে পারে ওরা তাদের তুলনায় অনেক ভাল। আর না স্ত্রী লোকেরা অন্য লোকদের ঠাট্টা বিদ্রুপ করবে কারণ হতে পারে তারা তাদের তুলনায় অনেক ভাল। আর তোমরা নিজেরা একে অন্যের উপর দোষারোপ করো না এবং কেউ কাউকে খারাপ উপমাসহ স্মরণ করবে না। ঈমান আনার পর ফাসেকী কাজে খ্যাতি লাভ করা খুবই খারাপ কথা। আর যেসব লোক এ ধরনের আচরণ থেকে ফিরে আসবে না তারা জালেম। (আল হুজুরাত ঃ ১১)

٧٢. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ * الحجرت - ١٢

৭৩। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা বেশীর ভাগ ধারণা করা থেকে বিরত থাক। অবশ্যই কিছু কিছু ধারণায় গোনাহ হয়ে থাকে। আর তোমরা কারও দোষ খুঁজে বের করার জন্য তার পিছনে গুপ্তচর বৃত্তিতে লিপ্ত হয়োনা। আর তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে তার মরা ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? অবশ্যই তোমরা তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী দয়াবান। (আল হুজুরাত ঃ ১২)

ব্যাখ্যা ঃ এ আয়াত বলা হয়েছে মানুষের অনুমান সব সময় ঠিক হয় না। কাজেই অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে দোষী করা ঠিক নয়। তাছাড়া কোন মানুষ অপর মানুষ সম্পর্কে বদগুমান করা মানুষের সাধারণ স্বভাব। অথচ এ সব কাজ খুবই দোষণীয়। এ ছাড়া এ আয়াতের মাধ্যমে এটাও বলা হয়েছে যে মানুষের গুপ্ত ব্যাপারকে জানার জন্য কারও পিছনে গুপ্তচরের ন্যায় লেগে যেও না। এ ছাড়া গীবত (কুৎসা) কে এ আয়াতের মধ্যে মরা ভাইয়ের গোশ্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অধিকাংশ মানুষ জ্ঞানের অগোচরেই মানুষের গীবত করে ফেলে। এ জন্য এখানে সব

www.pathagar.com

ঈমানদার লোকদেরকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হলো যেন তারা গীবত করা থেকে বিরত থাকে। গীবত হচ্ছে কারও অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে অন্যের নিকট এমন কিছু সত্য কথা বলা যা তার সামনে বললে সে লোক বেজার হত। অসাক্ষাতে মিথ্যা বলাকে গীবত বলে না, সেটা হয় ডাহা মিথ্যা অপবাদ যা গীবতের চাইতেও বেশী গোনাহের কাজ।

٧٤. يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْلَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ * الحديد - ٢٨

৭৪। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন। আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর রহমত হতে দ্বিগুণ দান করবেন। আর তোমাদেরকে সেই নূর দান করবেন যার আলোয় তোমরা চলা ফেরা করতে পারবে এবং তিনি তোমাদেরকে মাফ করবেন। আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (আল হাদীদ ঃ ২৮)

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহকে ভয় করে চলার নীতি অবলম্বন করতে হলে রাসূল (স) কে বাদ দিয়ে তা হতেই পারে না। এইজন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলেছেন। কিন্তু কথা হলো, রাসূল (স) যে আল্লাহর রাসূল মুখে মেনে নিলেই চলবে? তা চলবে না। রাসূলের (স) গোটা জীবনকে সামনে রেখে সেই মুতাবিক কাজ করে যেতে হবে। তাহলে ফায়দা পাবে ৩টা। যথা- (১) আল্লাহর রহমত দ্বিগুণ পাবে। (২) সঠিক পথ পাবে যে পথে চললে আল্লাহ রাজী খুশী হবেন। (৩) আল্লাহ তার বিগত জীবনের গোনাহ মা'ফ করে দিবেন।

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِا لْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى م وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ * المجادلة - ٩

www.pathagar.com

৭৫। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যখন পরস্পর গোপন কথা বল তখন অন্যায়, শত্রুতা এবং রাসূলের সাথে অপরাধমূলক কথাবার্তা বলো না, বরং সৎকর্মশীলতা ও আল্লাহকে ভয় করে চলার কথাবার্তা বল। আর সেই আল্লাহকেই ভয় করতে থাক যার সামনে একদিন হাজির হতে হবে।

٧٦. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ج وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ لا وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ * المجادلة - ١١

৭৬। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের যখন বলা হয় নিজেদের সভাস্থলে প্রশস্ততার সৃষ্টি করো। তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দাও। আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন। আর যখন তোমাদের বলা হয় 'উঠে যাও' তখন তোমরা উঠে যাও। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার আর যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। আর যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ সব কিছুরই খবর রাখেন।

(আল মুজাদালাহ ঃ ১১)

ব্যাখ্যা ঃ কোন সভা মজলিসে যারা প্রথমে এসে বসে তারা যখন নতুন লোক আসতে দেখবে তখন তাদের বসার জন্য জায়গা করে দেবে। তাদের সংখ্যা বেশী হলে নতুন লোকদের জন্য (তোমরা পুরাতন ঈমানদাররা) জায়গা আরও বৃদ্ধি করে দিবে।

٧٧. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰكُمْ صَدَقَةً ط ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ -فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ * المجادلة - ١٢

৭৭। হে বিশ্বাসীগণ! যখন রাসূলের সঙ্গে একাকি কথা বলবে তার পূর্বে কিছু সাদকা দিবে। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও পবিত্রতর। অবশ্য সাদকা দেয়ার মত কিছুই যদি না পাও, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (আল মুজাদালাহ্ ঃ ১২)

www.pathagar.com

٧٨. يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ج وَّاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ * الحشر - ١٨

৭৮। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য করে যে আগামী দিনের জন্য (পরকালের জন্য) সে কি সামগ্রীর ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমরা আল্লাহকেই ভয় করতে থাকো। অবশ্যই আল্লাহ সেই সব কিছুই জানেন যা তোমরা করে থাক। (আল হাশর ঃ ১৮)

ব্যাখ্যা ঃ এখানে আগামী দিন অর্থ পরকাল। অর্থাৎ মানুষ যেন সর্বদাই চিন্তা করে যে সে তার স্থায়ী জীবন যাপনের স্থান পরকালের জন্য কি অর্জন করেছে। মনে রাখতে হবে এ দুনিয়া হচ্ছে কামাই করার স্থান। আর পরকাল হচ্ছে ভোগ করার স্থান। এখানে থেকেই যদি ভোগের কাজ শেষ করে দেয়া হয় তাহলে ভোগের আর সময় পাওয়া যাবে না। কাজেই সাবধান! যেন এ দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করে দুনিয়াতেই ভোগে মেতে না থাকি। এখান থেকে পরকালের জন্য যত বেশী কামাই করা যাবে পরকালের স্থায়ী জীবনে ততবেশী ভোগ করা যাবে।

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِا لْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَ كُمْ مِّنَ الْحَقِّ ج يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ط اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِىْ سَبِيْلِىْ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِىْ ق تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِا لْمَوَدَّةِ ق وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا اَعْلَنْتُمْ ط وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ * الممحنة - ١

৭৯। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যদি আমার রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে ও আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে থাক তাহলে আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধু বানিয়ো না। তোমরা তো তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন কর অথচ যে সত্য তোমাদের নিকট এসেছে তা মেনে নিতে তারা ইতিপূর্বেই অস্বীকার করেছে। আর তাদের আচরণ এই যে, তারা রাসূল

www.pathagar.com

এবং তোমাদেরকে শুধু এই কারণে দেশ হতে নির্বাসিত করে যে তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা তাদের কাছে গোপনে বন্ধুত্বপূর্ন বাণী পাঠাও। অথচ তোমরা যা কিছু গোপন কর আর যা প্রাকশ্যে কর প্রত্যেকটি ব্যাপারই আমি ভাল ভাবে জানি। তোমাদের যে ব্যক্তিই এরূপ করে নিশ্চিত জেনো সে সত্য পথ হতে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

(আল মুমতাহিনাহ ঃ ১)

٨٠. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ط اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ج فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ط لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ط وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ط وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوْا مَآ اَنْفَقُوْا ط ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ * الممتحنة - ١٠

৮০। হে বিশ্বাসীগণ! যখন কোন মহিলা হিজরত করে তোমাদের নিকট আসবে তখন তাদের ঈমানদার হওয়ার ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখ। আর তাদের ঈমানের অবস্থা আল্লাহই ভাল জানেন। যদি তোমাদের পরীক্ষায় ঈমানদার প্রমাণিত হয় তাহলে কাফেরদের নিকট তাদের ফিরিয়ে দিও না। না তারা কাফেরদের জন্য হালাল আর না কাফের পুরুষ তাদের জন্য হালাল। তাদের কাফের স্বামী তাদের যে মোহরানা দিয়েছিল তা তাদের ফিরিয়ে দাও। তোমরা তাদের বিবাহ করায় কোন দোষ নেই যদি তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দাও। আর যে মোহরানা কাফেররা তাদের মুসলমান স্ত্রীদের দিয়েছিল তারাও তাদের মোহরানা ফেরত চেয়ে নিক। এটা আল্লাহর নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ সুবিজ্ঞানী।

আল মুমতাহিনাহ্ ঃ ১০

www.pathagar.com

٨١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ * الممتحنة -١٣

৮১। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ঐ সম্প্রদায়কে বন্ধু বানায়ো না যাদের ওপর আল্লাহর গজব নাযিল করেছেন। তারা পরকাল সম্পর্কে তেমনই নিরাশ হয়েছে যেমন কবরে সমাধিস্থদের ব্যাপারে কাফেররা নিরাশ হয়েছে। (আল-মুমতাহিনা ঃ ১৩)

٨١. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ * الصف - ٢

৮২। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা এমন কথা বল না যা তোমরা নিজেরা কর না। (আছ্ছফ ঃ ২)

٨٣. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ * الصف - ١

৮৩। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের কথা বলব কি? যে ব্যবসা তোমাদেরকে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে নাজাত দিতে পারবে। সে ব্যবসা হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে আল্লাহর রাস্তায় জানমাল দিয়ে জিহাদে লিপ্ত হয়ে যাওয়া। আছ্ছফ ঃ ১০। (এই বিষয়ের ওপর দারসে কুরআন ৩নং সিরিজের 'দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা' নামক বইয়ের মধ্যে বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

٨٤. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ط قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

www.pathagar.com

وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ج فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ * الصف - ١٤

৮৪। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মরিয়াম পুত্র ঈসা হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন– আল্লাহর কাজে কে কে আমার সাহায্যকারী হবে? তখন হাওয়ারীগণ বলেছিলেন. আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হব। শেষ পর্যন্ত বনী ইসরাইলদের একদল ঈমান আনলো (অর্থাৎ ঈমানের দাবী অনুযায়ী কাজ করল) আর এক দল অবাধ্য হলো। তখন আমি ঈমানদারদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে দিলাম ফলে তারা জয়যুক্ত হলো। (আছ্ ছফ ঃ ১৪)

৮৫। হে ঈমানদারগণ! জুময়ার দিনে যখন নামাজের জন্য আহ্বান করা হলো তখন আল্লাহর যিকিরের দিকে দৌড়াও, বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। তোমরা যদি বুঝতে তবে দেখতে এ কাজই তোমাদের জন্য উত্তম।

(আল জুমু'আ ঃ ৯)

٨٦. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ - المنفقون - ٩

৮৬। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও তোমাদের সন্তানসন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (আল-মুনাফিকুন ঃ ৯)

٨٧. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ج وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - التغابن - ١٤

৮৭। হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের স্ত্রী ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে কিছু আছে তোমাদের শত্রু। (এখানে সকল জাতির পরিবারের কথা বলা হয়

www.pathagar.com

নি, বলা হয়েছে মুসলমান জাতির কথা। বলা হয়েছে– ঈমানদার লোকের ঘরে কোন কোন ক্ষেত্রে ঐরূপ থাকবে।) তাদের ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার থাকবে। তোমরা যদি সহনশীলতার আচরণ কর এবং তাদের ক্ষমা কর তাহলে জেনে রেখ আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান। (আত্ তাগাবুন ঃ ১৪)

٨٨. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ - التحريم - ٦

৮৮। হে বিশ্বাসীগণ! নিজেকে ও নিজের পরিবারবর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। সেখানে অত্যন্ত নির্মম স্বভাবের ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে যারা কখনই আল্লাহর হুকুম অমান্য করে না এবং (শাস্তি দেয়ার জন্য) যে হুকুমই তাদের করা হয় তা ঠিক মতই তারা পালন করে। (আত্ তাহরীম ঃ ৬)

٨٩. يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ط عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ لا يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ج نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا ج اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ - سورة التحريم - ٨

৮৯। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তওবা কর, সত্যিকার তওবা। অসম্ভব নয় যে আল্লাহ তোমাদের গোনাহ মা'ফ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে নদী নালা প্রবাহমান থাকবে। এটা সেই দিন হবে যে দিন আল্লাহ তাঁর নবীকে এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করবেন না। তাদের নূর তাদের সামনে এবং ডান পাশ দিয়ে দৌড়াতে থাকবে। আর তারা বলতে থাকবে

www.pathagar.com

হে আমাদের রব! আমাদের নূর আমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দাও এবং আমাদেরকে মা'ফ করে দাও। তুমিই সর্বশক্তিমান। (আত্ তাহরীম ঃ ৮)

লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

এখানে লক্ষণীয় যে আল কুরআনের যে ২০টি সূরার মধ্যে يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বলে ৮৯টি আয়াত নাযিল হয়েছে এর সব ক'টি সূরাই মাদানী সূরা। কোন একটি মাক্কী সূরার মধ্যেই এ ধরনের কোন আয়াত নেই। এর থেকে কয়েকটি জিনিস বুঝা যাচ্ছে। যথা–

(১) (ক) মক্কায় থেকে দ্বীন প্রচার কালে মুনাফিকরা রাসূলের সঙ্গে ছিল না। মদিনায় যাওয়ার পর মুনাফিকদের অনুপ্রবেশ ঘটে। তারা মুসলমানদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকে। ঐ সব মুনাফিকদের এক শ্রেণী আল্লাহকে ঠিকই মানত কিন্তু দ্বীন প্রতিষ্ঠার কোন দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী ছিল না। তারা মনে করতো মুখে স্বীকার করলে এবং নামায রোযা করলেই ইসলামের সবকিছু হয়ে যায়। এ কারণে বলার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যে ঈমান আনলে তাকে কি কি কাজ করা লাগবে। তাই মাদানী সূরার মধ্যেই ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে উক্ত আয়াতগুলো নাযিল করা হয়েছে।

(খ) মক্কায় দ্বীন প্রচার কালে সেখানের সমাজ ব্যবস্থা ছিল গায়ের ইসলামী। আর গায়ের ইসলামী সমাজে বাস করে ঈমানের দাবী পূরণ করাও সম্ভব নয়। তাই মদিনায় গিয়ে যখন ছোট হলেও একটা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলো তখনই পরিবেশ সৃষ্টি হলো ঈমানের দাবী মেনে চলার। কাজেই মাদানী সূরার মধ্যেই এসব আয়াতগুলো আল্লাহ নাযিল করেছেন।

২। (ক) প্রশ্ন হতে পারে যে যারা রাসূল (স) এর মাক্কী জীবনই পেয়েছেন, মাদানী জীবনে যারা জীবিত ছিলেন না তারা তো ঈমানের সব দাবী পূরণ করতে পারেননি, তাদের অবস্থা কি হবে? এর জবাব হচ্ছে এই যে কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার পর তার বিগত জীবনের সব গোনাহ মা'ফ হয়ে গেছে। এবার তার উপর আল্লাহ যখন যে হুকুম করবেন তখন তাকে সেই হুকুম মেনে চলতে হবে। আর যে হুকুম এখনও আসেনি, সেই হুকুম আসার পূর্ব পর্যন্ত তা পালন করা কারও জন্য ফরজ নয়। ফরজ শুধু ততটুকু যতটুকু হুকুম নাযিল হয়ে গেছে। কাজেই মাক্কী জীবনেই যারা

www.pathagar.com

শহীদ হয়ে গিয়েছেন বা যাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তাঁদের জীবদ্দশায় আল্লাহর হুকুম যতটুকু পেয়েছেন ততটুকু তারা মেনেছেন, কাজেই তারা নিষ্পাপ। অতঃপর যখন উক্ত আয়াতগুলো নাযিল হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে যখন কুরআন পৌঁছে গেছে তখন সারা পৃথিবীর মুসলমানদের উপর আল কুরআনের যাবতীয় আদেশ পালন করা ফরজ হয়ে গেছে।

(খ) প্রশ্ন হতে পারে, ঈমানদারদের প্রতি কিছু নির্দেশ আছে যা ব্যক্তিগত ভাবে পালন করতে হবে, কিছু আছে যা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পালন করতে হবে আর কিছু নির্দেশ আছে জামায়াতবদ্ধ ভাবে পালন করতে হবে। এর মধ্যে কোনটি পড়বে ফরজে আইনের পর্যায়ে আর কোনটি পড়বে ফরজে কেফায়ার পর্যায়ে। যেমন ইক্বামতে দ্বীনের কাজ একা করা সম্ভব নয়। এটা করতে হবে জামায়াতবদ্ধ ভাবে। এ অবস্থায় যদি দেখি যে কিছু লোক ইক্বামতে দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছে সেখানে আর কিছু লোক যদি মনে করেন যে ফরজে কেফায়া হিসাবে চিহ্নিত কাজ যেহেতু কিছু লোক করে যাচ্ছে তাই আমার দায়িত্ব মুক্ত। এটা কি মনে করা যাবে?

এর জবাব হচ্ছে এই যে, যেটাই ফরজে কেফায়া সেটাই পালনের পূর্বপর্যন্ত ফরজে আইন থাকে। যখন তা পালন করা হয়ে যায় তখন তা ফরজে কেফায়া। যেমন ধরুণ, একজন মুসলমান ইন্তেকাল করলেন। আপনার নিকট খবর পৌঁছল যে তার জানাযা পড়া লাগবে। আপনি কি তখন বলতে পারেন যে ওটা যেহেতু ফরজে কেফায়া তাই আমার জানাযা পড়া লাগবে না। হ্যাঁ, আপনি তখনই বলতে পারেন যে আমার জানাযা পড়া লাগবে না যখন অন্যদের দ্বারা জানাযা হয়ে যাবে। ঠিক তদ্রুপ জামায়াতবদ্ধ ভাবে যে সব কাজের হুকুম রয়েছে তা যত দিন পর্যন্ত পালন সমাপ্ত না হবে ততদিন পর্যন্ত তা প্রত্যেকের জন্য সমান ভাবে ফরজ।

(৩) আমরা আরও লক্ষ্য করলাম যে এ ৮৯ টি আয়াতের মাত্র ৫টি আয়াতের মধ্যে সালাত শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। তার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে ধৈর্য ও নামাযের সঙ্গে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও।

www.pathagar.com

২৩নং আয়াতে বলা হয়েছে মদ পান করে নামাযের নিকটেও যেও না। ৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে নামাযের পূর্বে ওজুর ফরয আদায়ের কথা।

৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে রুকু সিজদা করে রাসূল (স)- এর নিয়মে নামায আদায়ের কথা এবং ৮৬ নং আয়াতে জুমআর আযান হয়ে গেলে সব কিছু ছেড়ে জুমআর নামায আদায়ের জন্য দ্রুত মসজিদে যেতে। কিন্তু কোন একটি আয়াতেও এ কথা নেই যে, ঈমানের দাবী না মেনে শুধু নামায রোযাতেই বেহেশতে পাওয়া পাবে। বরং বলা হয়েছে যারা আমলে সালেহ বা সৎ কাজ কররে তারা বেহেশত পাবে। কাজেই আমাদের ঈমানের দাবীর পাশাপাশি এটাও জানা দরকার যে আমলে সালেহ বা সৎ কাজ বলতে কি বুঝায়। আসুন তা বুঝার চেষ্টা করি।

ঈমানদারদের নেক আমলই আমলে সালেহ্

ঈমানদার লোকদেরকে সম্বোধন করে যেসব কাজ আল্লাহ করতে বলেছেন ঐ সব কাজকে এক কথায় বলা হয় আমলে সালেহ অর্থাৎ সৎ কাজ বা ভাল কাজ। আর এ ধরনের ভাল কাজ বা আমলে সালেহ যারা করবে তাদেরকেই আল্লাহ বেহেশ্‌ত দিবেন বলে আল-কুরআনে সরাসরি ১৬ বার বলেছেন। আর জান্নাত শব্দটা না বলে সম অর্থবোধক শব্দে আরও ৪৭টি আয়াতে আমলে সালেহকারীদেরকে বেহেশ্‌ত দেয়ার কথা বলছেন। তাছাড়া ইসলামের কোন খাস এবাদত করলে বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে এমন একটি আয়াতও আল-কুরআনে নেই। যেমন শুধু নামায পড়লে বা রোযা রাখলে বা ঐ ধরনের আর কোন বিশেষ এবাদতের দ্বারা বেহেশ্‌ত পাওয়া যাবে তা আল কুরআনে নেই। অর্থাৎ আল-কুরআনে صَلٰوةٌ ও جَنَّاتٌ কোন একই আয়াতের মধ্যে নেই। পক্ষান্তরে عَمَلٍ صَالِحٌ ও جَنَّاتٌ একই আয়াতের মধ্যে রয়েছে এরূপ আয়াত আল-কুরআনে ৬৩টি রয়েছে। যার মধ্যে ১৬টিতে আছে প্রত্যক্ষভাবে আর ৪৭টিতে আছে পরোক্ষভাবে। আমি আরও সহজ করে বলছি। আল কুরআনে এইরূপ আয়াত আছে যে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ-

www.pathagar.com

এভাবে সরাসরি আমলে সালেহ ও জান্নাত একই আয়াতের মধ্যে রয়েছে ১৬টি আয়াত কিন্তু এরূপ কোন আয়াত নেই যাতে বলা হয়েছে-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَصَلُّوْا وَصَامُوْا سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ

এ ধরনের একটি আয়াতও আল কুরআনে নেই। কিন্তু নামায আদায় করার তাকিদ এসেছে ৮৫ বার।

আমি নামায রোযার ফরজিয়াতকে সম্পূর্ণ মর্যাদা সহকারে স্বীকার করেই বলছি যে আল কুরআনে সরাসরি اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ এভাবে আসছে ১১ বার আর কখনও এক বচনে বলা হয়েছে اَقِمِ الصَّلٰوةَ কোন স্থানে আছে اَقَامَ الصَّلٰوةَ কোথাও আছে اَقَامُوا الصَّلٰوةَ কোথাও আছে يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ এভাবে সর্বমোট ৮৫টি আয়াতের মধ্যে নামাযের তাকিদ এসেছে। কিন্তু এ সব ইবাদতই হচ্ছে আমলে সালেহ এর অংশ বিশেষ। তাই দ্বীন ইসলামের কোন অংশকে পুরা ইসলাম মনে করলে দারুণ ভুল হবে। যেমন সাইকেলের শুধু চাকাই সাইকেল নয়, আবার চাকা বাদ দিলেও সাইকেল হয় না। ঠিক তেমনই শুধু নামাযই ইসলাম নয় কিন্তু নামায বাদ দিলেও ইসলাম হয় না। ঠিক তেমনই শুধু রোযাই ইসলাম নয়, কিন্তু রোযা বাদ দিলেও আর ইসলাম থাকে না। সাইকেলের যেমন কোন নির্দিষ্ট পার্টস পত্রের নাম সাইকেল নয় তেমনই ইসলামের কোন বিশেষ বিশেষ ইবাদতের নাম পুরা ইসলাম নয়। ইসলামের যাবতীয় নেক আমল ও যাবতীয় আইন কানুন মিলেই পুরা ইসলাম। এই জন্য আল কুরআনে পুরা ইসলামী কার্যকলাপকে আমলে সালেহ বলা হয়েছে। আর এই আমল যারা করবে তাদেরকে বেহেশত দেয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা যদি ঈমানের পুরা দাবীর কিছু কিছু মানি আর মনে করি যে পুরা ইসলামই মানা হয়ে গেল তাহলে মারাত্মক ভুল হবে।

যে সব আয়াতের মধ্যে আমলে সালেহ বা সৎ কর্মশীল লোকদেরকে বেহেশতে দেয়ার সরাসরি উল্লেখ রয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। আশা করি এর থেকে আমাদের ভ্রান্তি দূর হবে এবং পুরা ইসলাম সম্পর্কে কিছুটা সঠিক ধারণা করতে সক্ষম হব।

www.pathagar.com

١. وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ط قَالُوْا هٰذَا الَّذِىْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ لا وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ط وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ق وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - البقرة - ٢٥

১। (হে নবী) আপনি তাদেরকে সুসংবাদ দিন যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের কাজ কর্মগুলোকে সংশোধন করে নিয়েছে বা আমলে সালেহ করেছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে ঝর্ণাধারা। যখন তাদেরকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলে উঠবে এই ধরনের ফলই তো ইতিপূর্বে (পৃথিবীতে) আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তাদের জন্য সেখানে পবিত্র স্ত্রী থাকবে এবং তারা চিরদিন সেখানে বাস করবে। (আল বাকারা ঃ ২৫)

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ - البقرة- ٨٢

২। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ বা আমলে সালেহ করবে তারা বেহেশতী হবে। আর সেখানে তারা চিরদিন বসবাস করবে। (আল-বাকারা ঃ ৮২)

٣. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط لَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ز وَّنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيْلًا - النساء - ٥٧

৩। আর যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ বা আমলে সালেহ করেছে তাদেরকে আমি এমন বেহেশতে প্রবেশ করাব যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরদিন বসবাস করবে। সেখানে তারা পবিত্র স্ত্রী পাবে এবং তাদেরকে আমি ঘনছায়ায় আশ্রয় দান করবো। (আন-নিসা ঃ ৫৭)

www.pathagar.com

٤. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ط وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا - النساء- ١٢٢

৪। পক্ষান্তরে যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ বা আমলে সালেহ করবে তাদেরকে আমি এমন বেহেশতে স্থান দান করবো যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে এবং চিরদিন তাঁরা সেখানে বসবাস করবে। এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ওয়াদা। আর আল্লাহর চাইতে কে অধিক সত্যবাদী হতে পারে? (আন-নিসা ঃ ১২২)

٥. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا - النساء - ١٢٤

৫। আর যারা সৎকাজ বা আমলে সালেহ করবে তারা পুরুষ হোক বা মেয়ে হোক যদি ঈমানদার হয় তবে তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং তার প্রতি বিন্দুমাত্রও কোন অবিচার করা হবে না। (আন-নিসা ঃ ১২৪)

٦. وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ط تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ - ابرهيم - ٢٣

৬। পক্ষান্তরে যে সব লোক দুনিয়ায় ঈমান এনেছে, আর যারা সৎকাজ বা আমলে সালেহ করেছে তাঁরা এমন বেহেশতে প্রবেশ করবে যার তলদেশ দিয়ে নদ-নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা আল্লাহর অনুমতিক্রমে চিরদিন থাকবে। আর সেখানে তাদের সম্বর্ধনা করা হবে মহা শক্তির মুবারকবাদ দ্বারা। (ইবরাহীম ঃ ২৩)

٧. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا - الكهف - ١٠٧

www.pathagar.com

৭। অবশ্য যে সব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ বা আমলে সালেহ করেছে তাদের মেহমানদারী করার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস সজ্জিত রয়েছে। (কাহফ ঃ ১০৭)

٨. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ - الحج - ١٤

৮। নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেককাজ বা আমলে সালেহ করেছে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহমান থাকবে। আল্লাহ তাই করেন যা তিনি ইচ্ছা করেন। (আল হাজ্জ ঃ ১৪)

٩. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ط وَلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ - الحج - ٢٣

৯। যে সব লোক ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ বা আমলে সালেহ করেছে তাদেরকে আল্লাহ এমন সব বেহেশতে প্রবেশ করাবেন যে সবের নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে। তাদেরকে সোনার কংকন ও মতির মালা দ্বারা ভূষিত করা হবে। সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের।
(আল হাজ্জ ঃ ২৩)

١٠. اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ط يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ - الحج - ٥٦

১০। সেই দিন বাদশাহী হবে আল্লাহর। তিনি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিবেন। অতঃপর যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বা আমলে সালেহকারী হবে তারা নেয়ামতে পরিপূর্ণ বেহেশতে প্রবেশ করবেন।
(আল হাজ্জ ঃ ৫৬)

www.pathagar.com

١١. وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ - العنكبوت - ٥٨

১১। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ বা আমলে সালেহ করেছে তাদেরকে আমি বেহেশ্‌তের সুউচ্চ অট্টালিকাগুলোতে থাকতে দিব। যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণা ধারা প্রবাহিত আছে। সেখানে তারা চিরদিনই থাকবে। সৎকর্মশীল লোকদের জন্য এটা কতই না উত্তম প্রতিদান।

(আল আন্‌কাবুত ঃ ৫৮)

١٢. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ - لقمن - ٨

১২। নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম বা আমলে সালেহ করে তাদের জন্য নেয়ামতে ভরা বেহেশতসমূহ নির্দিষ্ট রয়েছে। (লোকমান ঃ ৮)

١٣. اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ - السجدة - ١٩

১৩। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ বা আমলে সালেহ করেছে তাদের জন্য তো বেহেশতে বসবাসের স্থান রয়েছে। তাদের কাজের পুরস্কার হিসাবে তারা সেথায় মেহমানের মত থাকবে। (আস্ সাজদা ঃ ১৯)

١٤. تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِىْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ج لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ- الشورى -

www.pathagar.com

১৪। তুমি দেখতে পাবে, এই জালেমরা নিজেদের কৃতকর্মের পরিণামকে ভয় করতে থাকবে, বস্তুতঃ তাদের কর্মফল তাদের উপর অবশ্যই এসে পড়বে। আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ বা আমলে সালেহ করেছে তারা বেহেশতের গুলবাগিচায় অবস্থান করবে। যা কিছু তারা চাইবে তাদের রবের থেকেই তা পাবে। এইটাই অতি বড় অনুগ্রহ। (আশ্ শুরা ঃ ২২)

١٥. اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ - محمد - ١٢

১৫। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বা আমলে সালেহকারী লোকদেরকে সেই সব বেহেশতে দাখিল করাবেন যার নীচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে কাফেররা শুধু দুনিয়ার কয়েকদিনের সাধ আনন্দ লুটে নিচ্ছে। জন্তু জানোয়ারের ন্যায় পানাহার করছে। আর তাদের শেষ পরিণতি হলো জাহান্নাম। (মুহাম্মদ ঃ ১২)

١٦. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ - البروج - ١١

১৬। যেসব লোক ঈমান আনলো এবং নেক কাজ বা আমলে সালেহ করলো তাদের জন্য বেহেশতের বাগিচা রয়েছে যার নীচ দিয়ে ঝর্ণধারা প্রবাহমান। এটাই বিরাট সাফল্য। (আল বুরুজ ঃ ১১)

এর প্রত্যেকটি আয়াতে একই ওয়াদা বার বার করা হয়েছে মাত্র। এছাড়া আরও ৪৭টি আয়াতের মাধ্যমেও একই ওয়াদার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর থেকে বুঝা গেল, যে আমলই আমলে সালেহের মধ্যে গণ্য হবে বেহেশত পাওয়ার জন্য তার সবগুলো আমলই করা লাগবে। এ আমলে সালেহর এক বিরাট অংশ হচ্ছে সমাজে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে

www.pathagar.com

কায়েম করার উদ্দেশ্যে বিরামহীন সংগ্রাম করে যাওয়া যা রাসূলে করীম (স) করেছেন। অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের এখানে যে আমলে সালেহের এ অংশটাকে আমরা বেমালুম ভুলে রয়েছি। আশা করি আমাদের এ ভুল কাটবে ও আমলে সালেহ বলতে কি বুঝায় তা আমরা বুঝব এবং সেই মুতাবিক কাজ করব যেন পরকালে বেহেশত পাওয়া যায়। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. কালেমার হাকিকত
৪৮. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৯. প্রচলিত জাল হাদীস
৫০. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫১. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫২. ইসলামই বাংলাদেশের মেজেটরির জাতীয় আদর্শ
৫৩. ইসলামের দৃষ্টিতে তসলিমা নাসরিন ও আহম্মদ শরীফ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪৭৩৩৮১৫